Contents

মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১৮তম বর্ষ ১০ম সংখ্যা
জুলাই ২০১৫

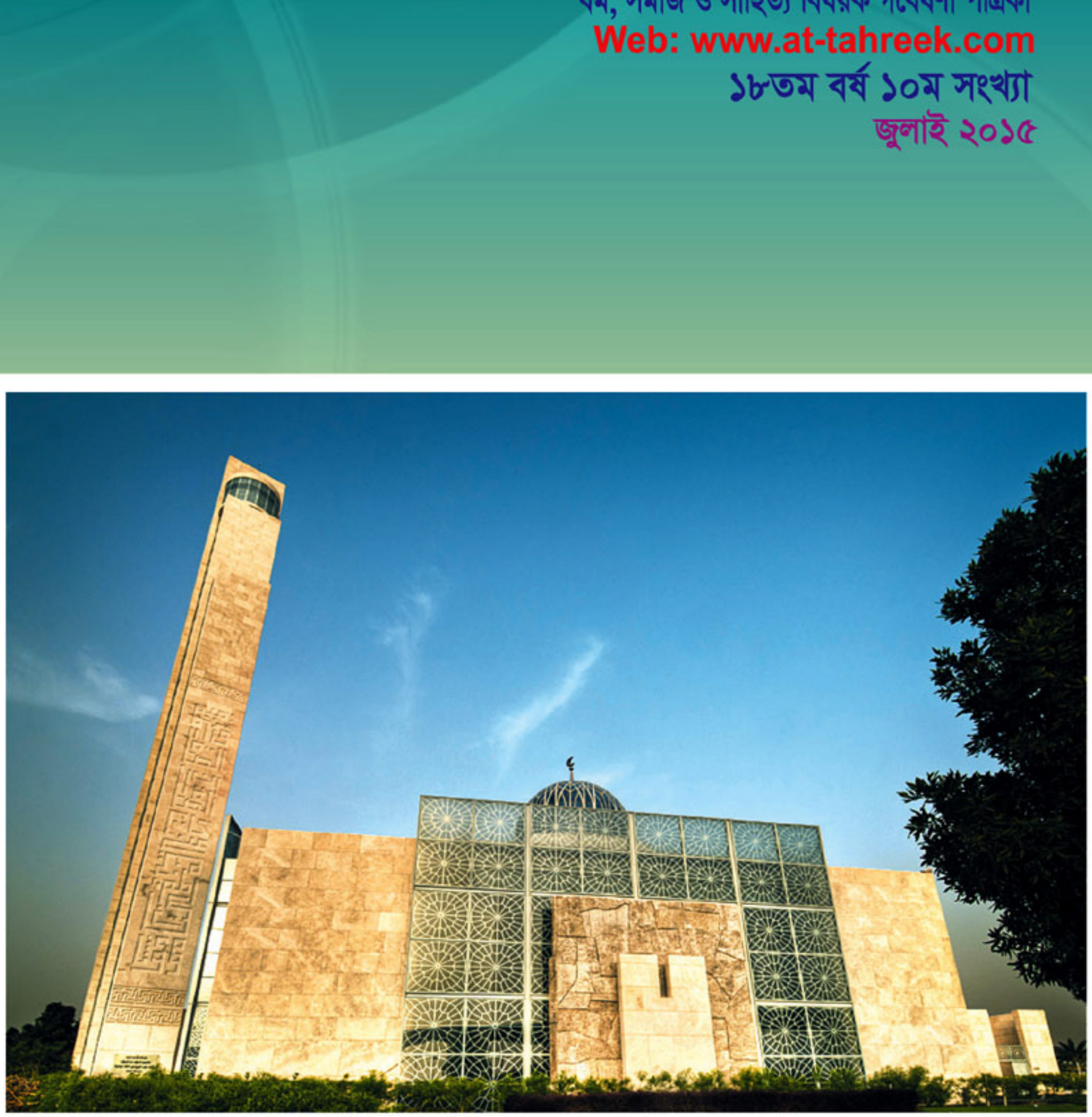

Contents

মাসিক
আত-তাহরীক

১৮তম বর্ষ : ১০ম সংখ্যা জুলাই ২০১৫

সূচীপত্র

☆ **সম্পাদকীয়** ০২

☆ **দরছে কুরআন :** ০৩
- ♦ আছহাবে কাহফ-এর শিক্ষা
  -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

☆ **প্রবন্ধ :**
- ♦ নেতৃত্বের মোহ *(শেষ কিস্তি)* ০৬
  -অনুবাদ : আব্দুল মালেক
- ♦ আল্লাহ্র প্রতি ঈমানের স্বরূপ *(২য় কিস্তি)* ১০
  -মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম
- ♦ আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম *(৪র্থ কিস্তি)* ১৬
  -অনুবাদ : আহমাদুল্লাহ
- ♦ জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন ২৩
  -অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম
- ♦ যাকাত ও ছাদাক্বা *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ২৯
- ♦ ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ৩০

☆ **সাময়িক প্রসঙ্গ :** ৩১
- ♦ ইসরাঈলকে শত কোটি ডলারের অস্ত্র এবং আইএস'র পরাশক্তি হয়ে ওঠা *-জামাল উদ্দীন বারী*

☆ **স্মৃতিকথা :** ৩৩
- ♦ এক পিতার ঘরে ফেরা... *-শরীফা বিনতে আব্দুল মতীন*

☆ **দিশারী :** ৩৬
- ♦ প্রসংগ : চেয়ারে বসে ছালাত আদায় *-আব্দুর রহীম*

☆ **কবিতা :** ৪০
- ♦ রামাযানের চাঁদ
- ♦ ছিয়ামের দাওয়াত
- ♦ আনন্দময় রামাযান
- ♦ এটা কেমন আধুনিকতা

☆ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪১

☆ **মুসলিম জাহান** ৪২

☆ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৩

☆ **সংগঠন সংবাদ** ৪৪

☆ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

সম্পাদকীয়

মুসলিম ও আহলেহাদীছ

'মুসলিম'-এর পারিভাষিক অর্থ 'আল্লাহ্র আজ্ঞাবহ'। 'আহলেহাদীছ' অর্থ 'কুরআন ও হাদীছের অনুসারী'। 'আল্লাহ্র আজ্ঞাবহ' হ'তে হ'লে তাকে অবশ্যই কুরআন ও হাদীছের অনুসারী হ'তে হবে। এর বাইরে গিয়ে 'মুসলিম' হওয়ার সুযোগ নেই। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের মধ্যে কোন শিরক ও বিদ'আত ছিল না। সকলেই কুরআন ও হাদীছের অনুসারী ছিল। সেকারণ ছাহাবায়ে কেরামের জামা'আত এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের সনিষ্ঠ অনুসারী ত্বায়েফাহ মানছূরাহ বা আল্লাহ্র সাহায্যপ্রাপ্ত দলকে সালাফে ছালেহীন বিদ্বানগণ 'আহলুল হাদীছ' বলেছেন এবং এ ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। হযরত ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতের শেষদিকে প্রধানতঃ ইহূদী চক্রান্তের কারণে রাজনৈতিক গোলযোগের সূত্র ধরে বিশেষ করে নওমুসলিমদের মাধ্যমে নানাবিধ বিদ'আতী আক্বীদা ও আমলের সূচনা হয়। ফলে সমাজে আহলেহাদীছ ও বিদ'আতী দু'টি দল চিহ্নিত হয়ে যায়। যা আজও আছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। আল্লাহ যাদেরকে স্বীয় রহমতে ধন্য করবেন, তারা সবকিছু ত্যাগ করে হ'লেও আহলেহাদীছ হবেন ও এর জন্য জীবন উৎসর্গ করবেন। কারণ এটা পরিষ্কার যে, শিরক ও বিদ'আত করে কেউ জান্নাত পাবে না। হাউয কাওছারের পানি চাইতে গেলে রাসূল (ছাঃ)-কে পানি দিতে নিষেধ করা হবে এবং বলা হবে, তুমি জানো না তোমার মৃত্যুর পরে ওরা কত অসংখ্য বিদ'আত সৃষ্টি করেছিল। তখন রাসূল (ছাঃ) বলবেন, দূর হও, দূর হও, যারা আমার পরে আমার দ্বীনকে পরিবর্তন করেছে' *(বুখারী হা/৬৫৮৩-৮৪; মিশকাত হা/৫৫৭১)*। অতএব একজন বিদ'আতী কালেমা শাহাদাত পাঠের কারণে মুসলিম হ'লেও সে আহলেহাদীছ নয়। মুখে যত দাবীই সে করুক, বিদ'আতী কখনোই সুন্নী নয়। সে কখনোই ছাহাবায়ে কেরামের জামা'আতের অনুসারী নয়। সে কখনোই নাজী ফেরক্বা নয়। অতএব যে আমলটুকুই মাত্র কবরে ও হাশরে আমাদের সাথী হবে, সেটাকে যেকোন মূল্যে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী ঢেলে সাজিয়ে নেওয়াটাই হবে যেকোন বুদ্ধিমান

মুমিনের কর্তব্য। যারা বৈষয়িক জীবনে কুফরী আক্বীদা ও আমলের অনুসারী কিংবা চরমপন্থী বা শৈথিল্যবাদী, কিন্তু ছালাতে আহলেহাদীছ, তারা সার্বিক জীবনে আহলেহাদীছ নন। অথচ একজন মুমিনকে জান্নাত পেতে গেলে সার্বিক জীবনে আহলেহাদীছ হ'তে হয়। যারা জেনে-শুনে ছহীহ হাদীছ মানেন না বরং কারু অন্ধ আনুগত্যের মধ্যে বা নিজ খেয়াল-খুশীর মধ্যে জীবন কাটান, তারা হবেন হাউয কাওছার থেকে বিতাড়িত মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত। যাদের ওযূর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখে সেদিন রাসূল (ছাঃ) বলবেন, ওদের আমি চিনি, ওরাও আমাকে চিনে' *(ঐ)*।

এক্ষণে সামাজিক ঐক্যের ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম পরিচয় আমরা 'মানুষ'। তাই প্রত্যেক মানুষের প্রতি সর্বোচ্চ মানবতা প্রদর্শন করাই হ'ল ইসলামের বিধান। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা যমীনবাসীর উপর দয়া কর, আসমানবাসী (আল্লাহ) তোমাদের উপর দয়া করবেন' *(ছহীহাহ হা/৯২২)*। অতঃপর ধর্মীয় পরিচয়ে আমরা 'মুসলিম'। কাফির ও মুসলিম একত্রে থাকলে সেখানে অবশ্যই 'মুসলিম' আমাদের ভাই। কারণ আল্লাহ, রাসূল ও আখেরাতে বিশ্বাসের কারণে তারা ও আমরা এক। আল্লাহ বলেন, মুমিনগণ সকলে ভাই ভাই *(হুজুরাত ৪৯/১০)*। অতঃপর শুধু মুসলিমগণ একত্রে থাকলে সেখানে অবশ্যই আমি স্পষ্টভাবে একজন 'আহলেহাদীছ' *(মুক্বাদ্দামা মুসলিম ১৫ পৃঃ)*। এটা আমাদের বৈশিষ্ট্যগত পরিচয় এবং এটাই আমাদের গর্ব। জীবনের সর্বত্র ভাল ও মন্দের পৃথক বৈশিষ্ট্য ও তারতম্য রয়েছে। এমনকি নিজ সন্তানদের মধ্যে উত্তম সন্তান পিতা-মাতার নিকট সবচেয়ে প্রিয় হয়ে থাকে। আমরাও আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্র নিকট প্রিয় বান্দা হ'তে চাই। আমরা প্রথমেই জান্নাতে যেতে চাই। জাহান্নাম ভোগ করার পরে নয়' *(বুখারী হা/৭৪৫০)*।

অতঃপর সামাজিক জীবনে একজন প্রকৃত আহলেহাদীছের অন্যতম নিদর্শন হ'ল, তিনি একজন আল্লাহভীরু ও যোগ্য আমীরের অধীনে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী পরিচালিত হবেন *(মুসলিম হা/১২৯৮)*। এজন্য তিনি আল্লাহ্র নামে আখেরাতে নেকী লাভের আকাঙ্ক্ষায় স্পষ্ট অঙ্গীকার তথা বায়'আতের মাধ্যমে আনুগত্যশীল হবেন *(মুসলিম হা/১৮৫১)*। কোন বিষয়ে মতভেদ হ'লে বা অপসন্দনীয় হ'লে সেক্ষেত্রে আমীরের নির্দেশ কার্যকর হবে এবং ছবর করতে হবে *(বুখারী হা/৭০৫৩)*। যদি তা শিরক ও কুফরের পর্যায়ে না যায় *(লোকমান ৩১/১৫)*। এভাবে আহলেহাদীছের সমাজ সুশৃংখল সমাজে পরিণত হবে। প্রকৃত আহলেহাদীছের জন্য তাই বিচ্ছিন্ন জীবনের সুযোগ নেই। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের উপর জামা'আতবদ্ধ জীবন অপরিহার্য করা হ'ল এবং বিচ্ছিন্ন জীবন নিষিদ্ধ করা হ'ল *(তিরমিযী হা/২১৬৫)*। বিশেষ করে শিরক ও বিদ'আতপন্থীরা যেখানে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সেখানে আহলেহাদীছদের বিচ্ছিন্ন হওয়ার বা পৃথকভাবে দলাদলি করার কোন সুযোগ নেই। সংগঠনই শক্তি। সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় সংঘবদ্ধ হয়ে যারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করে, তিনি তাদেরকে ভালবাসেন' *(ছফ ৬১/৪)*।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সমাজ সংস্কারের আন্দোলন। যারা এ আন্দোলনে জান-মাল উৎসর্গ করবেন, তারা অবশ্যই 'আহলেহাদীছ' নামে পরিচিত হবেন। তারা অবশ্যই বাতিল থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবেন। ঐক্যের নামে তারা কখনোই বাতিলের মিছিলে হারিয়ে যাবেন না। হকপন্থী ভাই-বোনেরা অবশ্যই আল্লাহ্র রহমতে তাদের সাথী হবেন। এর অর্থ এটা নয় যে, অন্যদের প্রতি তাদের বিদ্বেষ থাকবে। বরং অন্যদের প্রতি তাদের সর্বাধিক আগ্রহ ও উদারতা থাকবে তাদেরকে হক-এর দাওয়াত দেওয়ার জন্য ও তাদেরকে হক-এর পথে ফিরিয়ে আনার জন্য। যে দরদ নিয়ে রাসূল (ছাঃ) মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন সেই দরদ নিয়ে আহলেহাদীছ আন্দোলনের কর্মীগণ মানুষকে দাওয়াত দিবেন কেবল নেকীর আশায়। কিন্তু নিজে কখনো বাতিলের সঙ্গে আপোষ করবেন না। একইভাবে আহলেহাদীছগণ পারস্পরিক মতভেদকে লঘু করে দেখেন ও জামা'আতবদ্ধ জীবনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন! *(স.স.)*।

[পবিত্র রামাযান ও ঈদুল ফিৎর উপলক্ষ্যে আমরা আমাদের সম্মানিত লেখক-লেখিকা, পাঠক-পাঠিকা, এজেন্ট এবং দেশী ও প্রবাসী শুভানুধ্যায়ী ভাই-বোনদের প্রতি আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি এবং সকলের আমলনামা যাতে নেকী দ্বারা পূর্ণ হয়, সেজন্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করছি। - সম্পাদক]

আছহাবে কাহফ-এর শিক্ষা

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى (١٣) وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا (١٤) هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (١٥) وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا (الكهف ١٣-١٦)-

‘আমরা তোমার কাছে তাদের সঠিক বৃত্তান্ত বর্ণনা করব। তারা ছিল কয়েকজন যুবক। যারা তাদের প্রতিপালকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমরা তাদের হেদায়াত (অর্থাৎ আল্লাহ্র পথে দৃঢ় থাকার শক্তি) বৃদ্ধি করে দিয়েছিলাম’ (১৩)। ‘আর আমরা তাদেরকে দৃঢ়চিত্ত করেছিলাম, যখন তারা (কওমের পূজার অনুষ্ঠান থেকে) উঠে দাঁড়ালো। অতঃপর (একে একে একস্থানে জমা হয়ে) বলল, আমাদের প্রভু হলেন তিনি, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা। আমরা কখনোই তাঁকে ছেড়ে অন্যকে উপাস্য হিসাবে আহ্বান করব না। যদি তা করি, তবে সেটা হবে একেবারেই অনর্থক কাজ’ (১৪)। ‘(তারা আরও বলল,) ওরা আমাদের স্বজাতি। আল্লাহকে ছেড়ে ওরা অন্যকে উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করেছে। তাহ’লে কেন তারা তাদের এসব মা‘বূদ সম্পর্কে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করে না? অতএব তার চেয়ে বড় যালেম আর কে আছে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপরে মিথ্যারোপ করে? (১৫)। ‘অতএব যখন তোমরা পৃথক হলে তাদের থেকে ও যাদেরকে তারা উপাসনা করে আল্লাহকে ছেড়ে তাদের থেকে, তখন তোমরা আশ্রয় গ্রহণ কর গিরিগুহায়, যেখানে তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য তার অনুগ্রহ প্রসারিত করবেন এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কাজকর্মকে ফলপ্রসূ করার ব্যবস্থা করবে’ *(কাহফ ১৩-১৬)*।

সূরা কাহফ ৯-২২ এবং ২৫-২৬ মোট ১৬টি আয়াতে আছহাবে কাহফের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। ‘কাহফ’ (الكهف) অর্থ ‘গিরিগুহা’। এতে সবাই একমত। কিন্তু ‘রাক্বীম’ (الرقيم)-এর অর্থে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, الجبل الذى فيه الكهف ‘ঐ পাহাড় যাতে ঐ গুহাটি ছিল’ *(ইবনু কাছীর)*। কেউ বলেছেন, ওটা তাদের কুকুরের নাম *(ক্বাসেমী)*। ঐ পাহাড়ের অবস্থান কোথায় ছিল, সে বিষয়ে ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, সেটা ছিল লোহিত সাগরের তীরবর্তী শাম সীমান্তে আইলাহ (أيلة) উপত্যকার নিকটবর্তী।[১]

বর্ণিত ৯ম আয়াতে আছহাবে কাহফের ঘটনাকে আল্লাহ্র একটি বিস্ময়কর নিদর্শন হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ১০ম আয়াতে জাহেলী সমাজ থেকে কয়েকজন দ্বীনদার যুবককে আল্লাহ্র আশ্রয় ও অনুগ্রহ ভিক্ষা করার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, কোন সমাজে দ্বীন পালন অসম্ভব হ’লে সেখান থেকে হিজরত করতে হবে। ১১শ আয়াতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাদেরকে গিরিগুহায় নিজ আশ্রয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় বহু বছর অক্ষত রেখেছিলেন। ১২ আয়াতে তাদের ঘুম থেকে জাগিয়ে তাদের অবস্থানকালের মেয়াদ নিয়ে মতভেদের কথা বলা হয়েছে। যার জওয়াবে ২৫ আয়াত নাযিল হয়। যেখানে বলা হয় যে, এর মেয়াদ ছিল ৩০০ বছর। চান্দ্রবর্ষের হিসাবে যা ৩০৯ বছর।

১৩ আয়াতে ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধির দলীল রয়েছে। যা মুরজিয়াদের ভ্রান্ত আক্বীদার বিপরীত। ১৪ ও ১৫ আয়াতে বলা হয়েছে যে, শিরকের পক্ষে কোন প্রমাণ নেই। সেকারণ বাপ-দাদার দোহাই দিয়ে শিরকী কর্মকাণ্ড এবং শরী‘আত বিরোধী কাজ করার প্রতি কঠোর নিন্দা জানানো হয়েছে। ১৬ আয়াতে তাদের প্রতি গুহায় আশ্রয় নেওয়ার নির্দেশ ছিল আল্লাহ্র ‘ইলহাম’। যা তিনি স্বীয় নেককার বান্দাদের অন্তরে নিক্ষেপ করে থাকেন। যেমন তিনি করেছিলেন মূসার মায়ের প্রতি *(ত্বোয়াহা ২০/৩৮)*। এখানে তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের শত্রু কওম থেকে নিরাপদ রাখবেন এবং অবশেষে তোমাদেরকে সফলকাম করবেন। মক্কায় এই সূরা নাযিলের মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কুরায়েশ শত্রুদের হাত থেকে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে (ছওর) গিরিগুহায় আশ্রয় দিয়ে নিরাপদ করবেন। অবশেষে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে তাকে চূড়ান্ত সফলতা দান করবেন।

আছহাবে কাহফের কাহিনী :

বিগত যুগে কোন এক বড় শহরে সম্ভ্রান্ত ঘরের সাতজন যুবক তাওহীদবাদী দ্বীন কবুল করে এবং বাপ-দাদাদের শিরকী দ্বীন পরিত্যাগ করে। তারা এক আল্লাহ্র ইবাদত করত এবং নিজ মূর্তিপূজারী কওমের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্র নিকট দো‘আ করত। তাদের এ বিষয়টি কুচক্রীরা মন্দভাবে সেদেশের সম্রাটের কানে দেয়। তখন সম্রাটের নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য তারা একটি গুহায় আশ্রয় নেয় এবং আল্লাহ্র নিকট পানাহ চায়। এ সময় তাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরটি তাদের সাথে ছিল। আল্লাহ তাদের রক্ষা করেন এবং পিছু ধাওয়াকারী সম্রাট বাহিনী তাদের খুঁজে না পেয়ে চলে যায়। আল্লাহ তাদেরকে গুহার মধ্যে ঘুমিয়ে দেন। আর কুকুরটা ছিল গুহামুখে সামনের দু’পা বিছিয়ে মাথা উঁচু করে। যাতে তাকে দেখলে যে কেউ ভয়ে পিছিয়ে যায়। গুহাটি ছিল উত্তরমুখী

১. *ইবনু কাছীর, তাফসীর কাহফ ১৭ আয়াত।*

এবং ভিতরটা ছিল অতি প্রশস্ত। যেখানে বাতাস নিয়মিত বইত এবং সূর্য ডাইন ও বাম দিক দিয়ে চলে যেত। ফলে তাদের দেহে সরাসরি রৌদ্রের খরতাপ লাগতো না। তারা এভাবেই থাকে। অবশেষে চান্দ্রবর্ষ হিসাবে ৩০৯ বছর পরে আল্লাহ তাদেরকে সুস্থহালে স্বাভাবিকভাবে জাগিয়ে তোলেন। তারা পরস্পরে বলাবলি করে যে, তারা একদিন বা দিনের কিছু অংশ ঘুমিয়ে ছিল। অতঃপর তাদের একজন বিচক্ষণ যুবককে বাজারে পাঠানো হয় খাদ্য-সামগ্রী ক্রয়ের জন্য। তখন তারা লোকদের কাছে ধরা পড়ে যায় এবং এভাবেই আল্লাহ তাদের বিষয়টি প্রকাশ করে দেন। এর পরের অবস্থা কি হয়েছিল সে বিষয়ে কুরআন-হাদীছ নীরব রয়েছে। তবে এ ধরনের অন্যান্য অলৌকিক ঘটনার আলোকে ধারণা করা যায় যে, ঐ যুবকটি গুহায় ফিরে আসে এবং সকলেই আল্লাহ্র হুকুমে স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করে। কুরআন বলেছে যে, অতঃপর লোকেরা তাদের ব্যাপারে দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়ে। অনেকে বলে গুহা মুখে প্রাচীর দিয়ে ওটাকে স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেয়া হৌক। তবে তাদের মধ্যে প্রবল মত ছিল এটাই যে, সেখানে একটি উপাসনাগৃহ নির্মাণ করা হৌক। যেভাবে ইয়াহূদ-নাছারারা তাদের বিগত নবী ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের কবর সমূহকে উপাসনার স্থল বানিয়ে থাকে। যে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতকে কঠোরভাবে সাবধান করে গেছেন।[২]

এক্ষণে উক্ত ঘটনা কোথায় ঘটেছিল, কবে ঘটেছিল, কোন সম্রাটের আমলে ঘটেছিল, সে বিষয়ে কুরআন বা হাদীছে কিছুই বলা হয়নি। মুফাসসিরগণ বিভিন্ন বর্ণনা ও যুক্তির নিরিখে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। যেমন ইবনু কাছীর এটাকে খৃষ্টপূর্বের এবং রোম সম্রাটদের সময়কার ঘটনা বলেছেন।[৩] ক্বাসেমী এটাকে ঈসা (আঃ)-এর অনেক পরের ঘটনা বলেছেন।[৪] ইবনু কাছীর ঘটনার স্থান হিসাবে বিভিন্ন মুফাসসিরের বর্ণনা হিসাবে আইলার (ফিলিস্তীন) নিকটবর্তী, নীনাওয়া (ইউনুস নবীর এলাকা), রোমকদের কোন এলাকা অথবা বালক্বা (শাম) প্রভৃতি সম্ভাব্য এলাকার নাম উল্লেখ করার পর বলেছেন, আল্লাহই সর্বাধিক অবগত কোন শহরে ঘটনাটি ঘটেছিল। যদি এর মধ্যে আমাদের জন্য কোন ধর্মীয় কল্যাণ থাকতো, তাহ'লে নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে সেদিকে পথপ্রদর্শন করতেন। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি এমন কিছু তোমাদের বলতে ছাড়িনি যা তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে নেয়। আমি সে সব বিষয়ে তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছি'।[৫] অত্র ঘটনায় আল্লাহ আমাদেরকে তাদের বিবরণ জানিয়েছেন, কিন্তু ঘটনার স্থান জানাননি। কেননা এতে কোন ফায়েদা নেই। বরং আল্লাহ আমাদের নিকট উক্ত ঘটনায় শিক্ষণীয় বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা কামনা করেন'।[৬] তিনি উক্ত সম্রাটের নাম 'দাক্বিয়ানূস' (دقيانوس) এবং সাতজন যুবককে রোমক সম্রাট ও নেতাদের সন্তান বলেছেন।[৭] তিনি শহরটির নাম বলেছেন, 'দাফসূস' (دفسوس)।[৮] ক্বাসেমী উক্ত ঘটনার ব্যাপারে খ্রিষ্টানদের ইতিহাস (تواريخ المسيحيين) থেকে বহু কিছু বিস্ময়কর তথ্য উপস্থাপন করেছেন। তিনি শহরটির নাম বলেছেন 'আফসুস' (أفسس) এবং সম্রাটের নাম বলেছেন দাকিয়ূস (داكيوس)। যিনি গ্রীক সম্রাটদের অন্যতম (من امراء اليونانيين) ছিলেন। ঐ যুবকেরা গ্রীকদের মূর্তিপূজা ছেড়ে ঈসায়ী তাওহীদবাদী ধর্মে প্রবেশ করেছিল বলেই তাদের উপর নির্যাতন নেমে এসেছিল। তাদের নামগুলিও সেখানে বলা হয়েছে। তবে ইবনু কাছীরের উদ্ধৃত নামগুলির সাথে এগুলির মিল নেই।

দীর্ঘ ইতিহাস বর্ণনা শেষে ক্বাসেমী বলেন, এগুলির অধিকাংশ ইস্রাঈলী বর্ণনা। অতএব কুরআনের বর্ণনাই যথেষ্ট অন্য সব বর্ণনার চাইতে'।[৯]

শিক্ষণীয় বিষয় :

(১) আছহাবে কাহফের ঘটনা মানুষের নিকটে বিস্ময়কর মনে হ'লেও নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টির তুলনায় তা অতীব নগণ্য। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্র অন্যতম নিদর্শন। (২) যেকোন বিপদে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করা ঈমানদার মানুষের অন্যতম নিদর্শন। (৩) আল্লাহ তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাদেরকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করে থাকেন। (৪) দ্বীনকে বাঁচানোর জন্য সবকিছু ছেড়ে অন্যত্র হিজরত করা ও আল্লাহ্র আশ্রয় ভিক্ষা করা আবশ্যক। উক্ববা বিন আমের (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, مَا النَّجَاةُ؟ 'ফিৎনার সময় বাঁচার উপায় কি? জবাবে তিনি বলেন, أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيْئَتِكَ 'তুমি যবান বন্ধ রাখ। নিজেকে বাড়ীতে আবদ্ধ রাখ এবং তোমার পাপের জন্য ক্রন্দন কর'।[১০] (৫) দাওয়াতকে অবশ্যই লোকদের নিকট প্রচার করে দিতে হবে। যাতে সেটি অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে দলীল হিসাবে গণ্য হয়। যেমন আছহাবে কাহফের যুবকরা লোকদের সামনে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছিল' *(কাহফ ১৪)*। (৬) আল্লাহ যদি রক্ষা করেন, তাহ'লে রাজা-বাদশা কারু কোন ক্ষমতা থাকে না আল্লাহওয়ালা দ্বীনদার বান্দার কোন ক্ষতি করার' *(কাহফ ১৬)*। (৭) তিনি শত্রুদের মনোযোগ অন্যদিকে ফিরিয়ে দেন ও তাদের দৃষ্টি ব্যর্থ করে দেন। যেমন আছহাবে কাহফের যুবকদের ধরতে গিয়ে তাদের দেখতে ব্যর্থ হয়েছিল অত্যাচারী সম্রাটের লোকেরা' *(কাহফ ১৭-১৮)*। একইভাবে ব্যর্থ হয়েছিল মক্কার কুরায়েশ নেতারা ছওর গিরিগুহায় আশ্রয়

২. *বুখারী হা/১৩৩০; মুসলিম হা/৫৩১।*
৩. *ঐ, তাফসীর কাহফ ১৮/১৩ আয়াত।*
৪. *ঐ, তাফসীর কাহফ ১৮/১৩ আয়াত।*
৫. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮০৩।*
৬. *ঐ, তাফসীর কাহফ ১৮/১৭ আয়াত।*
৭. *ঐ, তাফসীর, কাহফ ১৮/১৪ আয়াত।*
৮. *আল-বিদায়াহ ২/১০৬।*
৯. *ঐ, তাফসীর কাহফ ২৭ আয়াত।*
১০. *তিরমিযী হা/২৪০৬।*

গ্রহণকারী শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর সাথী আবুবকরকে দেখতে *(তওবা ৯/৪০)*। বরং এঘটনাই ছিল সর্বাধিক ভয়ংকর ও শিহরণমূলক আছহাবে কাহফের ঘটনার চাইতে। (৮) সাধারণভাবে রাষ্ট্র ও সমাজনেতারা হকপন্থী কোন দাওয়াতকে বরদাশত করে না। তরুণ সমাজ এটাকে সহজভাবে নেয় এবং তা কবুল করে ও তার জন্য জানমালের কুরবানী দেয়' *(কাহফ ১৩)*। অবশেষে হকপন্থীরা আল্লাহ্র সাহায্যপ্রাপ্ত হয় এবং অত্যাচারীদের উপর বিজয়ী হয়। তারাই সর্বযুগে সম্মানিত হয় এবং অত্যাচারীরা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়। (৯) তিনি যাকে হেদায়াত দান করেন, সেই মাত্র হেদায়াত পায়। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তাকে সুপথ দেখানোর কেউ নেই *(কাহফ ১৭)*। অতএব সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র নিকটেই হেদায়াত প্রার্থনা করতে হবে। (১০) কুরআনে বর্ণিত প্রতিটি কাহিনীই সত্য। তাতে কোনই সন্দেহ নেই। যা বিশ্বাসীদের ঈমান বৃদ্ধি করে' *(কাহফ ১৩)*। যদিও ড. ত্বোয়াহা হোসাইন প্রমুখ অতি যুক্তিবাদীরা এসব কাহিনীকে সত্য মনে করেন না। বরং স্রেফ 'উপদেশ' বলে থাকেন। (১১) ক্বিয়ামত যে অবশ্যই সংঘটিত হবে তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ রয়েছে আছহাবে কাহফের ঘটনায়। (১২) কুরআনে বর্ণিত কাহিনীগুলিতে গভীর চিন্তা ও গবেষণা করা আবশ্যক। কারণ এর মধ্যে রয়েছে মুমিনের আত্মশক্তির উৎস ও সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার।

নবী জীবনের সাথে সামঞ্জস্য :

আলী, 'আম্মার, যায়েদ, ইবনু মাসঊদ, সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাছ, হামযা, ওমর প্রমুখ মক্কার তরুণ ও বীর যুবকেরা যখন একে একে ইসলাম কবুল করতে থাকে এবং হকপন্থীদের দল বৃদ্ধি পেতে থাকে, অন্যদিকে ইয়াছরিবের যুবক আস'আদ বিন যুরারাহ্র নেতৃত্বে যখন একদল যুবক ইসলাম কবুল করে ফিরে যায়, তখন মক্কার নেতারা প্রমাদ গণতে থাকে এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। এমতাবস্থায় অত্র সূরা নাযিল করে আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে ইঙ্গিতে জানিয়ে দেন যে, বিগত যুগে আছহাবে কাহফের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে যাচ্ছে। অতঃপর সেটাই হ'ল এবং আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) হিজরতের রাতে ছওর গিরিগুহায় তিনদিন লুকিয়ে থাকেন আবুবকরকে নিয়ে। কাফিররা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তাঁদের পায়নি। এমনকি গুহামুখে বারবার গিয়েও তাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেনি। আছহাবে কাহফের যুবকদের আল্লাহ তিনশ' বছর পরে জীবিত তাদের শহরে ফিরিয়ে আনেন ও তারা সকলের নিকট সম্মানিত ও প্রশংসিত হয়। শেষনবী (ছাঃ)-কেও আল্লাহ হিজরতের আট বছর পর মক্কায় ফিরিয়ে আনেন বিজয়ী বেশে এবং তিনি সকলের নিকট সমাদৃত ও প্রশংসিত হন। যে ওয়াদা আল্লাহ তার সঙ্গে করেছিলেন হিজরতকালে *(ক্বাছাছ ২৮/৮৫; কুরতুবী)*। বস্তুতঃ নির্যাতিত রাসূলের নিকট আছহাবে কাহফের কাহিনী বর্ণনা ছিল তাঁর প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ হতে ভবিষ্যদ্বাণী স্বরূপ। যুগে যুগে সকল হকপন্থী ব্যক্তি ও দলের জন্য উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী কার্যকর থাকবে ইনশাআল্লাহ। যদি তারা প্রকৃত মুমিন ও আল্লাহ্র উপরে ভরসাকারী হয় *(আলে ইমরান ৩/১২১, ১৩৯)*।

দৃষ্টি আকর্ষণ

পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের দক্ষিণ গেইটে আয়োজিত মাসব্যাপী বই মেলায় **'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'** অংশগ্রহণ করেছে। ষ্টল নং ৫৪। এখানে মাসিক আত-তাহরীক, তাওহীদের ডাক সহ হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রকাশিত ও পরিবেশিত সকল বই, সিডি ও ডিভিডি পাওয়া যাচ্ছে।

: ০১৯১৫-০১২৩০৭, ০১৮৩৫-৪২৩৪১১।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস

॥ কোয়ান্টিটি নয়, আমরা কোয়ালিটিতে বিশ্বাসী ॥

উন্নতমানের মেশিনে ক্যালেণ্ডার, পোস্টার, লিফলেট, কভার, দাওয়াত কার্ড, ভিজিটিং কার্ড সহ চার রংয়ের যেকোন ধরনের কোয়ালিটি কাজের জন্য যোগাযোগ করুন!

বিঃ দ্রঃ প্রাণীর ছবি ও শিরক-বিদ'আতের সমর্থনে রচিত কোন বই-পুস্তক বা প্রচারপত্র ছাপা হয় না।

Heidelberg MO-1994 model

যোগাযোগ : হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া (আমচত্বর), শাহমখদুম, রাজশাহী, ফোন : (০৭২১) ৮৬১৩৬৫, ০১৭৭০-৮০০৯০০

নেতৃত্বের মোহ

মূল : শায়খ মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ

*অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক**

(শেষ কিস্তি)

৯. মানুষের লক্ষ্য হবে দ্বীনের খেদমত এবং সর্বাবস্থায় সৃষ্টির কল্যাণ সাধন করা :

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِىَ رَضِىَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلاَ انْتَقَشَ، طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِى سَبِيلِ اللهِ، أَشْعَثَ رَأْسُهُ مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِى الْحِرَاسَةِ كَانَ فِى الْحِرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ فِى السَّاقَةِ كَانَ فِى السَّاقَةِ، إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'দীনারের দাস ধ্বংস হোক, দিরহামের দাস ধ্বংস হোক, রেশমী বস্ত্রের দাস ধ্বংস হোক। তাকে দেওয়া হ'লে সে খুশী হয়। আর না দেওয়া হ'লে নাখোশ হয়। সে ধ্বংস হোক, ক্ষতিগ্রস্ত হোক, তার পায়ে কাঁটা ফুটলে তা বের করা না যাক। সুখময় হোক সেই মানুষের জীবন, যে তার ঘোড়ার লাগাম ধরে আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম ও যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার মাথার চুলগুলো হয়ে যায় আলু থালু, আর পা দু'টো হয়ে যায় ধূলিমাখা। যদি সে নিরাপত্তারক্ষী দলে থাকে তো সেই দলেই থাকে, আবার পশ্চাৎবাহিনীতে থাকে তো পশ্চাৎবাহিনীতেই থাকে। (সে এতটাই অখ্যাত যে) সে কোন কিছুর অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেওয়া হয় না এবং কোন সুপারিশ করলে তার সুপারিশ গৃহীত হয় না'।[১]

ইবনু হাজার বলেছেন, 'যদি নিরাপত্তারক্ষী দলে প্রয়োজন বেশী দেখা দেয় তাহ'লে সে সেখানে কাজ করে। আর যদি পশ্চাৎ বাহিনীতে প্রয়োজন বেশী পড়ে তো সে সেখানে কাজে লেগে যায়'।

ইবনুল জাওযী বলেছেন, إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ কথাটির অর্থ সে অখ্যাত-অজ্ঞাত মানুষ। কোন সময় সে বড় বা উঁচু পদ চায় না। সুতরাং তাকে সফর করতে বলা হলে, সফর করে। অর্থাৎ যখন যে কাজের প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন সে সে কাজ করতে শুরু করে। অতএব যেন সে বলে, যদি নিরাপত্তারক্ষী দলে থাকা প্রয়োজন হয়, তো আমি নিরাপত্তারক্ষী দলে থাকব। আর যদি পশ্চাৎবাহিনীতে থাকার প্রয়োজন হয়, তো আমি সেখানেই অবস্থান করব। রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী, إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ 'এ কথার মধ্যে রাষ্ট্রক্ষমতাপ্রীতি, খ্যাতি লাভের মানসিকতা পরিত্যাগ করা এবং অখ্যাতি ও বিনয়-নম্র জীবনের মাহাত্ম্য ফুটে উঠেছে'।[২]

১০. রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের গুরুত্ব অনুধাবন করতে চেষ্টা করা :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ يَسْتَرْعِى اللهُ عَبْداً رَعِيَّةً قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ إِلاَّ سَأَلَهُ اللهُ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَقَامَ فِيهِمْ أَمْرَ اللهِ أَمْ أَضَاعَهُ حَتَّى يَسْأَلَهُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ خَاصَّةً-

ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দাকে কোন জাতির-চাই তাদের সংখ্যা কম হোক কিংবা বেশী হোক শাসক বানালে ক্বিয়ামতের দিন তিনি অবশ্যই তাকে তাদের সম্পর্কে একথা জিজ্ঞেস করবেন যে, সে কি তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র বিধান বাস্তবায়ন করেছিল, না করেনি? এমনিভাবে শেষ পর্যন্ত তিনি তাকে বিশেষভাবে তার বাড়ীর লোকদের বিষয়ে জিজ্ঞেস করবেন'।[৩]

আওফ ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) (ছাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে) বলেন, إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة وما هي؟ أولها ملامة وثانيها ندامة وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل 'তোমরা চাইলে আমি তোমাদেরকে রাষ্ট্রনায়কের প্রদত্ত দায়িত্ব ও তার অবস্থা বর্ণনা করতে পারি। এ পদের প্রথমে রয়েছে তিরস্কার। দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে অনুশোচনা এবং তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে ক্বিয়ামত দিবসের মহাশাস্তি। তবে যে ইনছাফ বা ন্যায়নীতি অবলম্বন করবে সে এসব থেকে রেহাই পাবে'।[৪]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَيَتَمَنَّيَنَّ أَقْوَامٌ وُلُّوْا هَذَا الْأَمْرَ أَنَّهُمْ خَرُّوْا مِنَ الثُّرَيَّا وَأَنَّهُمْ لَمْ يَلُوْا شَيْئاً 'শাসকের দায়িত্ব পালনকারী বহু মানুষ (ক্বিয়ামত দিবসে) এই কামনা করবে যে, শাসকের কিছুমাত্র দায়িত্ব পালন না করার জন্য যদি তাদের সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকেও নীচে ফেলে দেওয়া হয়। তাহ'লে সেটাও তাদের জন্য অনেক ভাল'।[৫]

১১. ব্যক্তির নিজের মর্যাদা জানা :

ক্ষমতালিপ্সু ব্যক্তি যদি নিজের মর্যাদা বা যোগ্যতা যাচাই করতে পারে, তাহ'লে সে বুঝতে পারবে যে, এই কাজের

** কামিল, এম.এ, বি.এড; সহকারী শিক্ষক, হরিণাকুণ্ডু সরকারী বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।*

১. বুখারী হা/২৮৮৭।

২. ফাৎহুল বারী ৬/৮২-৮৩, হা/২৮৮৬-এর আলোচনা।

৩. আহমাদ হা/৪৬২৩। শু'আইব আরনাঊত হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।

৪. ত্বাবারাণী হা/৬৭৪৭। আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন। দ্রঃ ছহীহুল জামে' হা/১৪২০; ছহীহাহ হা/১৫৬২।

৫. আহমাদ হা/১০৩৫৯। আলবানী হাদীছটিকে হাসান বলেছেন। দ্রঃ ছহীহ তারগীব হা/২১৮০; ছহীহাহ হা/২৬২০।

ভার বহনের ক্ষমতা তার আছে কি-না? যদি সে বুঝতে পারে যে, সে এ দায়িত্ব পালনের যোগ্য নয়, তাহ'লে সে অগ্রসর হবে না।

عَنْ أَبِى ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّى أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّى أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِى لاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ-

আবু যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'হে আবু যার! আমার দৃষ্টিতে তুমি একজন দুর্বল মানুষ। আর আমি তোমার জন্য ভালবাসি, যা নিজের জন্য ভালবাসি। সুতরাং তুমি কখনই দু'জন লোকেরও নেতা বা শাসক হয়ো না এবং কখনই ইয়াতীমের মালের তত্ত্বাবধায়ক হয়ো না'।[৬]

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেছেন, এখানে দুর্বল অর্থ আমীরের উপর জনগণের জাগতিক ও দ্বীনী কল্যাণমূলক যে যে দায়িত্ব রয়েছে তা পালন সম্পর্কিত দুর্বলতা। তাঁর এ দুর্বলতার কারণ দুনিয়ার প্রতি তাঁর অনাসক্তি এবং ইবাদত-বন্দেগীতে অধিক মনোনিবেশ। এ ধরনের লোক জনকল্যাণ ও দুনিয়ার সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণে মনোযোগী হ'তে পারে না। অথচ এই দু'টি জিনিসের রক্ষণাবেক্ষণের উপর দ্বীন ইসলামের কার্যকারিতা (বহুলাংশে) নির্ভর করে। নবী করীম (ছাঃ) যখন তাঁর এ অবস্থা জানলেন তখন তাঁকে নছীহত করলেন এবং নিষেধ করলেন প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন ও ইয়াতীমের মালের তত্ত্বাবধান করতে।[৭]

১২. শাসক নিজে আল্লাহ্র অধিক প্রশংসা ও গুণগান করবেন এবং অন্যদেরও তা করতে আদেশ দিবেন :

ইবনু রজব বলেছেন, রাসূলগণের খলীফাগণ এবং তাঁদের অধীনস্থ ন্যায়পরায়ণ কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বিচারকমণ্ডলী কখনই নিজেদের সম্মান-ইয্যত করার দাবী করতেন না। বরং মানুষ যাতে এক আল্লাহ্র তা'যীম করে; একমাত্র তাঁরই ইবাদত-বন্দেগী করে সে দাবীই জানাতেন। বরং অনেকে তো কেবলমাত্র আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানাতে সহযোগিতা লাভের মানসে শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করতেন।

কোন কোন ন্যায়পরায়ণ লোক বিচারকের পদ গ্রহণ করতেন এবং বলতেন, আমি কেন বিচারকের পদ গ্রহণ করব না? আমি তো এ পদের দ্বারা সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধে সাহায্য করতে পারি।

এ কারণে রাসূলগণ ও তাঁদের অনুসারীরা আল্লাহ্র রাস্তায় মানুষকে আহ্বান জানাতে সকল প্রকার কষ্টে ধৈর্যধারণ করতেন। তাঁরা আল্লাহ্র বিধানাবলী বাস্তবায়ন করতে গিয়ে মানুষের দেওয়া সীমাহীন কষ্ট বরদাশত করতেন এবং তারা ধৈর্যধারণ করতেন। বরং তাতে তাঁরা খুশীই হ'তেন। প্রেমিক তো প্রেমাস্পদের সন্তোষ লাভ করতে গিয়ে যে কষ্ট পায় তাতে সে মজাই উপভোগ করে। যেমনটা ওমর ইবনু আব্দুল আযীয তাঁর খিলাফতকালে আল্লাহ্র অধিকার ও ইনছাফ প্রতিষ্ঠায় তৎপর হন তখন তাঁর পুত্র আব্দুল মালিক তাঁকে বলেন, 'আব্বু, আমার মন চাই যে, আল্লাহ্র ভালবাসায় আমি ও আপনি ডেগচিতে সিদ্ধ হই'। [অর্থাৎ আল্লাহ্র জন্য আগুনে পোড়ার মত কষ্টও সহ্য করি। আল্লাহ্র বিধান বাস্তবায়নে নানাবিধ বাঁধার মুকাবিলা করতে গিয়ে তিনি এমনটা বলেছিলেন]।[৮]

১৩. নিজের পদ ও সুনাম-সুখ্যাতিকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করা :

আর সেটা মুখাপেক্ষী মানুষদের জন্য সুপারিশ এবং তাদের প্রয়োজন পূরণের চেষ্টার মাধ্যমে। ইবনু আবু ইয়া'লা বলেন, আবু মুযাহিম মূসা ইবনু ওবায়দুল্লাহ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে খাক্বান বলেছেন যে, আমাকে আমার পিতা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি হাসান ইবনু সাহলের নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি এসে তার একটি প্রয়োজন পূরণার্থে হাসানকে সুপারিশ করতে বলল। হাসান তার প্রয়োজন পূরণ করলেন। লোকটি তখন তাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে গেল। তখন হাসান ইবনু সাহল তাকে বললেন, কি জন্য তুমি আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছ? আমরা তো মনে করি পদ-পদবীর যাকাত রয়েছে। যেমন করে অর্থ-কড়ির যাকাত রয়েছে। তারপর তিনি আবৃত্তি করলেন,

فرضت علي زكاة ما ملكت يدي * وزكاة جاهي أن أعين وأشفعا

فإذا ملكت فجد فإن لم تستطع * فاجهد بوسعك كله أن تنفعا

'আমার সম্পদে আমার উপর যাকাত ফরয করা হয়েছে। অন্যদিকে আমার পদের যাকাত হ'ল অন্যের সহযোগিতা ও সুপারিশ করা। সুতরাং তুমি যখন রাজা-বাদশাহ হবে তখন দান করবে। তা না পারলে তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী সর্বতোভাবে অন্যের উপকার করতে চেষ্টা করবে'।[৯]

১৪. আল্লাহ বান্দার অন্তরে পদের প্রতি যে ভালবাসা সৃষ্টি করেছেন তা সঠিক ক্ষেত্রে ব্যয় করা :

আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, পদের ক্ষমতা কাজে লাগানোর যথার্থ স্থান রয়েছে। তা হচ্ছে আল্লাহ্র বিধি-বিধান ব্যস্তবায়নে কাজ করা, দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা, অত্যাচারিত ব্যক্তির সহযোগিতা, দুর্বলদের সাহায্য করা, আল্লাহ্র শত্রুদের উৎখাত করা ইত্যাদি। এরূপ হ'লে রাষ্ট্রক্ষমতা ও পদ প্রীতি ইবাদত বলে গণ্য হবে।[১০]

১৫. পূর্বসূরি নেককারদের জীবনী অধ্যয়ন ও শিক্ষা গ্রহণ :

আমের ইবনু সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) তাঁর উটের পাল চরাচ্ছিলেন।

---

৬. মুসলিম হা/১৮২৬।
৭. সুনানুন নাসাঈ (সুয়ূত্বীর টীকা সহ) ৬/২৫৫।
৮. শারহু হাদীছে মা যি'বানে জায়ে'আনে, পৃঃ ৪৫-৪৬।
৯. ওফায়াতুল আ'য়ান ২/১২০।
১০. আত-তিবইয়ান ফী আকসামিল কুরআন, পৃঃ ২৫৯।

এমন সময় তাঁর ছেলে ওমর তাঁর কাছে আসল। তাকে দেখে সা'দ বলে উঠলেন, এই আরোহীর অনিষ্টতা থেকে আমি আল্লাহ্র আশ্রয় চাচ্ছি। সে বাহন থেকে নেমে বলল, আপনি ছাগল, উট নিয়ে পড়ে আছেন। আর জনগণকে ছেড়ে দিয়েছেন, যারা রাষ্ট্র নিয়ে ঝগড়া করছে? সা'দ (রাঃ) তার বুকে তখন করাঘাত করে বললেন, চুপ কর। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সেই বান্দাকে ভালবাসেন, যে পরহেযগার, ধনী এবং নির্ঝন্ঝাট জীবন যাপন করে'।[১১]

ইমাম নববী (এ হাদীছের ব্যাখ্যায়) বলেছেন, এখানে ঐশ্বর্য বলতে মনের ঐশ্বর্যকে বুঝানো হয়েছে। এই ঐশ্বর্যই কাম্য। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ অর্থাৎ 'মনের প্রাচুর্যই আসল প্রাচুর্য'।[১২] আর الخفي শব্দের অর্থ অপরিচিত, অজ্ঞাত মানুষ যে সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেবল আল্লাহ্র ইবাদতে এবং নিজের ব্যক্তিগত কাজকর্মে মশগূল থাকে।[১৩]

কখনও কেউ বড় কোন কল্যাণার্থে নিজে পদত্যাগ করেন এবং অন্যকে পদ লাভের সুযোগ করে দেন। যেমন হাসান ইবনু আলী (রাঃ) খিলাফতের দাবী মু'আবিয়া (রাঃ)-এর অনুকূলে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এক ভবিষ্যদ্বাণীতে নবী করীম (ছাঃ) এজন্য তার প্রশংসা করে গিয়েছেন।

عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى جَنْبِهِ، وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى وَيَقُولُ إِنَّ ابْنِى هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ-

আবু বাকরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মিম্বরের উপর দেখেছি। এমতাবস্থায় হাসান ইবনু আলী তার পাশে ছিলেন। একবার তিনি জনতার দিকে তাকাচ্ছিলেন, আরেকবার তার দিকে। এমতাবস্থায় তিনি বলেছিলেন, নিশ্চয়ই আমার এই পুত্র একজন নেতা। সম্ভবতঃ আল্লাহ তার মাধ্যমে মুসলমানদের দু'টি বড় দলের মধ্যে সমঝোতা করে দিবেন'।[১৪]

আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ) বলেছেন, এটি নবী করীম (ছাঃ)-এর একটি বড় মু'জিযা। তিনি যেমনটা বলে গিয়েছিলেন, তেমনই ঘটেছিল।[১৫]

পূর্বসুরি নেককারদের কেউ কেউ তার থেকে উপযুক্ত কাউকে দেখলে নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া থেকে বহু বহু দূরে রাখতেন। যেমন আবুবকর (রাঃ)-এর খলীফা হওয়া এবং ছাহাবীদের তাঁর হাতে বায়'আত হওয়ার ঘটনার মধ্যে এর বড় প্রমাণ রয়েছে।

ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আবুবকর (রাঃ) ভাষণ দিলেন। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের জন্য খলীফা হিসাবে এই দু'জনকে পসন্দ করছি। তোমরা তাদের যাকে পসন্দ কর তার হাতে বায়'আত কর। তিনি আমার ও আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ-এর হাত ধরলেন। এর আগে তিনি আমাদের (দু'জনের) মাঝে বসা ছিলেন। তিনি যদি এ কথা বাদে অন্য কিছু বলতেন তাহ'লে হয়ত আমার তা অপসন্দ হ'ত না। আল্লাহ্র কসম! যে জাতির মধ্যে আবুবকর রয়েছেন সেই জাতির আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধান আমাকে নির্বাচন করার তুলনায় যদি আমার গর্দানও কাটা যায় আর তাতে আমার কোন পাপ না হয়, তবে সেটাই আমার নিকট সবচেয়ে ভাল লাগত।[১৬]

এমনই আরেকটি ঘটনা- ওমর ইবনু আব্দুল আযীয (রহঃ) যখন খলীফার আসনে আসীন হ'লেন, তখন পুলিশ প্রধান ভূতপূর্ব খলীফাদের যেভাবে বর্শা হাতে কর্ডন করে মসজিদে নিয়ে যেতেন নিয়মমাফিক তাকেও সেভাবে নিতে এলেন। ওমর (রহঃ) তাকে দেখে বললেন, আমাকে তোমার কী প্রয়োজন? তুমি আমার নিকট থেকে সরে যাও। আমি তো একজন সাধারণ মুসলিম বৈ কিছুই নই। তারপর তিনি যাত্রা শুরু করলেন। তারাও তাঁর সাথে সাথে চলল। অবশেষে মসজিদে ঢুকে তিনি মিম্বরে দাঁড়ালেন। লোকেরা তাঁর পাশে জমা হ'লে তিনি বললেন, হে লোক সকল! খিলাফতের এ গুরুদায়িত্ব আমার কাঁধে চেপে বসেছে। অথচ এ ব্যাপারে আমার কোন মতামত নেয়া হয়নি। আমার পক্ষ থেকে কোন দাবীও তোলা হয়নি। আবার মুসলমানদের সাথেও কোন পরামর্শ করা হয়নি। আমি আমার প্রতি তোমাদের বায়'আতের যে বাধ্যবাধকতা আছে তা প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। সুতরাং তোমাদের ইচ্ছামত একজনকে তোমরা তোমাদের নিজেদের ও দেশ পরিচালনার জন্য নির্বাচন করে নাও। সমবেত মুসলমানরা তখন চিৎকার করে এক বাক্যে বলল, আমরা আপনাকেই আমাদের জন্য ও দেশ পরিচালনার জন্য নির্ধারণ করলাম। আমরা সবাই আপনার প্রতি রাযী-খুশী। তখন তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং তাদের সামনে ভাষণ দিলেন।[১৭]

একবার খলীফা ওমর ইবনু আব্দুল আযীযের স্ত্রী ফাতিমা তাঁর সাথে দেখা করেন। তিনি তখন তাঁর ছালাতের পাটিতে গালে হাত দিয়ে বসা ছিলেন। তাঁর দু'গাল বেয়ে চোখের পানি ঝরে পড়ছিল। তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন, আমীরুল মুমিনীন, কোন কারণ বশত কি এরূপ করছেন? তিনি বললেন, হে ফাতিমা! মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উম্মাতের শাসনের গুরুদায়িত্ব আমার কাঁধে নিয়েছি। আমি ভাবছি দেশের আনাচে-কানাচে সর্বত্র কত ক্ষুধার্ত, অভাবী, মুমূর্ষু রোগী, কষ্ট-ক্লেশভোগী বস্ত্রহীন, লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত, পরদেশী বন্দী, বৃদ্ধ, পোষ্যভারাক্রান্ত ইত্যাদি কত

১১. *মুসলিম হা/২৯৬৫।*
১২. *বুখারী হা/৬৪৪৬; মুসলিম হা/১০৫১; মিশকাত হা/৫১৭০।*
১৩. *নববী, শরহে মুসলিম হা/২৯৬৫-এর ব্যাখ্যা, ১৮/১০০।*
১৪. *বুখারী হা/২৭০৪।*
১৫. *তুহফাতুল আহওয়াযী ১০/১৮৯।*
১৬. *বুখারী হা/৬৮৩০।*
১৭. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৯/২৩৮।*

অসহায় মানুষ যে আছে! আমি জানি যে, আমার প্রভু অচিরেই আমাকে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। আর তাদের পক্ষে আমার বিরুদ্ধে বাদী হবেন স্বয়ং নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)। আমার ভয় হচ্ছে- তাঁর এই মামলার সময় আমার পক্ষ থেকে জবাব দেওয়ার মত কোনই দলীল-প্রমাণ আমার থাকবে না। তাই আমার নিজের উপর করুণা করে আমি কাঁদছি।[১৮]

১৬. দো'আ :

عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ قال: انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ! لَلشِّرْكُ فِيكُمْ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَلِ الشِّرْكُ إِلَّا مَنْ جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَلشِّرْكُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى شَيْءٍ إِذَا قُلْتَهُ ذَهَبَ عَنْكَ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ؟

হযরত মা'কাল ইবনু ইয়াসার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ)-এর সাথে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট গেলাম। তিনি বললেন, হে আবুবকর! পিঁপড়ার গতির ক্ষীণ শব্দ থেকেও অতি সংগোপনে শিরক তোমাদের মাঝে লুকিয়ে থাকতে পারে। আবুবকর (রাঃ) বললেন, শিরক তো কেবল তারাই করে যারা আল্লাহ্র সঙ্গে অন্যকে মা'বূদ বা প্রভু গণ্য করে। নবী করীম (ছাঃ) তখন বললেন, যার হাতে আমার জীবন তার শপথ! পিঁপড়ার ক্ষীণ শব্দ থেকেও অতি সংগোপনে শিরক তোমাদের মাঝে লুকিয়ে থাকতে পারে। আমি কি তোমাকে এমন কিছু বাতলে দেব, যাতে তোমার কাছ থেকে তার কম-বেশী সবই দূর হয়ে যাবে? তারপর তিনি বললেন, তুমি বলবে اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি আমার জ্ঞাতসারে তোমার সঙ্গে শিরক করা থেকে এবং তোমার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি আমার অজ্ঞাতসারে শিরক করা থেকে'।[১৯]

কথা এ পর্যন্তই। আর আল্লাহ্র নিকট আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদেরকে আমাদের জন্য যে কাজটা যথাযথ তা করতে ক্ষমতা দেন। আমাদেরকে যেন তিনি তাদের দলভুক্ত করেন, যারা তাকে মান্য করে এবং তার সন্তোষ লাভের আশায় কাজ করে। সকল প্রশংসা তো আল্লাহ্রই, যিনি তামাম সৃষ্টির প্রতিপালক।

শেষ কথা :

বড়ই আফসোস! আমরা দেখতে পাচ্ছি, বর্তমানে বহু লোক রাষ্ট্রক্ষমতা, উঁচু পদ ও মর্যাদা লাভের জন্য নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-লড়াইয়ে লিপ্ত। তাদের এখন একটাই চিন্তা দাঁড়িয়েছে কী করে তারা প্রেসিডেন্ট, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ইত্যাদি শীর্ষপদ অধিকার করবে। এসব লাভ করতে তারা এমন সব হীন কৌশল অবলম্বন করছে যাতে মুসলমানদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা, বিশৃঙ্খলা ও অসন্তোষ সৃষ্টি হচ্ছে।

রাষ্ট্রক্ষমতা প্রীতির এহেন ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ায় নিঃসন্দেহে জাতির শক্তি ক্ষয় হচ্ছে। বিরোধের সীমা বেড়ে চলেছে। ব্যক্তিগত কল্যাণ ও সুযোগ-সুবিধার চেষ্টা করা হচ্ছে। দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ গৌণ হয়ে পড়ছে। যার ফলে আজ ব্যক্তি, সমাজ ও মুসলিম উম্মাহ বড়ই দুর্ভোগ ও মহাক্ষতির শিকার হয়ে পড়েছে।

এহেন পতনদশা থেকে মুক্তি পেতে চাইলে আমাদেরকে সত্যিকার অর্থে আল্লাহ তা'আলার গ্রন্থ আল-কুরআন, তাঁর নবীর সুন্নাত এবং প্রথম যুগের নেককার মানুষদের জীবনধারায় ফিরে যেতে হবে।

আল্লাহ তা'আলার নিকট আমরা সত্যপথ ও সঠিক কর্মপন্থার জন্য প্রার্থনা জানাই। আল্লাহ যেন রহমত ও শান্তি বর্ষণ করেন আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ), তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর ছাহাবীদের সকলের উপর।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' (বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

ইয়াতীম প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহী সহ দেশের ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় পাঁচশত ইয়াতীম (বালক/বালিকা) বর্তমানে প্রতিপালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রম আরো সম্প্রসারণের জন্য দাতা সংগ্রহ করা হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ থেকে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করুন এবং দুস্থ-অসহায় শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!

টাকা প্রেরণের হিসাব নম্বর:
পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প
হিসাব নম্বর ০১৫১২২০০০২৭৬১
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক
কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

সাধারণ সম্পাদক
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	১৫০০/=	১৮,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

বার্ষিক ৩০,০০০/- টাকা দিয়ে ১জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

১৮. যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৫/১৩১।
১৯. ইমাম বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৭১৬। আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।

আল্লাহ্র প্রতি ঈমানের স্বরূপ

*মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম**

(২য় কিস্তি)

(২) توحيد الألوهية أو العبادة (তাওহীদুল উলূহিয়াহ বা তাওহীদুল ইবাদাহ) : এটা হ'ল, إفراد الله عز وجل بالعبادة 'ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করা'।[১] অর্থাৎ এক আল্লাহ্র ইবাদত করা এবং এক্ষেত্রে তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করা। এই তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্যই আল্লাহ মানুষ ও জিন্ন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। এটা বাস্তবায়নের জন্যই মানুষকে করেছেন জ্ঞানসম্পন্ন। প্রেরণ করেছেন মানুষের নিকট নবী-রাসূলগণকে। নাযিল করেছেন আসমানী কিতাব সমূহ, যার মাধ্যমে নবী-রাসূলগণ মানুষকে হেদায়াতের নূরে আলোকিত করেছেন। প্রত্যেক নবী-রাসূলের দাওয়াতের বিষয়বস্তুই ছিল তাওহীদুল ইবাদত। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَسُوْلًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ– 'আল্লাহ্র ইবাদত করার ও ত্বাগূতকে বর্জন করার নির্দেশ দেবার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি' *(নাহল ১৬/৩৬)*। তিনি আরো বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُوْلٍ إِلَّا نُوْحِيْ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُوْنِ–

'আমরা তোমার পূর্বে কোন রাসূল প্রেরণ করিনি এই অহী ব্যতীত যে, আমি (আল্লাহ) ছাড়া কোন (সত্য) মা'বূদ নেই। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর' *(আম্বিয়া ২১/২৫)*।

উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তা'আলা মানুষের নিকট নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করার মূল উদ্দেশ্য জানিয়ে দিয়েছেন। আর তা হ'ল ত্বাগূতকে বর্জন করতঃ এক আল্লাহ্র ইবাদত করার নির্দেশ প্রদান।

ইবাদতের পরিচয় : عبادة 'ইবাদত' শব্দটি عبد 'আবদ' শব্দ থেকে গৃহীত, যা দু'টি জিনিসের সমন্বিত নাম।

(১) التعبد (তা'আব্বুদ) তথা ইবাদত করা : এর অর্থ হ'ল, التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، محبة وتعظيما– 'সম্মান ও মুহাব্বতের সাথে অবনতচিত্তে আল্লাহ্র আদেশ পালন ও তাঁর নিষেধ বর্জন করা'।[২]

(২) المتعبد به (মুতা'আব্বাদু বিহি) তথা যে সকল কথা ও কর্মের মাধ্যমে ইবাদত করা হয় : এর অর্থ বর্ণনায় শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেছেন, أَنَّ الْعِبَادَةَ هِيَ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ مِنْ الْأَقْوَالِ، وَالْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ – 'ইবাদত ঐ সকল প্রকাশ্য এবং গোপন কথা ও কাজের সমন্বিত নাম, যা আল্লাহ ভালবাসেন এবং যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন'।[৩]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, أن العبادة هي غاية الحب بغاية الذل والخضوع 'ইবাদত হচ্ছে চরম বিনয় ও নম্রতার সাথে সীমাহীন ভালবাসা।[৪]

যেমন- ছালাত, ছিয়াম, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি। এগুলো হ'ল المتعبد به (মুতা'আব্বাদ বিহি)। কেননা এগুলোর মাধ্যমে ইবাদত করা হয়। আর এগুলো পালন করার নাম হ'ল التعبد (তা'আব্বুদ) বা ইবাদত করা।

অতএব আল্লাহ ভালবাসেন এমন সকল প্রকাশ্য ও গোপন কথা ও কাজ আল্লাহ্র জন্য একনিষ্ঠভাবে বিনম্রচিত্তে যথাযথভাবে সম্পাদন করার নাম হ'ল ইবাদত। হাদীছে জিব্রীলের মধ্যে রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ 'আপনি এমনভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করবেন যেন আপনি তাঁকে (আল্লাহকে) দেখছেন। আর যদি আপনি তাঁকে দেখতে না পান তাহ'লে (মনে করবেন) তিনি আপনাকে দেখছেন'।[৫] আর আল্লাহ ঐ সকল কথা ও কর্মকে ভালবাসেন, যার বিধি-বিধান তিনি নাযিল করেছেন। ইবাদত হ'ল তাওক্বীফী। অর্থাৎ ইসলামী শরী'আত যাকে ইবাদত হিসাবে সাব্যস্ত করেছে কেবল তাই ইবাদত হিসাবে গণ্য। আর যাকে ইবাদত হিসাবে গণ্য করেনি, কখনোই তা ইবাদত হিসাবে পরিগণিত নয়। মানুষের বিবেক যে কাজকে ভাল মনে করবে তাই যদি ইবাদত হিসাবে গণ্য হ'ত, তাহ'লে যুগে যুগে নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ এবং কিতাব নাযিলের কোন প্রয়োজন হ'ত না। অতএব কোন কথা ও কর্মকে ইবাদত হিসাবে গণ্য করতে হ'লে অবশ্যই তাকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ স্বীকৃত হ'তে হবে। কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অস্বীকৃত কোন কিছু কখনোই ইবাদত হিসাবে গণ্য হবে না; বরং তা হবে বিদ'আত।

ত্বাগূত-এর পরিচয় : الطاغوت (তাগূত) শব্দটি আরবী الطغيان (তুগইয়ান) শব্দ থেকে নির্গত। যার অর্থ সীমালংঘন করা।

---

* *লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; প্রধান দাঈ, বাংলা বিভাগ, আল-ফুরক্বান সেন্টার, হুরা, বাহরাইন।*

১. *মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, আল-ক্বাওলুল মুফীদ ১/১৪ পৃঃ।*
২. *ঐ।*
৩. *শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া, আল-'উবূদিয়াহ ২/৪৫৪ পৃঃ।*
৪. *ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন ১/৮৫ পৃঃ।*
৫. *বুখারী হা/৫০; মুসলিম হা/৮; মিশকাত হা/২।*

পারিভাষিক অর্থ বর্ণনায় যুজাজ (রহঃ) বলেন, كُلُّ مَا عُبِدَ مِنْ دُوْنِ اللهِ 'আল্লাহ ব্যতীত যারই ইবাদত করা হয়, তাই ত্বাগূত'।[৬]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مُطَاعٍ 'ত্বাগূত হ'ল, বান্দার ঐ সকল সীমালংঘন, যা সে মা'বূদ, অনুসরণীয় ব্যক্তি এবং আনুগত্যের অধিকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে করে থাকে'।[৭]

অর্থাৎ বান্দা যখন এক আল্লাহ্র ইবাদত না করে মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়, তখন সে ত্বাগূতের ইবাদত করে। আর বান্দা যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ বাদ দিয়ে বিভিন্ন গণক, যাদুকর, পীরপূজা, কবরপূজা এবং নির্দিষ্টভাবে কোন ব্যক্তির তাক্বলীদ বা অন্ধ অনুসরণে লিপ্ত হয়, তখন সে ত্বাগূতের অনুসরণ করে। আর বান্দা যখন আল্লাহ্র আনুগত্য প্রত্যাখ্যানকারী নেতা-নেত্রীর ইসলাম বিরোধী আইন প্রণয়নে সন্তুষ্ট হয়, তখন সে ত্বাগূতের আনুগত্য করে। আল্লাহ তা'আলা এই ত্বাগূতকে বর্জন করার জন্যই কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। প্রকৃত মুসলিম হ'তে হ'লে অবশ্যই ত্বাগূতকে বর্জন করতে হবে। আগাছা দমন না করে জমিতে চারা রোপণ করা যেমন, ত্বাগূত বর্জন না করে আল্লাহ্র ইবাদত করাও তেমন। অনেক মূল্যবান খাদ্যে বিষ মিশিয়ে দিলে সেটা যেমন খাদ্য থাকে না, আল্লাহ্র ইবাদতের সাথে ত্বাগূতের ইবাদত মিশ্রিত হ'লে সেটাও ইবাদত থাকে না; বরং বাতিল হয়ে যায়। তাই যে কোন মূল্যে ত্বাগূতকে বর্জন করে আল্লাহ্র ইবাদত করতে হবে। আল্লাহ বলেন,

لَا إِكْرَاهَ فِيْ الدِّيْنِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ-

'দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। নিশ্চয়ই হিদায়াত স্পষ্ট হয়েছে ভ্রষ্টতা থেকে। অতএব যে ব্যক্তি ত্বাগূতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মযবূত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ' *(বাক্বারাহ ২/২৫৬)*। তিনি অন্যত্র বলেন, وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ أَنْ يَعْبُدُوْهَا وَأَنَابُوْا إِلَى اللهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ- 'আর যারা ত্বাগূতের উপাসনা পরিহার করে এবং আল্লাহ অভিমুখী হয় তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব আমার বান্দাদেরকে সুসংবাদ দাও' *(যুমার ৩৯/১৭)*।

ইবাদত কবুলের শর্তাবলী : সম্মানিত পাঠক! যেহেতু আল্লাহই একমাত্র সত্য মা'বূদ, যিনি আমাদেরকে তাঁর ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন; সেহেতু বিশুদ্ধভাবে ইবাদত সম্পাদনের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করাই আমাদের কর্তব্য। আর বিশুদ্ধভাবে ইবাদত করার মানদণ্ড উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন, بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ- 'হ্যাঁ, যে কেউ আল্লাহ্র নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মপরায়ণ হয় তার ফল তার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না' *(বাক্বারাহ ২/১১২)*।

অত্র আয়াতে বর্ণিত (مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ) দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল, একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ইবাদত করা এবং (وَهُوَ مُحْسِنٌ) দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল, রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী আমল করা।[৮] আল্লাহ আরো বলেন, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا- 'যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে' *(কাহফ ১৮/১১০)*।

অত্র আয়াতে বর্ণিত (فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا) দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল, সে যেন রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী আমল করে এবং (وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا) দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল, একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য শিরক মুক্ত আমল করে।[৯]

উল্লিখিত আয়াত দু'টিতে আল্লাহ তা'আলা ইবাদত কবুলের দু'টি শর্ত উল্লেখ করেছেন, যা অবশ্য পালনীয়। বীজগণিতের সূত্রে ভুল করলে যেমন ফলাফল সঠিক হয় না। ইবাদতের শর্ত ঠিক না থাকলে তেমন আল্লাহ্র নিকটে তা কবুল হয় না। শর্ত দু'টি হ'ল,

(১) একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ইবাদত করা; যা ছোট ও বড় শিরক মুক্ত হবে। আল্লাহ বলেন, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوْا إِلَّا إِيَّاهُ 'তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না' *(বনী ইসরাইল ১৭/২৩)*। তিনি আরো বলেন, وَاعْبُدُوْا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا 'তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক কর না' *(নিসা ৪/৩৬)*। তিনি অন্যত্র বলেন, قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا (হে মুহাম্মাদ!) বল, তোমরা এসো! তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি কি কি হারাম করেছেন, তা আমি

৬. *তাজুল আরূস মিন জাওয়াহিরিল কামূস ৩৮/৪৯৬ পৃঃ।*
৭. *ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন ১/৯২ পৃঃ।*
৮. *তাফসীর ইবনু কাছীর, সূরা বাক্বারাহ ১১২নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।*
৯. *তাফসীর ইবনু কাছীর, সূরা কাহফ ১১২নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।*

তোমাদেরকে পাঠ করে শুনাব, আর তা এই যে, তোমরা তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না' *(আন'আম ৬/১৫১)*। রাসূল (ছাঃ) মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ)-কে বলেছিলেন,

يَا مُعَاذُ، هَلْ تَدْرِى حَقَّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ؟ قُلْتُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلاَ يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا، وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا-

'হে মু'আয! তুমি কি জান বান্দার উপর আল্লাহ্র হক্ব কি এবং আল্লাহ্র উপর বান্দার হক্ব কি? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, বান্দার উপর আল্লাহ্র হক্ব হ'ল, বান্দা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর আল্লাহ্র উপর বান্দার হক্ব হ'ল, তাঁর ইবাদতে কাউকে শরীক না করলে আল্লাহ তাকে শাস্তি দিবেন না'।[১০] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ বলেন (হাদীছে কুদসী), يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَخْلِصُوْا أَعْمَالَكُمْ لِلَّه 'হে মানবমণ্ডলী! عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ اللهَ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ مَا أُخْلِصَ لَهُ- তোমরা একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ইবাদত কর। কেননা আল্লাহ তাঁর সন্তুষ্টিচিত্তে পালিত ইবাদত ব্যতীত অন্য ইবাদত কবুল করেন না'।[১১]

(২) রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী ইবাদত করা। আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا 'রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হ'তে তোমাদের নিষেধ করেন তা হ'তে বিরত থাক' *(হাশর ৫৯/৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ- 'যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করল যাতে আমাদের নির্দেশনা নেই তা প্রত্যাখ্যাত'।[১২] তিনি আরো বলেন, مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি আমাদের শরী'আতে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা তার (শরী'আতের) মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[১৩] সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ (রহঃ) বলেন, إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ الْمِيْزَانُ الْأَكْبَرُ، فَعَلَيْهِ تُعْرَضُ الْأَشْيَاءُ، عَلَى خُلُقِهِ وَسِيْرَتِهِ وَهَدْيِهِ، فَمَا وَافَقَهَا فَهُوَ الْحَقُّ، وَمَا خَالَفَهَا فَهُوَ الْبَاطِلُ- 'নিশ্চয়ই রাসূল (ছাঃ) হ'লেন সবচেয়ে বড় মানদণ্ড। অতএব সকল কিছুই রাসূল (ছাঃ)-এর চরিত্র, পথ-পদ্ধতি ও নীতিমালার উপর পেশ করতে হবে। যা তার সাথে মিলে যাবে তাই কেবল হক্ব বলে গণ্য হবে। আর যা তার বিপরীত হবে তা বাতিল বলে গণ্য হবে'।[১৪] হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) বলেন,

كُلُّ عِبَادَةٍ لَمْ يَتَعَبَّدْهَا أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلاَ تَعْبُدُوْهَا فَإِنَّ الأَوَّلَ لَمْ يَدَعْ لِلْآخِرِ مَقَالاً فَاتَّقُوْا اللهَ يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ وَخُذُوْا بِطَرِيْقِ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ-

'যে সকল ইবাদত রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ করেননি, সে সকল ইবাদত তোমরাও কর না। কেননা পূর্ববর্তী লোকেরা (রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম) পরবর্তী লোকদের জন্য কোন অসম্পূর্ণতা রেখে যাননি। অতএব হে মুসলিম সমাজ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং পূর্ববর্তীদের রীতি-নীতি গ্রহণ কর'।[১৫]

ফুযাইল ইবনু ইয়ায (রহঃ) বলেন,

إِنَّ الْعَمَلَ إِذَا كَانَ خَالِصًا وَلَمْ يَكُنْ صَوَابًا لَمْ يُقْبَلْ، وَإِذَا كَانَ صَوَابًا وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا لَمْ يُقْبَلْ، حَتَّى يَكُونَ خَالِصًا صَوَابًا، وَالْخَالِصُ أَنْ يَكُونَ لِلَّه، وَالصَّوَابُ أَنْ يَكُونَ عَلَى السُّنَّة-

'আমল খালেছ হ'লেও যদি তা সঠিক না হয়, তাহ'লে তা (আল্লাহ্র নিকট) কবুল হবে না। আর আমল সঠিক হ'লেও যদি তা খালেছ না হয়, তাহ'লেও তা কবুল হবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত আমলটি খালেছ ও সঠিক না হয়। খালেছ হ'ল, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই ইবাদত করা আর আমলের শুদ্ধতা হ'ল, রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী আমল করা'।[১৬]

সম্মানিত পাঠক! উল্লিখিত দলীল সমূহ ছাড়াও আরো বহু সংখ্যক দলীলের আলোকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, তাওহীদুল ইবাদত কায়েম করতে হ'লে দু'টি মৌলিক বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। (১) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর ইবাদত না করা। অর্থাৎ শিরক মুক্ত ইবাদত করা। (২) কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অস্বীকৃত কোন ইবাদত না করা। অর্থাৎ বিদ'আত মুক্ত ইবাদত করা। আর এটাই ইসলামের প্রথম ও প্রধান স্তম্ভ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন (সত্য) মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল-এই সাক্ষ্য প্রদান করার মৌলিক উদ্দেশ্য।

---

১০. বুখারী হা/২৮৫৬; মুসলিম হা/৩০; মিশকাত হা/২৪।
১১. দারাকুতনী হা/১৩৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭৬৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/৭।
১২. মুসলিম হা/১৭১৮।
১৩. বুখারী হা/২৬৯৭; মুসলিম হা/১৭১৮; মিশকাত হা/১৪০।
১৪. খতীব বাগদাদী, আল-জামে' লি আখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামে' হা/৮।
১৫. আবু ইসহাক আশ-শাতেবী, আল-ই'তিছাম ২/১৩২; নাছিরুদ্দীন আলবানী, আত-তাওয়াস্সুল, ১/১৬ পৃঃ।
১৬. শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া, আল-'উবূদিয়াহ ২/৪৭৬ পৃঃ; ড. সাইয়েদ আব্দুল গনী, আল-আক্বীদাতুছ ছাফিয়া লিল ফিরক্বাতিন নাজিয়াহ, পৃঃ ২৫৯।

لا إله إلا الله (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)-এর অর্থ ও তাৎপর্য : 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর বিশুদ্ধ অর্থ হ'ল, لا معبود بحق إلا الله অর্থাৎ 'আল্লাহ ব্যতীত কোন (সত্য) মা'বূদ নেই'। কেননা দুনিয়াতে অনেক মিথ্যা মা'বূদ রয়েছে, মানুষ যাদের ইবাদত করে থাকে। যেমন- খৃষ্টানরা মারিয়ামকে আল্লাহ্র স্ত্রী ও ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্র পুত্র বলে দাবী করে থাকে। ফলে তারা তিন মা'বূদে বিশ্বাসী। আর ইহুদীরা উযাইর (আঃ)-কে আল্লাহ্র পুত্র বলে বিশ্বাস করে থাকে। ফলে তারা দুই মা'বূদে বিশ্বাসী। মক্কার কুরাইশরা পবিত্র কা'বা গৃহে স্থাপিত ৩৬০টি মূর্তিকে তাদের মা'বূদ বলে বিশ্বাস করত। আর তাইতো যখন রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে এক আল্লাহ্র ইবাদত করার আহ্বান জানালেন, তখন তারা তা প্রত্যাখ্যান করে বলেছিল, أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ 'সে কি বহু মা'বূদের (পরিবর্তে) এক মা'বূদ বানিয়ে নিয়েছে? এতো এক আশ্চর্য ব্যাপার!' *(ছোয়াদ ৩৮/৫)*।

অনুরূপভাবে বর্তমানে বহু মানুষ নিজেদেরকে মুসলিম দাবী করেও তারা নবী, পীর, অলী-আওলিয়াকে আল্লাহ্র মত ক্ষমতাবান বলে বিশ্বাস করে এবং তাদের নিকট সাহায্য চায়, তাদের নিকট মনের আশা পূরণার্থে দো'আ করে, তাদের উদ্দেশ্যে মানত করে, তাদের নৈকট্য হাছিলের উদ্দেশ্যে রুকূ-সিজদা করে এবং পশু যবেহ করে ইত্যাদি। এদের দৃষ্টিতে শুধুমাত্র আল্লাহই ইবাদতের জন্য যথেষ্ট নন; বরং প্রয়োজনে পীর-দরবেশ, অলী-আওলিয়ার নিকটও দো'আ করা, সিজদাহ করা, বিপদে-আপদে সাহায্য চাওয়া যাবে *(নাঊযুবিল্লাহ)*। এক্ষেত্রে এরাও এ সকল পীর, অলী-আওলিয়াকে মা'বূদ হিসাবে বিশ্বাস করে। অথচ এরা সকলেই বাতিল। আল্লাহ বলেন, ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ– 'এটা এজন্য যে, আল্লাহ, তিনিই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে তা তো বাতিল বা অসত্য এবং আল্লাহ, তিনিই তো সমুচ্চ, মহান' *(হজ্জ ২২/৬২)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِيْنَ–

'আর আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুকে আহ্বান (ইবাদত) করো না, যা না তোমার কোন উপকার করতে পারে, আর না কোন ক্ষতি করতে পারে। বস্তুতঃ যদি এরূপ কর, তবে তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে' *(ইউনুস ১০/১০৬)*। তিনি অন্যত্র বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ– 'আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদেরকে ডাকো, তারা তো তোমাদেরই ন্যায় বান্দা। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ডাকতে থাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিবে' *(আ'রাফ ৭/১৯৪)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ أَمِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ– مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوْهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوْا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ–

'ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয়, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? তাঁকে ছাড়া তোমরা কেবল কতগুলি নামের ইবাদত করছ, যে নামগুলি তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছ; এগুলির কোন প্রমাণ আল্লাহ পাঠাননি। বিধান দেবার অধিকার কেবল আল্লাহ্রই। তিনি আদেশ দিয়েছেন কেবল তাঁর ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করতে। এটাই সঠিক দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না' *(ইউসুফ ১২/৩৯-৪০)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

قُلِ ادْعُوْا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيْرٍ– وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ–

'তুমি বল, তোমরা আহ্বান কর তাদেরকে যাদেরকে তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে (মা'বূদ) মনে করতে। তারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কিছুর মালিক নয় এবং এতদুভয়ে তাদের কোন অংশও নেই। আর তাদের কেউ তার সহায়কও নয়। যাকে অনুমতি দেওয়া হয় সে ছাড়া আল্লাহ্র নিকট কারো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না' *(সাবা ৩৪/২২-২৩)*। তিনি অন্যত্র বলেন, أَيُشْرِكُوْنَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُوْنَ– وَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ– 'তারা কি এমন বস্তুকে (আল্লাহর সাথে) শরীক করে থাকে যারা কোন বস্তুই সৃষ্টি করতে পারে না; বরং তারা নিজেরাই (আল্লাহ কর্তৃক) সৃজিত? এই শরীককৃত বস্তুসমূহ তাদের কোন সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে না এবং তারা নিজেদেরকেও কোন সাহায্য করতে পারে না' *(আ'রাফ ৭/১৯১-১৯২)*।

أركان لا إلـــه إلا الله তথা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর রুকন সমূহ : 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর রুকন হ'ল দু'টি।

(১) النفي তথা না সূচক : আর তা হ'ল, **لا إله** (লা ইলাহা) কোন (সত্য) ইলাহ নেই। অর্থাৎ 'লা ইলাহা' অংশীদারিত্বের সকল প্রকারকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে দেয়। আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করা হয়, তাদের সবগুলিকে বর্জন করা অপরিহার্য করে দেয়।

(২) الإثبـــات তথা হ্যাঁ সূচক : আর তা হ'ল, **إلا الله** (ইল্লাল্লাহ) আল্লাহ ব্যতীত। অর্থাৎ 'ইল্লাল্লাহ' বান্দার

ইবাদতকে শুধুমাত্র আল্লাহ্র জন্য সাব্যস্ত করে। অথবা ইবাদতের যোগ্য যে কেবলমাত্র আল্লাহ তা অপরিহার্য করে দেয়। আল্লাহ বলেন, فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ– ‘যে ব্যক্তি ত্বাগূতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মযবূত হাতল আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ’ *(বাক্বারাহ ২/২৫৬)*।

অত্র আয়াতে বর্ণিত فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ ‘যে ব্যক্তি ত্বাগূতকে অস্বীকার করে’। এটা প্রথম রুকন। অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত যারই ইবাদত করা হোক না কেন তার সবগুলিই বাতিল; যা অবশ্য বর্জনীয়। আর وَيُؤْمِنْ بِاللهِ ‘আর আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনে’। এটা দ্বিতীয় রুকন। অর্থাৎ মা‘বূদ একমাত্র আল্লাহই। তাই উপরেই ঈমান আনতে হবে এবং তারই ইবাদত করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর দু’টি রুকনের কোনটিকে বাদ দিয়ে যিকির জায়েয নয়। অর্থাৎ শুধু ‘লা ইলাহা’ বলে যিকির করা যেমন জায়েয নয়; তেমনি শুধু ‘ইল্লাল্লাহ’ বলে যিকির করাও জায়েয নয়।

شروط لا إله إلا الله তথা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর শর্তাবলী : ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর ৭টি শর্ত রয়েছে, যা জানা ও মানা প্রত্যেক মুসলমানের উপর অবশ্য কর্তব্য। কেননা এই সাতটি শর্ত পূরণ না করে শুধুমাত্র মৌখিভাবে তা পাঠ করে কোন লাভ হবে না। নিম্নে শর্তগুলি দলীলসহ উপস্থাপন করা হ’ল।

(১) العلم (ইলম) বা জ্ঞান থাকা : অর্থাৎ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর হ্যাঁ সূচক ও না সূচক দু’টি অংশের অর্থ সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখা। আর তা হচ্ছে, বান্দা বিশুদ্ধচিত্তে শুধুমাত্র আল্লাহ্রই দাসত্ব করবে। আল্লাহ ব্যতীত যার ইবাদত করা হয় তা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করবে। এই অর্থ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান না রেখে শুধুমাত্র মৌখিভাবে কালিমা পাঠ করে কোন লাভ হবে না। বান্দা যখন এই কালেমার অর্থ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখবে, তখনই সে কেবল আল্লাহকে বিধানদাতা, রিযিকদাতা, সন্তানদাতা, জীবন-মৃত্যুর মালিক, পাপ মোচনকারী, বিপদ-আপদে রক্ষাকারী ইত্যাদি হিসাবে গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। আল্লাহ বলেন, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ‘জেনে রাখ! আল্লাহ ব্যতীত কোন (সত্য) ইলাহ নেই’ *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ ‘যে ব্যক্তি (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) আল্লাহ ব্যতীত কোন (হক্ব) ইলাহ নেই, এটা জেনে মৃত্যুবরণ করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে’।[১৭]

(২) اليقين (ইয়াক্বীন) তথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা : অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মা‘বূদ নেই-এর উপর দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে। এ ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহ থাকলে কালিমা পড়ে কোন লাভ হবে না। আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ–

‘তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করে, তারাই সত্যনিষ্ঠ’ *(হুজুরাত ৪৯/১৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ لاَ يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيْهِمَا إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ– ‘যে ব্যক্তি বিনা সন্দেহে (দৃঢ়ভাবে) এ সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন (সত্য) মা‘বূদ নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল; আর ঐ অবস্থায় সে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে’।[১৮]

(৩) الإخلاص (ইখলাছ) তথা ইখলাছের সাথে কালেমা পাঠ করা : ইখলাছ হ’ল, যাবতীয় শিরকমুক্ত হওয়া। যখনই বান্দা ইখলাছের সাথে কালিমা পাঠ করবে, তখন সে আল্লাহ্র সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। সুতরাং ইখলাছবিহীন কালিমা পাঠ করলে কোন ফায়েদা হবে না। আল্লাহ বলেন, وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ– ‘তাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র ইখলাছপূর্ণভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করতে’ *(বায়্যিনাহ ৯৮/৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ– ‘ঐ ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন আমার শাফা‘আত লাভে ধন্য হবে, যে ব্যক্তি অন্তর থেকে ইখলাছের সথে বলবে, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন (সত্য) মা‘বূদ নেই’।[১৯]

(৪) الصدق (আছ-ছিদক) তথা সত্যবাদী হওয়া : অর্থাৎ সত্যনিষ্ঠার সাথে কালিমা পাঠ করা, যাতে কোন মুনাফিক্বী থাকবে না। মুখ ও অন্তরের সম মিল রেখে কালিমা পাঠ করবে। কেননা মুনাফিক্বরা মৌখিকভাবে কালিমা পাঠ করে, কিন্তু আন্তরিকভাবে অবিশ্বাস করে। তাই তারা ঈমানের দাবীতে মিথ্যাবাদী। আল্লাহ মুনাফিক্বদের সম্পর্কে বলেন, يَقُوْلُوْنَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ‘তারা মুখে এমন কথা বলে, যা তাদের অন্তরে নেই’ *(ফাতহ ৪৮/১১)*। তিনি অন্যত্র

১৭. *মুসলিম হা/২৬; মিশকাত হা/৩৭।*

১৮. *মুসলিম হা/২৭; মিশকাত হা/৫৯১২।*
১৯. *বুখারী হা/৯৯; মিশকাত হা/৫৫৭৪।*

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوْا أَنْ يَقُوْلُوْا آمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُوْنَ- وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِيْنَ- 'মানুষ কি মনে করেছে যে, আমরা ঈমান এনেছি- এ কথা বললেই তাদেরকে অব্যাহতি দেয়া হবে এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আমরাতো তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম। আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী' *(আনকাবূত ২৯/২-৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلاَّ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ- 'যে কোন বান্দা অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এ সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন (সত্য) মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল- তার জন্য আল্লাহ জাহান্নামকে হারাম করে দিবেন'।[২০]

(৫) القبول তথা গ্রহণ করা : অর্থাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করলে তার উপর যে অহি-র বিধানের অনুসরণ ফরয হয়ে যায়, তা পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে হবে। বাপ-দাদার দোহাই দিয়ে এর কোন কিছুই প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। আল্লাহ বলেন, وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُوْنَ- 'যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার অনুসরণ কর। তখন তারা বলে, বরং আমরা এরই অনুসরণ করব, যা আমাদের পিতৃ-পুরুষগণ হ'তে প্রাপ্ত হয়েছি; যদিও তাদের পিতৃ-পুরুষদের কোনই জ্ঞান ছিল না এবং তারা সুপথগামীও ছিল না' *(বাক্বারাহ ২/১৭০)*। তিনি অন্যত্র বলেন, وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيْرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوْهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُوْنَ، قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوْا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُوْنَ- 'এভাবে তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই আমরা কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখন ওর সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিরা বলত, আমরাতো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি। তখন সতর্ককারী বলত, তোমরা তোমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে যে পথে পেয়েছ, আমি যদি তোমাদের জন্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথ-নির্দেশ আনয়ন করি (তাহ'লেও কি তোমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে?) তারা বলত, তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি' *(যুখরুফ ৪৩/২৩-২৪)*।

(৬) الإنقياد (ইনক্বিয়াদ) তথা আনুগত্য করা : অর্থাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বললেই তাকে আল্লাহ্র সকল আদেশ যথাযথভাবে মেনে চলার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে এবং তাঁর প্রত্যেকটি নিষেধ নিঃশর্তভাবে বর্জন করতে হবে। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللهِ عَاقِبَةُ الْأُمُوْرِ- 'যদি কেউ সৎ কর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করে তাহ'লে সেতো দৃঢ়ভাবে ধারণ করে এক মযবূত হাতল। আর যাবতীয় কার্যের পরিণাম আল্লাহ্র দিকে' *(লুকমান ৩১/২২)*।

(৭) المحبة (মুহাব্বত) তথা ভালবাসা : অর্থাৎ কালিমাকে মুহাব্বতের সাথে পাঠ করতে হবে। বিনা মুহাব্বতে শুধুমাত্র মৌখিক সাক্ষ্যদানে কোন লাভ হবে না। আর কোন ক্রমেই কাউকে আল্লাহ্র সমতুল্য ভালবাসা যাবে না। আল্লাহ বলেন, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ- 'আর মানুষের মধ্যে এমনও ব্যক্তি আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আল্লাহ্র সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে আল্লাহকে ভালবাসার মত ভালবাসে। আর যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহ্র জন্য ভালবাসায় দৃঢ়তর' *(বাক্বারাহ ২/১৬৫)*। *(চলবে)*

২০. বুখারী হা/১২৮; মিশকাত হা/২৫।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা ও প্রকাশনা কার্যক্রমে সহযোগিতা করুন!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই তার গবেষণা ও প্রকাশনা সংস্থা 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর মাধ্যমে বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমল সমৃদ্ধ প্রকাশনা সৃষ্টির জন্য তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণ নিবেদিত প্রাণ গবেষক ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাবে তা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। এ কার্যক্রমকে এগিয়ে নেবার জন্য প্রয়োজন :

(১) একদল নিবেদিতপ্রাণ, যোগ্য ও আল্লাহভীরু গবেষক ও লেখক, যারা নিজেদের গবেষণা ও লেখনী শক্তিকে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যয় করতে চান।

(২) প্রয়োজনীয় অবকাঠামো এবং প্রকাশনা সমূহ স্বল্পমূল্যে জনগণের নিকটে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আর্থিক অনুদান।

সর্বোপরি উপরোক্ত স্বপ্ন পূরণে আমরা আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করছি। যিনি চাইলে তাঁর বান্দাদের অন্তরসমূহকে আমাদের দিকে রুজূ করে দিবেন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

যোগাযোগের ঠিকানা

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৮৬১৩৬৫ মোবাইল : ০১৭১৬-০৩৪৬২৫।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, সঞ্চয়ী হিসাব নং ৩৮৫২, ইসলামী ব্যাংক ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম

মূল (উর্দূ) : শায়খ যুবায়ের আলী যাঈ
*অনুবাদ : আহমাদুল্লাহ**

(৪র্থ কিস্তি)

আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে কতিপয় অভিযোগ ও তার জবাব

ছহীহ আক্বীদাসম্পন্ন মুহাদ্দিছীনে কেরাম এবং তাক্বলীদ ব্যতীত সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারীদের উপাধি ও বৈশিষ্ট্যগত নাম 'আহলেহাদীছ'। আহলেহাদীছদের নিকটে কুরআন মাজীদ, ছহীহ হাদীছসমূহ (সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী) এবং ইজমা হ'ল শারঈ দলীল। এগুলিকে 'আদিল্লায়ে শারঈয়াহ'ও বলা হয়ে থাকে। 'আদিল্লায়ে শারঈয়াহ' দ্বারা ইজতিহাদের বৈধতা প্রমাণিত। আর ইজতিহাদের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে।

১. কুরআন ও সুন্নাহর 'উমূম' (ব্যাপকতা) ও 'মাফহূম' (মর্ম) দ্বারা দলীল পেশ করা।
২. সালাফে ছালেহীনের আছার দ্বারা দলীল প্রদান করা।
৩. আদিল্লায়ে শারঈয়াহর বিরোধী নয় এমন ক্বিয়াস।
৪. মাছালিহে মুরসালাহ প্রভৃতি।[১]

আহলেহাদীছদের নিকটে ইজতিহাদ জায়েয। এজন্য তিনটি শারঈ দলীল দ্বারা দলীল পেশের পরে চতুর্থ দলীলের উপরেও আমল জায়েয রয়েছে। এ শর্তে যে, তা কুরআন, হাদীছ, ইজমা ও সালাফে ছালেহীনের আছার-এর বিরোধী হবে না। অন্য কথায় আহলেহাদীছদের নিকটে আদিল্লায়ে আরবা'আহ (কুরআন, হাদীছ, ইজমা, ইজতিহাদ) উপরোল্লিখিত মর্মানুসারে হুজ্জাত বা দলীল।

সতর্কীকরণ : ইজতিহাদ আকস্মিক ও সাময়িক হয়ে থাকে। এজন্য ইজতিহাদকে স্থায়ী বিধানের মর্যাদা দেয়া যায় না। আর না একজন ব্যক্তির ইজতিহাদকে অন্য ব্যক্তির জন্য স্থায়ী ও অপরিহার্য দলীল হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া যায়। উক্ত ভূমিকার পরে কিছু মানুষের আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে কতিপয় অভিযোগ ও ধোঁকাবাজির জবাব পেশ করা হ'ল।

সমালোচনা-১ : 'আহলেহাদীছদের নিকটে শারঈ দলীল স্রেফ দু'টি। ১. কুরআন ২. হাদীছ। তৃতীয় কোন দলীল নেই'।

জবাব : নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا 'আল্লাহ আমার উম্মতকে কখনো গোমরাহীর উপরে ঐক্যবদ্ধ করবেন না'।[২] এই হাদীছ দ্বারা ইজমায়ে উম্মত (উম্মতের ইজমা)-এর দলীল হওয়া প্রমাণিত হয়।[৩]

হাফেয আব্দুল্লাহ গাযীপুরী মুহাদ্দিছ (মৃঃ ১৩৩৭ হিঃ) বলেন, 'এর দ্বারা কেউ যেন এটা না বুঝেন যে, আহলেহাদীছরা ইজমায়ে উম্মত ও ক্বিয়াসে শারঈকে অস্বীকার করে। কেননা যখন এ দু'টি বস্তু কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত হবে, তখন কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুসরণ করলেই ইজমা ও ক্বিয়াসকে মানা হয়ে যাবে'।[৪]

প্রমাণিত হ'ল যে, আহলেহাদীছদের নিকটে ইজমায়ে উম্মত (যদি প্রমাণিত হয়) শারঈ দলীল। এ কারণেই মাসিক 'আল-হাদীছ' (হাযরো) পত্রিকার প্রায় প্রত্যেক সংখ্যাতেই লেখা থাকত যে, 'কুরআন, হাদীছ ও ইজমার বার্তাবাহক'। এটাও স্মরণ রাখা দরকার যে, আহলেহাদীছদের নিকটে ইজতিহাদ জায়েয। যেমনটা ভূমিকায় আলোচনা করা হয়েছে। *আল-হামদুলিল্লাহ।*

সমালোচনা-২ : আহলেহাদীছদের নিকটে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনতা রয়েছে যে, সে সালাফে ছালেহীনের বুঝের পরিবর্তে ব্যক্তিগত বুঝ অনুযায়ী কুরআন ও হাদীছ বুঝার চেষ্টা করবে।

জবাব : এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভুল। বরং এর বিপরীতে হাফেয আব্দুল্লাহ রোপড়ী (মৃঃ ১৩৮৪ হিঃ) বলেন, 'সারকথা এই যে, আমরা তো একটা কথাই জানি। তা এই যে, সালাফের খেলাফ (বিপরীত) করা নাজায়েয'।[৫]

প্রতীয়মান হ'ল যে, আহলেহাদীছদের নিকটে সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী কুরআন ও হাদীছকে বুঝতে হবে এবং সালাফে ছালেহীনের বুঝের বিপরীতে ব্যক্তিগত বুঝকে দেয়ালে ছুঁড়ে মারতে হবে। এ কারণেই মাসিক 'আল-হাদীছ' পত্রিকার প্রায় প্রত্যেক সংখ্যার শেষে লেখা থাকত যে, 'সালাফে ছালেহীনের সর্বসম্মত বুঝের প্রচার'।

সমালোচনা-৩ : আহলেহাদীছদের নিকটে শুধু ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমই দলীল। তাঁরা অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থসমূহকে মানে না।

জবাব : এই অভিযোগও ভিত্তিহীন। কারণ আহলেহাদীছদের নিকটে ছহীহ হাদীছ সমূহ দলীল। চাই সেগুলো ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমে থাকুক বা সুনানে আবু দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ, মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ও অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থ সমূহে ছহীহ ও হাসান লি-যাতিহি সনদে মওজুদ থাকুক। মাসিক 'আল-হাদীছ' সহ

---

* সৈয়দপুর, নীলফামারী।

১. *[এর অর্থ ঐসকল কর্ম যা কল্যাণ আনয়ন করে ও ক্ষতি প্রতিরোধ করে এবং যার আদেশে বা নিষেধে শরী'আতে কোন দলীল পাওয়া যায় না। যেমন আবুবকর (রাঃ) ও ওছমান (রাঃ)-এর সময়ে কুরআন জমা করা এবং কুরায়শী ক্বিরাআত ব্যতীত কুরআনের অন্যান্য কপি পুড়িয়ে ফেলা, মসজিদের ক্বিবলা চিহ্নিত করার জন্য পরবর্তীতে মেহরাব নির্মাণ করা, মসজিদে মিনার নির্মাণ করা, মাইক লাগানো ইত্যাদি (আবুবকর আল-জাযায়েরী, আল-ইনছাফ (মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, তাবি), পৃঃ ২২-২৫।-স.স.]*

২. *হাকেম, আল-মুস্তাদরাক, ১/১১৬, হা/৩৯৯, সনদ ছহীহ।*
৩. *দেখুন : মাসিক 'আল-হাদীছ', ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৪, জুন ২০০৪ খ্রিঃ। [এখানে উম্মত বলতে ছাহাবায়ে কেরামকে বুঝানো হয়েছে। যেমন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১ হিঃ) বলেন, من ادعى الاجماع فهو كاذب 'যে ব্যক্তি (ছাহাবীগণের পরে) ইজমা-এর দাবী করে সে মিথ্যাবাদী' (ইলামুল মুওয়াক্কেঈন ১/২৪)।-স.স.]*
৪. *ইবরাউ আহলিল হাদীছ ওয়াল কুরআন, পৃঃ ৩২।*
৫. *ফাতাওয়া আহলেহাদীছ, ১/১১১।*

আমাদের সকল গ্রন্থ এ কথার সাক্ষী যে, আমরা ছহীহায়েনের পাশাপাশি অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থাবলীর ছহীহ বর্ণনা সমূহ দ্বারাও দলীল পেশ করে থাকি।

সমালোচনা-৪ : আহলেহাদীছরা তাক্বলীদ করে না।

জবাব : জ্বী হ্যাঁ। আহলেহাদীছরা তাক্বলীদ করে না। কারণ তাক্বলীদ জায়েয বা ওয়াজিব হওয়ার কোন প্রমাণ কুরআন, হাদীছ ও ইজমায় নেই। আর সালাফে ছালেহীনের আছার সমূহ দ্বারাও তাক্বলীদ প্রমাণিত নয়। বরং মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) বলেছেন, وأما زلة عالم ، فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم 'আলেমের ভুলের ব্যাপারে বক্তব্য হ'ল, যদি তিনি হেদায়াতের উপরেও চলেন, তবুও তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে তার তাক্বলীদ করো না'।[৬] আহলে সুন্নাতের উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আশ-শাফেঈ (রহঃ) নিজের এবং অন্যদের তাক্বলীদ করতে নিষেধ করেছেন।[৭]

আহলে সুন্নাতের প্রসিদ্ধ আলেম হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন যে, وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع 'এই (তাক্বলীদের) বিদ'আত চতুর্থ (হিজরী) শতকে সৃষ্টি হয়েছে'।[৮]

প্রকাশ থাকে যে, কুরআন ও সুন্নাহ্র উপরে আমল করা এবং বিদ'আত থেকে বেঁচে থাকার মধ্যেই ইহকাল ও পরকালে সফলতা লাভের নিশ্চয়তা রয়েছে।

সমালোচনা-৫ : ওয়াহীদুয্যামান হায়দারাবাদী এটা লিখেছেন এবং নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসান খান ওটা লিখেছেন। নূরুল হাসান এটা লিখেছেন এবং বাটালভী ওটা লিখেছেন।

জবাব : ওয়াহীদুযযামান, নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসান খান, নূরুল হাসান, বাটালভী যেই হোন না কেন, এদের কেউই আহলেহাদীছদের আকাবের-এর অন্তর্ভুক্ত নন। যদি হ'তেন তবুও আহলেহাদীছরা আকাবের পূজারী নয়।

ওয়াহীদুযযামান ছাহেব তো একজন প্রত্যাখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন।[৯] দেওবন্দী মুক্বাল্লিদ মাস্টার আমীন উকাড়বী এ কথা স্বীকার করেছেন যে, আহলেহাদীছ আলেম-ওলামা ও সাধারণ জনগণ সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াহীদুযযামান ও অন্যদের গ্রন্থগুলোকে ভুল আখ্যা দিয়ে সেগুলোকে নাকচ করেছেন।[১০]

শাব্বীর আহমাদ ওছমানী দেওবন্দীর নিকটে ওয়াহীদুযযামান-এর (ছহীহ বুখারীর) অনুবাদ পসন্দনীয় ছিল।[১১] ওয়াহীদুযযামান ছাহেব সাধারণ মানুষের জন্য তাক্বলীদকে ওয়াজিব মনে করতেন।[১২] এজন্য ওয়াহীদুযযামানের সকল উদ্ধৃতি দেওবন্দী ও তাক্বলীদপন্থীদের বিপক্ষে পেশ করা উচিত। নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসান খান ছাহেব (তাক্বলীদ না করা) হানাফী ছিলেন।[১৩]

নূরুল হাসান একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি এবং তার দিকে সম্পর্কিত গ্রন্থসমূহ আহলেহাদীছদের নিকটে গ্রহণযোগ্য গ্রন্থসমূহের তালিকাতে নেই। বরং এ সকল গ্রন্থে ফাতাওয়া বিহীন ও আমলবিহীন বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকার কারণে সেগুলো প্রত্যাখ্যাত।

মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভী (রহঃ) আহলেহাদীছ আলেম ছিলেন। তবে তিনি আকাবের-এর মধ্যে ছিলেন না। বরং একজন সাধারণ আলেম ছিলেন। যিনি সর্বপ্রথম মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর বিরুদ্ধে কাফের ফৎওয়া দিয়েছিলেন। তাঁর 'আল-ইক্বতিছাদ' গ্রন্থটি পরিত্যাজ্য গ্রন্থ সমূহের অন্তর্ভুক্ত। বাটালভী ছাহেবের জন্মের শত শত বছর পূর্ব থেকেই দুনিয়ার বুকে আহলেহাদীছ মওজুদ ছিল।[১৪]

সারকথা এই যে, উক্ত আলেম-ওলামা ও অন্যান্য ছোট-খাটো আলেমদের বক্তব্যকে আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে পেশ করা মস্তবড় যুলুম। যদি কিছু পেশ করতেই হয় তাহ'লে আহলেহাদীছদের বিপক্ষে কুরআন মাজীদ, ছহীহ হাদীছ সমূহ, ইজমা এবং সালাফে ছালেহীন যেমন ছাহাবী, নির্ভরযোগ্য তাবেঈ ও তাবে তাবেঈ এবং বড় বড় মুহাদ্দিছগণের বক্তব্য পেশ করুক। অন্যথায় দাঁতভাঙ্গা জবাব পাবে ইনশাআল্লাহ।

সতর্কীকরণ : আহলেহাদীছদের নিকটে কুরআন, হাদীছ ও ইজমার সুস্পষ্ট বিরোধী সকল বক্তব্যই প্রত্যাখ্যাত। চাই সেগুলোর বর্ণনাকারী অথবা সেগুলোর লেখক যত উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিই হোন না কেন।

সমালোচনা-৬ : 'মুফতী' আব্দুল হাদী দেওবন্দী ও অন্যেরা লিখেছেন যে, 'এটা একটা ঐতিহাসিক সত্য যে, গায়ের মুক্বাল্লিদীনের (যারা নিজেদেরকে আহলেহাদীছ বলে) অস্তিত্ব ইংরেজদের আমলের আগে ছিল না'।[১৫]

জবাব : দুই শ্রেণীর লোকদেরকে আহলেহাদীছ বলা হয়। ১. ছহীহ আক্বীদাসম্পন্ন (নির্ভরযোগ্য ও সত্যবাদী) মুহাদ্দিছীনে কেরাম, যারা তাক্বলীদের প্রবক্তা নন। ২. মুহাদ্দিছীনে কেরামের অনুসারী ছহীহ আক্বীদাসম্পন্ন সাধারণ জনগণ। যারা তাক্বলীদ ছাড়াই কুরআন ও সুন্নাহ্র উপরে আমল করে। এই দুই শ্রেণী খায়রুল কুরূন (সোনালী যুগ) থেকে অদ্যাবধি প্রত্যেক যুগেই বিদ্যমান রয়েছে।

প্রথম দলীল : ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) থেকে তাক্বলীদে শাখছী ও তাক্বলীদে গায়ের শাখছীর কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই। বরং মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) বলেছেন, 'আলেমের ভুলের ব্যাপারে বক্তব্য হ'ল, যদি তিনি হেদায়াতের উপরেও চলেন, তবুও তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে তার তাক্বলীদ করবে

৬. *ইমাম ওয়াকী, কিতাবুয যুহদ, ১/৩০০, হা/৭১, সনদ হাসান; দ্বীন মেঁ তাক্বলীদ কা মাসআলা, পৃঃ ৩৮।*
৭. *কিতাবুল উম্ম, মুখতাছারুল মুযানী, পৃঃ ১; দ্বীন মেঁ তাক্বলীদ কা মাসআলা, পৃঃ ৩৮।*
৮. *ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ২/২০৮; দ্বীন মেঁ তাক্বলীদ কা মাসআলা, পৃঃ ৩২।*
৯. *দেখুন : মাসিক 'আল-হাদীছ' (হাযরো), সংখ্যা ২৩, পৃঃ ৩৬, ৪০।*
১০. *তাহকীক মাসআলায়ে তাক্বলীদ, পৃঃ ৬।*
১১. *দেখুন : মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া ছিদ্দীক্বী দেওবন্দী, ফাযলুল বারী, ১/২৩।*
১২. *দেখুন : নুযুলুল আবরার, পৃঃ ৭, প্রকাশক : লাহোরের দেওবন্দীগণ।*
১৩. *মাআছিরে ছিদ্দীক্বী, ৪/১; হাদীছ আওর আহলেহাদীছ, পৃঃ ৮৪।*
১৪. *দেখুন : মাসিক 'আল-হাদীছ', সংখ্যা ২৯, পৃঃ ১৩-৩৩।*
১৫. *নফস কে পূজারী, পৃঃ ১।*

না'।[১৬] ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেছেন, لاتقلدوا دينكم الرجال 'তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে লোকদের তাক্বলীদ করো না'।[১৭]

কোন ছাহাবীই তাদের বক্তব্যের বিরোধী নেই। এজন্য প্রমাণিত হ'ল যে, এ বিষয়ে ছাহাবীগণের ইজমা রয়েছে যে, তাক্বলীদ নিষিদ্ধ। আর এটাও প্রমাণিত হ'ল যে, সকল ছাহাবী আহলেহাদীছ ছিলেন। স্মর্তব্য যে, এই ইজমার বিরোধিতাকারী ও অস্বীকারকারীরা যেসব দলীল-প্রমাণ পেশ করে থাকেন, তাতে 'তাক্বলীদ' শব্দটি নেই।

দ্বিতীয় দলীল : প্রসিদ্ধ উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন তাবেঈ ইমাম শা'বী (রহঃ) বলেছেন, ما حدثوك هؤلاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به وما قالوه برأيهم فالقه في الحش 'এ সকল ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর যে হাদীছ তোমার কাছে বর্ণনা করে, তুমি সেটাকে (মযবূতভাবে) ধরো। আর তারা স্বীয় রায় থেকে (কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী) যেসব কথা বলে, তা আবর্জনার (স্তূপে) ছুঁড়ে মারো'।[১৮]

ইবরাহীম নাখঈর সামনে জনৈক ব্যক্তি সাঈদ বিন জুবায়ের (রহঃ)-এর মন্তব্য পেশ করলে তিনি বলেন, ما تصنع بحديث سعيد بن جبير مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 'রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের মোকাবিলায় সাঈদ বিন জুবায়ের-এর বক্তব্য দিয়ে তুমি কি করবে?'[১৯]

কোন একজন তাবেঈ থেকেও তাক্বলীদ জায়েয বা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত নয়। এজন্য উক্ত উদ্ধৃতি সমূহ এবং অন্যান্য উক্তি দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে, তাক্বলীদ নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে তাবেঈগণেরও ইজমা রয়েছে। আর এটা একথার সুস্পষ্ট দলীল যে, সকল ছহীহ আক্বীদাসম্পন্ন নির্ভরযোগ্য তাবেঈগণ আহলেহাদীছ ছিলেন।

তৃতীয় দলীল : তাবে তাবেঈ হাকাম বিন উতায়বা বলেন, ليس أحد من الناس إلا وأنت آخذ من قوله أو تارك إلا النبي صلى الله عليه وسلم 'তুমি প্রত্যেক ব্যক্তির কথাকে গ্রহণ করতে পারো, আবার বর্জনও করতে পারো। কেবল রাসূল (ছাঃ)-এর কথা ব্যতীত'।[২০]

তাবে তাবেঈনের কোন একজন নির্ভরযোগ্য তাবে তাবেঈ থেকে তাক্বলীদে শাখছী ও তাক্বলীদে গায়ের শাখছীর কোন প্রমাণ নেই। এজন্য এ বিষয়েও ইজমা রয়েছে যে, সকল নির্ভরযোগ্য ও ছহীহ আক্বীদাসম্পন্ন তাবে তাবেঈন আহলেহাদীছ ছিলেন।

চতুর্থ দলীল : তাবে তাবেঈনের অনুসারীদের মধ্য হ'তে একটি জামা'আত তাক্বলীদ থেকে নিষেধ করেছেন। যেমন ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আশ-শাফেঈ (রহঃ) নিজের এবং অন্যদের তাক্বলীদ করতে নিষেধ করেছেন।[২১] ইমাম শাফেঈ বলেছেন, لا تقلدني 'তোমরা আমার তাক্বলীদ করো না'।[২২] ইমাম আহমাদ বলেছেন, لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء 'তোমার দ্বীনের ব্যাপারে তাদের মধ্য হ'তে কোন একজনেরও তাক্বলীদ করো না'।[২৩]

একটি ছহীহ হাদীছে আছে যে, ত্বায়েফাহ মানছূরাহ (হক্বপন্থীদের প্রকৃত দল) সর্বদাই হক্বের উপরে বিজয়ী থাকবে। এর ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারী বলেন, 'অর্থাৎ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল আহলেহাদীছ'।[২৪]

ইমাম কুতায়বা বিন সাঈদ বলেছেন, إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث، ... فإنه على السنة 'তুমি যদি কোন ব্যক্তিকে আহলেহাদীছদেরকে ভালোবাসতে দেখ, ... (তখন জানবে যে,) সেই ব্যক্তি সুন্নাতের উপরে আছে'।[২৫]

ইমাম আহমাদ বিন সিনান আল-ওয়াসিত্বী বলেছেন, لَيْسَ فِى الدُّنْيَا مُبْتَدِعٌ إِلاَّ وَهُوَ يَبْغَضُ أَهْلَ الْحَدِيْث– 'দুনিয়াতে এমন কোন বিদ'আতী নেই, যে আহলেহাদীছদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না'।[২৬]

প্রমাণিত হ'ল যে, সকল ছহীহ আক্বীদাসম্পন্ন এবং নির্ভরযোগ্য আতবায়ে তাবে তাবেঈন (তাবে তাবেঈগণের অনুসারীগণ) আহলেহাদীছ ছিলেন এবং তাঁরা তাক্বলীদ করতেন না। বরং তাঁরা অন্যদেরকেও তাক্বলীদ থেকে নিষেধ করতেন।

পঞ্চম দলীল : হাফেয ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) লিখেছেন,

أَمَّا الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ فَإِمَامَان فِي الْفِقْه مِنْ أَهْلِ الْاجْتِهَاد. وَأَمَّا مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَأَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ وَنَحْوُهُمْ فَهُمْ عَلَى مَذْهَب أَهْلِ الْحَدِيث. لَيْسُوا مُقَلِّدِينَ لِوَاحِد بِعَيْنِه مِنَ الْعُلَمَاءِ وَلَا هُمْ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ عَلَى الْإِطْلَاق–

'ইমাম বুখারী ও আবুদাঊদ ফিক্বহের ইমাম ও মুজতাহিদ (মুত্বলাক্ব) ছিলেন। পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযায়মাহ, আবু ই'য়ালা,

১৬. *ইমাম ওয়াকী,' কিতাবুয যুহদ, ১/৩০০, হা/৭১, সনদ হাসান; দ্বীন মেঁ তাক্বলীদ কা মাসআলা, পৃঃ ৩৬।*
১৭. *বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা, ২/১০, সনদ ছহীহ। আরো দেখুন : দ্বীন মেঁ তাক্বলীদ কা মাসআলা, পৃঃ ৩৫।*
১৮. *দারেমী ১/৬৭, হা/২০৬, সনদ ছহীহ; দ্বীন মেঁ তাক্বলীদ কা মাসআলা, পৃঃ ৩৭।*
১৯. *ইবনু হাযম, আল-ইহকাম, ৬/২৯৩, সনদ ছহীহ; দ্বীন মেঁ তাক্বলীদ কা মাসআলা, পৃঃ ৩৮।*
২০. *আল-ইহকাম, ৬/২৯৩, সনদ ছহীহ।*
২১. *কিতাবুল উম্ম, মুখতাছারুল মুযানী, পৃঃ ১।*
২২. *ইবনু আবী হাতিম, আদাবুশ শাফেঈ ওয়া মানাকিবুহু, পৃঃ ৫১, সনদ হাসান।*
২৩. *মাসাইলু আবুদাঊদ, পৃঃ ২৭৭।*
২৪. *খতীব বাগদাদী, মাসআলাতুল ইহতিজাজ বিশ-শাফেঈ, পৃঃ ৪৭, সনদ ছহীহ।*
২৫. *ঐ, শারফু আছহাবিল হাদীছ, হা/১৪৩, পৃঃ ১৩৪, সনদ ছহীহ।*
২৬. *হাকেম, মা'রিফাতু উলূমিল হাদীছ, পৃঃ ৪, সনদ ছহীহ। আরো সূত্রের জন্য দেখুন : মাসিক 'আল-হাদীছ', সংখ্যা ২৯, পৃঃ ১৩-৩৩।*

বাযযার প্রমুখ আহলেহাদীছ মাযহাবের উপরে ছিলেন। তারা কোন নির্দিষ্ট আলেমের মুক্বাল্লিদ ছিলেন না। আর তারা মুজতাহিদ মুত্বলাক্বও ছিলেন না'।[২৭]

প্রমাণিত হ'ল যে, সকল ছহীহ আক্বীদাসম্পন্ন এবং নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিছগণ তাক্বলীদ করতেন না। বরং তাঁরা আহলেহাদীছ ছিলেন। বর্তমানে কিছু মানুষ এ দাবী করে যে, যারা মুজতাহিদ নন তাদের উপরে তাক্বলীদ ওয়াজিব। হাফেয ইবনু তায়মিয়ার উপরোল্লিখিত উক্তি দ্বারা তাদের দাবী নাকচ হয়ে যায়। কেননা উল্লিখিত মুহাদ্দিছগণ হাফেয ইবনু তায়মিয়ার দৃষ্টিতে না মুজতাহিদ মুত্বলাক্ব ছিলেন, আর না তাক্বলীদ করতেন। স্মর্তব্য যে, ঐ সকল উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন মুহাদ্দিছগণের মুজতাহিদ না হওয়ার ব্যাপারটি অগ্রহণযোগ্য।[২৮]

ষষ্ঠ দলীল : হিজরী তৃতীয় শতকের শেষের দিকে মৃত্যুবরণকারী ইমাম ক্বাসেম বিন মুহাম্মাদ আল-কুরতুবী (মৃঃ ২৭৬ হিঃ) তাক্বলীদের প্রতিবাদে 'আল-ঈযাহ ফির রাদ্দি আলাল মুক্বাল্লিদীন' (الإيضاح فى الرد على المقلدين) শীর্ষক একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন।[২৯]

সপ্তম দলীল : চতুর্থ হিজরী শতকে মৃত্যুবরণকারী সত্যবাদী ইমাম আবু বকর আব্দুল্লাহ বিন আবুদাঊদ আস-সিজিস্তানী (মৃঃ ৩১৬ হিঃ) বলেছেন,

ولا تك من قوم تلهو بدينهم * فتطعن في أهل الحديث وتقدح

'তুমি ঐ লোকদের দলভুক্ত হয়ো না, যারা স্বীয় দ্বীনকে নিয়ে খেল-তামাশা করে। নতুবা তুমিও আহলেহাদীছদেরকে তিরস্কার ও দোষারোপ করবে'।[৩০]

অষ্টম দলীল : ৫ম হিজরী শতকে হাফেয ইবনু হাযম যাহেরী আন্দালুসী দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, 'তাক্বলীদ হারাম'।[৩১]

নবম দলীল : হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়াহ ঘোষণা করেছেন, وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم على لسان رسول الله '(তাক্বলীদের) এই বিদ'আত চতুর্থ শতাব্দীতে সৃষ্টি হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর (পবিত্র) যবানে যেই শতক নিন্দিত'।[৩২]

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম স্বীয় প্রসিদ্ধ ক্বাছীদাহ 'নূনিয়াহ'তে বলেছেন,

يا مبغضا أهل الحديث وشانما * أبشر بعقد ولاية الشيطان

'হে আহলেহাদীছদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী ও গালি প্রদানকারী! তুমি শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের সুসংবাদ গ্রহণ কর'।[৩৩]

দশম দলীল : ৫ম হিজরী শতকে মৃত্যুবরণকারী আবু মানছূর আব্দুল ক্বাহের বিন ত্বাহের আত-তামীমী আল-বাগদাদী (মৃঃ ৪২৯ হিঃ) স্বীয় গ্রন্থে বলেছেন, فِيْ ثُغُوْرِ الرُّوْمِ وَالْجَزِيْرَةِ وَثُغُوْرِ الشَّامِ وَثُغُوْرِ آذَرْبِيْجَانَ وَبَابِ الْأَبْوَابِ كُلُّهُمْ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْحَدِيْثِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ 'রোম সীমান্ত, আলজেরিয়া, সিরিয়া, আযারবাইজান এবং বাবুল আবওয়াব (মধ্য তুর্কিস্তান) প্রভৃতি এলাকার সকল মুসলিম অধিবাসী আহলে সুন্নাতের মধ্য থেকে আহলেহাদীছ মাযহাবের উপরে ছিলেন'।[৩৪]

উল্লেখিত (ও অন্যান্য) দলীলসমূহ দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হ'ল যে, আহলেহাদীছগণ 'আহলে সুন্নাত'-এর অন্তর্ভুক্ত এবং নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগ থেকে শুরু করে সর্বযুগেই আহলেহাদীছগণ ছিলেন। *আল-হামদুলিল্লাহ।*

এক্ষণে কতিপয় ইলযামী দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করা হ'ল :

প্রমাণ-১ : 'মুফতী' রশীদ আহমাদ লুধিয়ানবী দেওবন্দী লিখেছেন, 'কাছাকাছি দ্বিতীয়-তৃতীয় হিজরী শতকে হক্বপন্থীদের মাঝে শাখা-প্রশাখাগত মাসআলা সমূহের সমাধানকল্পে সৃষ্ট মতভেদের প্রেক্ষিতে পাঁচটি মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ চার মাযহাব ও আহলেহাদীছ। তৎকালীন সময় হ'তে অদ্যাবধি উক্ত পাঁচটি তরীকার মধ্যেই হক্ব সীমাবদ্ধ রয়েছে বলে মনে করা হয়'।[৩৫] এই দেওবন্দীর স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রতীয়মান হ'ল যে, আহলেহাদীছগণ ১০১ এবং ২০১ হিজরী থেকে পৃথিবীর বুকে বিদ্যমান রয়েছেন।

প্রমাণ-২ : তাফসীরে হক্কানীর লেখক আব্দুল হক্ব হক্কানী দেহলভী বলেছেন, 'শাফেঈ, হাম্বলী, মালেকী, হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণ আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। আর আহলেহাদীছগণও আহলে সুন্নাতের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত'।[৩৬] এই গ্রন্থটি কাসেম নানূতুবীর পসন্দনীয়।[৩৭]

প্রমাণ-৩ : উপরোল্লেখিত উদ্ধৃতির আলোকে মুহাম্মাদ ক্বাসেম নানূতুবী দেওবন্দীও আহলেহাদীছদেরকে আহলে সুন্নাত হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। আর আহলে সুন্নাত সম্পর্কে হাফেয ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) লিখেছেন, ومن أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد فإنه مذهب الصحابة 'আবু হানীফা, মালেক, শাফেঈ ও আহমাদকে আল্লাহ সৃষ্টি করার পূর্ব থেকেই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন মাযহাব বিদ্যমান রয়েছে। আর সেটি হ'ল ছাহাবীগণের মাযহাব'।[৩৮]

---

২৭. *মাজমূউ ফাতাওয়া, ২০/৪০।*
২৮. *দেখুন : দ্বীন মেঁ তাক্বলীদ কা মাসআলা, পৃঃ ৫১।*
২৯. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৩/৩২৯।*
৩০. *আজুর্রী, কিতাবুশ শরী'আহ, পৃঃ ৯৭৫, সনদ ছহীহ।*
৩১. *আন-নুবযাতুল কাফিয়াহ ফী আহকামি উছূলিদ্দীন, পৃঃ ৭০।*
৩২. *ই'লামুল মুয়াক্কি'ঈন, ২/২০৮।*
৩৩. *আল-কাফিয়াতুশ শাফিয়াহ, পৃঃ ১৯৯।*
৩৪. *উছূলুদ দ্বীন, পৃঃ ৩১৭।*
৩৫. *আহসানুল ফাতাওয়া, ১/৩১৬; মওদূদী ছাহেব আওর তাখরীবে ইসলাম, পৃঃ ২০।*
৩৬. *হক্কানী আক্বায়েদে ইসলাম, পৃঃ ৩।*
৩৭. *দেখুন : ঐ, পৃঃ ২৬৪।*
৩৮. *মিনহাজুস সুন্নাহ আন-নাবাবিইয়াহ (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ), ১/২৫৬।*

এই উদ্ধৃতি দ্বারা প্রতীয়মান হ'ল যে, আহলেহাদীছগণ আহলে সুন্নাত ভুক্ত এবং চার মাযহাবের অস্তিত্ব লাভের পূর্ব থেকে ধরার বুকে বিদ্যমান রয়েছে। *আল-হামদুলিল্লাহ*।

প্রমাণ-৪ : 'মুফতী' কিফায়াতুল্লাহ দেহলভী দেওবন্দী একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে লিখেছেন, 'হ্যাঁ, আহলেহাদীছগণ মুসলমান এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত। তাদের সাথে বিয়ে-শাদীর বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জায়েয। শুধু তাক্বলীদ বর্জন করাতে ইসলামে কোন যায় আসে না। এমনকি তাক্বলীদ বর্জনকারী ব্যক্তি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত থেকেও খারিজ হয়ে যায় না'।[৩৯]

প্রমাণ-৫ : আশরাফ আলী থানভী দেওবন্দী লিখেছেন, 'যদিচ এ বিষয়ে ইজমা উল্লেখ করা হয়েছে যে, চার মাযহাবকে বর্জন করে পঞ্চম মাযহাব সৃষ্টি করা জায়েয নয়। অর্থাৎ যে মাসআলাটি চার মাযহাব অনুসারীদের বিরোধী হবে, তার উপরে আমল করা জায়েয নয়। কারণ এই চার মাযহাবের মধ্যেই হক সীমাবদ্ধ ও সীমিত রয়েছে। কিন্তু এর পক্ষেও কোন দলীল নেই। কেননা আহলে যাহের বা যাহেরী মতবাদের লোকজন প্রত্যেক যুগেই বিদ্যমান রয়েছে। আর এটাও নয় যে, তারা প্রত্যেকে প্রবৃত্তিপূজারী এবং উক্ত ঐক্যমত থেকে আলাদা থাকবে। দ্বিতীয়তঃ যদি ইজমা সাব্যস্তও হয়ে যায়, তবুও তাক্বলীদে শাখছীর উপরে তো কখনো ইজমা-ই হয়নি'।[৪০]

পর্যালোচনার সারসংক্ষেপ : 'মুফতী' আব্দুল হাদী ও অন্যান্য মিথ্যুকদের বক্তব্য 'ইংরেজদের আমলের পূর্বে আহলেহাদীছদের অস্তিত্ব ছিল না' সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বাতিল। হক্বপন্থী আলেম-ওলামার উদ্ধৃতি এবং তাক্বলীদপন্থীদের স্বীকারোক্তি ও বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণ করা হয়েছে যে, তাক্বলীদ না করা আহলেহাদীছদের অস্তিত্ব পুণ্যময় প্রথম হিজরী শতক থেকে শুরু করে প্রত্যেক যুগেই বিদ্যমান আছে। অন্যদিকে দেওবন্দী ও তাক্বলীদপন্থী ফির্কাগুলোর অস্তিত্ব খায়রুল কুরূন-এর বরকতময় যুগ অতিবাহিত হওয়ার পরে বিভিন্ন যুগে সৃষ্টি হয়েছে। যেমন ইংরেজদের আমলে ১৮৬৭ সালে দেওবন্দী মাযহাবের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে।

আশরাফ আলী থানভী দেওবন্দীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, যদি আপনাদের হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তাহ'লে ইংরেজদের সাথে কেমন আচরণ করবেন? তিনি উত্তর দেন,

محکوم بنا کر رکھیں کیونکہ جب خدا نے حکومت دی تو محکوم ہی بنا کر رکھیں گے مگر ساتھ ہی اسکے نہایت راحت اور آرام سے رکھا جائے گا اس لئے کہ انھوں نے ہمیں آرام پہونچایا ہے اسلام کی بھی تعلیم ہے اور اسلام جیسی تعلیم تو دنیا کے کسی مذہب میں نہیں مل سکتی۔

'প্রজা বানিয়ে রাখব। কেননা যখন আল্লাহ হুকুমত দিবেন তখন তো প্রজা বানিয়েই রাখব। তবে সাথে সাথে তাদেরকে অত্যন্ত আরাম-আয়েশের মধ্যে রাখা হবে। এজন্য যে, তারা (ইংরেজরা) আমাদেরকে শান্তি দিয়েছে। (এটা) ইসলামেরও শিক্ষা। আর পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মে ইসলামের মতো শিক্ষা পাওয়া যাবে না'।[৪১]

প্রতীয়মান হ'ল যে, ইংরেজরা দেওবন্দীদেরকে অনেক আরাম-আয়েশের মধ্যে রেখেছিল। একজন ইংরেজ যখন দেওবন্দ মাদরাসা পরিদর্শন করেন, তখন এই মাদরাসার ব্যাপারে অত্যন্ত সুধারণা প্রকাশ করে তিনি লিখেন,

یہ مدرسہ خلاف سرکار نہیں بلکہ موافق سرکار ممد معاون سرکار ہے

'এই মাদরাসাটি সরকার বিরোধী নয়। বরং সরকারের অনুকূলে এবং সরকারের মদদদাতা ও সাহায্যকারী'।[৪২]

ইংরেজ সরকারের মদদদাতা ও অনুকূল (রক্ষাকারী ও আনুকূল্য প্রদানকারী) এবং সাহায্যকারী মাদরাসা সম্পর্কে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি। যেটি স্বয়ং দেওবন্দীগণ লিখেছেন এবং কেউ এ বক্তব্যের প্রতিবাদ করেনি।

সমালোচনা-৭ : 'মুফতী' আব্দুল হাদী দেওবন্দী ও অন্যরা বলে যে, সকল মুহাদ্দিছই মুক্বাল্লিদ ছিলেন।

জবাব : ইংরেজদের আমলে প্রতিষ্ঠিত দেওবন্দ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা ক্বাসেম নানূতুবীর জন্মের শত শত বছর পূর্বে হাফেয ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) মুহাদ্দিছগণের (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ প্রমুখ) সম্পর্কে লিখেছেন, 'তাঁরা আহলেহাদীছ মাযহাবের উপরে ছিলেন। তাঁরা না কোন নির্দিষ্ট আলেমের মুক্বাল্লিদ ছিলেন, আর না তাঁরা মুজতাহিদ মুত্বলাক্ব ছিলেন'।[৪৩]

শুধু এই একটি উদ্ধৃতির মাধ্যমেও আব্দুল হাদী (এবং তার সকল পৃষ্ঠপোষকের) মিথ্যাবাদী হওয়া প্রমাণিত হয়। স্মর্তব্য যে, নির্ভরযোগ্য ও ছহীহ আক্বীদাসম্পন্ন মুহাদ্দিছগণের মধ্য থেকে কোন একজনেরও মুক্বাল্লিদ হওয়া প্রমাণিত নয়। 'ত্বাবাকাতে হানাফিয়া' প্রভৃতি গ্রন্থের উদ্দেশ্য কস্মিনকালেও এটা নয় যে, ঐ সকল গ্রন্থে উল্লিখিত সকল ব্যক্তি মুক্বাল্লিদ ছিলেন। আয়নী হানাফী (!) বলেছেন, 'মুক্বাল্লিদ ভুল করে এবং মুক্বাল্লিদ অজ্ঞতার পাপ করে। আর তাক্বলীদের কারণে সকল বস্তুর বিপদ'।[৪৪]

যায়লাঈ হানাফী (!) বলেছেন, 'বস্তুতঃ মুক্বাল্লিদ ভুল করে এবং অজ্ঞতার অপরাধ করে থাকে'।[৪৫]

সমালোচনা-৮ : ইংরেজ আমলের আগে হিন্দুস্তানে আহলেহাদীছদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

---

৩৯. *কিফায়াতুল মুফতী*, ১/৩২৫, উত্তর নং ৩৭০।
৪০. *তাযকিরাতুর রশীদ*, ১/১৩১।
৪১. *মালফূযাতে হাকীমুল উম্মাত*, ৬/৫৫, বচন নং ১০৭।
৪২. *মুহাম্মাদ আইয়ূব কাদেরী, মুহাম্মাদ আহসান নানূতুবী*, পৃঃ ২১৭; *ফাখরুল ওলামা*, পৃঃ ৬০।
৪৩. *মাজমূউ ফাতাওয়া* ২০/৪০।
৪৪. *আল-বিনায়া ফী শারহিল হেদায়া*, ১/৩১৭।
৪৫. *নাছবুর রায়াহ*, ১/২১৯। আরো দেখুন : *দ্বীন মেঁ তাক্বলীদ কা মাসআলা*, পৃঃ ৩৯, ৪৬।

জবাব : হিজরী চতুর্থ শতকের ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন আবুবকর আল-বিশারী আল-মাক্বদেসী (মৃঃ ৩৭৫ হিঃ) মানছূরার (সিন্ধু) অধিবাসীদের সম্পর্কে বলেছেন, مذاهبهم : أكثرهم أصحاب حديث ورأيت القاضي أبا محمد المنصوري داوديًا إمامًا في مذهبه وله تدريس وتصانيف، قد صنف كتبًا عدةً حسنةً– 'তাদের মাযহাব হ'ল তারা অধিকাংশই আছহাবুল হাদীছ। আমি কাযী আবু মুহাম্মাদ মানছূরীকে দেখেছি, যিনি দাঊদী ও স্বীয় মাযহাবের ইমাম ছিলেন। তিনি পাঠদান ও গ্রন্থ প্রণয়নে নিমগ্ন ছিলেন। তিনি বেশকিছু চমৎকার গ্রন্থ রচনা করেছেন'।[৪৬]

দাঊদ বিন আলী আয-যাহেরীর মানহাজের উপরে আমলকারীদেরকে যাহেরী বলা হ'ত। তারা তাক্বলীদ থেকে দূরে ছিলেন।

আহমাদ শাহ দুর্রানীকে পরাজিতকারী মুগল বাদশাহ আহমাদ শাহ বিন নাছিরুদ্দীন মুহাম্মাদ শাহ (শাসনকাল : ১১৬১-১১৬৭হিঃ/১৭৪৮-১৭৫৩ খ্রিঃ)-এর আমলে মৃত্যুবরণকারী শায়খ মুহাম্মাদ ফাখের ইলাহাবাদী (মৃঃ ১১৬৪ হিঃ/১৭৫১ ইং) বলেছেন যে, 'জমহূর বিদ্বানগণের নিকটে নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের তাক্বলীদ করা জায়েয নয়। বরং ইজতিহাদ ওয়াজিব। হিজরী চতুর্থ শতকে তাক্বলীদের বিদ'আত সৃষ্টি হয়েছে'।[৪৭]

শায়খ মুহাম্মাদ ফাখের আরো বলেছেন, لكن أحق مذاهب اهل حديث است 'কিন্তু আহলেহাদীছদের মাযহাব অন্যান্য মাযহাবের চেয়ে বেশী হক্ব-এর উপরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে'।[৪৮]

প্রতীয়মান হ'ল যে, দেওবন্দ ও ব্রেলভী মাদরাসা প্রতিষ্ঠার অনেক আগে থেকেই হিন্দুস্তানে আহলেহাদীছরা মওজুদ ছিল। এজন্য 'ইংরেজদের আমলের আগে আহলেহাদীছদের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না'- এমনটা বলা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভ্রান্ত।[৪৯]

সমালোচনা-৯ : আব্দুর রহমান পানিপথী বলেছেন যে, (প্রসিদ্ধ আহলেহাদীছ আলেম) আব্দুল হক্ব বেনারসী (সাইয়েদা) আয়েশা (রাঃ)-কে মুরতাদ বলতেন এবং বলতেন যে, আমাদের চেয়ে ছাহাবীগণের ইলম কম ছিল।[৫০]

জবাব : আব্দুর রহমান পানিপথী একজন কট্টর ফির্কাবাজ মুক্বাল্লিদ এবং মাওলানা আব্দুল হক্ব বেনারসীর কঠিন বিরোধী ছিলেন। উক্ত পানিপথী উল্লেখিত অভিযোগের কোন সূত্র মাওলানা আব্দুল হক্বের কোন গ্রন্থ থেকে পেশ করেননি। আর না এ ধরনের কোন বক্তব্য বেনারসীর কোন গ্রন্থে আছে। এজন্য আব্দুর রহমান পানিপথী গোঁড়ামি ও বিরোধিতা প্রকাশ করতে গিয়ে মাওলানা আব্দুল হক্ব বেনারসী (রহঃ)-এর নামে মিথ্যাচার করেছেন। মুক্বাল্লিদ আব্দুল খালেকও মাওলানা আব্দুল হক্ব-এর বিরোধী গোষ্ঠীর একজন ব্যক্তি ছিলেন।

মিয়াঁ সাইয়েদ নাযীর হুসাইন দেহলভী (রহঃ)-এর শ্বশুর হওয়ার মানে আদৌ এটা নয় যে, আব্দুল খালেক ছহীহ আক্বীদাসম্পন্ন ও সত্যবাদী ছিলেন। বহু দেওবন্দী শ্বশুর রয়েছেন, যাদের জামাই আহলেহাদীছ। এ কথা সাধারণ মানুষ জানে যে, কোন ব্যক্তির স্বীয় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সূত্রবিহীন ও অপ্রমাণিত বক্তব্য পরিত্যাজ্য হয়।

মাওলানা আব্দুল হক্ব বেনারসী সম্পর্কে আবুল হাসান নাদভীর পিতা হাকীম আব্দুল হাই (মুক্বাল্লিদ) লিখেছেন, الشيخ العالم المحدث المعمر... أحد العلماء المشهورين– 'তিনি শায়খ, আলেম, বয়োজ্যেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ... এবং বিখ্যাত আলেমদের একজন'।[৫১]

এরপর হাকীম আব্দুল হাই মাওলানা আব্দুল হক্ব-এর বিরুদ্ধে কিছু ঔদ্ধত্যপূর্ণ অসার বাক্য লিপিবদ্ধ করে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল আযীয আয-যায়নাবী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ولم أر بعيني أفضل منه– 'আমি আমার দু'চোখে তাঁর (আব্দুল হক্ব বেনারসী) চেয়ে উত্তম আর কাউকে দেখিনি'।[৫২]

'নায়লুল আওত্বার' গ্রন্থের লেখক মুহাম্মাদ বিন আলী আশ-শাওকানী স্বীয় ছাত্র আব্দুল হক্ব বেনারসী সম্পর্কে লিখেছেন, الشيخ العلامة... كثر الله فوائده بمنه وكرمه ونفع بمعارفه– 'শায়খ, আল্লামা... আল্লাহ স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে তার কল্যাণকারিতা বৃদ্ধি করে দিন এবং তার জ্ঞান দ্বারা উপকৃত করুন'।[৫৩]

সাইয়েদ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল-আমীর আছ-ছান'আনী লিখেছেন, الولد العلامة زينة أهل الاستقامة ذو الطريقة الحميدة والخصال الشريفة المعمورة– 'পুত্র, আল্লামা, অবিচল বান্দাদের সৌন্দর্য, প্রশংসনীয় পথের অনুসারী এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী'।[৫৪]

আলেমদের এসব প্রশংসাসূচক বক্তব্যের পরে মাওলানা আব্দুল হক্ব বেনারসী (মৃঃ ১২৭৬ হিঃ/১৮৬০ খ্রিঃ)-এর বিরুদ্ধে আব্দুর রহমান পানিপথী, আব্দুল খালেক এবং তাক্বলীদপন্থীদের মিথ্যা প্রচারণার কি মূল্য রয়েছে?

স্মর্তব্য যে, 'মিনা'-তে (মক্কা মুকাররমা) মৃত্যুবরণকারী মাওলানা বেনারসীর প্রতি তাক্বলীদপন্থীদের এই শত্রুতা ও ক্রোধ রয়েছে যে, তিনি তাক্বলীদের খণ্ডনে 'আদ-দুরারুল ফারীদ ফিল মানঈ

৪৬. *আহসানুত তাক্বাসীম ফী মা'রিফাতিল আক্বালীম, পৃঃ ৪৮১।*
৪৭. *রিসালাহ নাজাতিয়া (উর্দূ অনুবাদ), পৃঃ ৪১, ৪২।*
৪৮. *ঐ, পৃঃ ৪১।*
৪৯. *আরো দেখুন : ৬ নং সমালোচনার জবাব।*
৫০. *দেখুন : পানিপথী রচিত গ্রন্থ 'কাশফুল হিজাব', পৃঃ ৪৬। আব্দুল খালেক্ব 'তামবীহুয যল্লীন' গ্রন্থের ১৩ পৃষ্ঠায় আব্দুল হক্ব বেনারসীর সমালোচনা করেছেন।*
৫১. *নুযহাতুল খাওয়াত্বির, ৭/২৬৬।*
৫২. *ঐ, ৭/২৬৭।*
৫৩. *ঐ, ৭/২৬৮।*
৫৪. *ঐ, ৭/২৭০।*

আনিত তাক্বলীদ' (الدرر الفريد فى المنع عـــن التقليـــد) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এবং তিনি তাক্বলীদের কট্টর বিরোধী ছিলেন। আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন!

সমালোচনা-১০ : আহলেহাদীছরা ইংরেজদেরকে সহায়তা করেছে।

জবাব : ১৮৫৭ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যখন মুসলমান ও কাফেররা স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছিল, তখন আলেমদেরকে জিহাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। আলেমরা জিহাদের ব্যাপারে ফৎওয়া দিয়েছিলেন যে, درصورت مرقومہ فرض عین ہے 'বর্ণিত অবস্থায় জিহাদ ফরযে আইন'। এই ফৎওয়ার উপরে একজন প্রসিদ্ধ আহলেহাদীছ আলেম সাইয়েদ নাযীর হুসাইন মুহাদ্দিছ দেহলভীর (সাবেক হানাফী এবং তাহকীকের মাধ্যমে আহলেহাদীছ) স্বাক্ষর দিবালোকের ন্যায় চমকাচ্ছে।[৫৫]

এই ফৎওয়া প্রদানের পর যখন ইংরেজরা হিন্দুস্তান দখল করে নিয়েছিল, তখন সাইয়েদ নাযীর হুসাইনকে গ্রেফতার করে রাওয়ালপিণ্ডি জেলে এক বছর যাবৎ বন্দী করে রেখেছিল। অন্যদিকে রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী ও মুহাম্মাদ ক্বাসেম নানূতুবী প্রমুখ সম্পর্কে আশিক ইলাহী মিরাঠী দেওবন্দী লিখেছেন, جیسا کہ آپ حضرات اپنی مہربان سرکار کے دلی خیر خواہ تھے تا زیست خیر خواہ ہی ثابت رہے- 'যেমনভাবে তাঁরা তাদের মহানুভব সরকারের (ইংরেজ সরকার) আন্তরিক হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, তেমনিভাবে সারাজীবন তারা (ইংরেজদের) হিতাকাঙ্ক্ষী হিসাবেই থাকেন'।[৫৬]

সারাজীবন ইংরেজ সরকারের 'হিতাকাঙ্ক্ষী' হিসাবে প্রমাণিত ব্যক্তিদের বুযর্গ ফযলুর রহমান গঞ্জে মুরাদাবাদী লিখেছেন, لڑنے کا کیا فائدہ خضر کو تو میں انگریزوں کی صف میں پا رہا ہوں- 'লড়াই করে কি লাভ? খিযিরকে তো আমি ইংরেজদের কাতারে দেখতে পাচ্ছি'।[৫৭]

এ কথা অত্যন্ত বিস্ময়কর যে, খিযির (আঃ) (তাঁর মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হয়ে) কিভাবে ইংরেজ সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছিলেন? দেওবন্দীদের খিযির (আঃ)-কে ইংরেজ সৈন্যদের মধ্যে শামিল করা, ইতিহাসের অত্যন্ত বড় মিথ্যাচার ও ধোঁকাবাজি।

সতর্কীকরণ : ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে ফৎওয়ায় একজন দেওবন্দীরও স্বাক্ষর নেই।

❁❁❁

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেছেন, صاحب الحديث عندنا من يستعمل الحديث 'আমাদের নিকটে আহলেহাদীছ ঐ ব্যক্তি, যিনি হাদীছের উপরে আমল করেন'।[৫৮]

[চলবে]

---

৫৫. *দেখুন : মুহাম্মাদ মিয়াঁ দেওবন্দী রচিত 'ওলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযী' ৪/১৭৯; জানবায মির্যা দেওবন্দী প্রণীত 'আংরেজ কে বাগী মুসলমান', পৃঃ ২৯৩।*

৫৬. *তাযকিরাতুর রশীদ, ১/৭৯।*

৫৭. *হাশিয়া সাওয়ানিহে ক্বাসেমী, ২/১০৩; ওলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযী, ৪/২৮০।*

৫৮. *খত্বীব বাগদাদী, আল-জামে', হা/১৮৩, ১/১৪৪, সনদ ছহীহ; ইবনুল জাওযী, মানাকিবুল ইমাম আহমাদ, পৃঃ ২০৮, সনদ ছহীহ।*

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স, রাজশাহী

(আবাসিক/অনাবাসিক) (বালক/বালিকা)

দানশীল ভাই-বোনদের প্রতি আহ্বান

সম্মানিত সুধী!

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ছহীহ আক্বীদা সম্পন্ন একদল দ্বীনদার আলেম ও তাক্বওয়াশীল যোগ্য নাগরিক তৈরীর উদ্দেশ্যে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' তার শিক্ষা বিভাগের অধীনে দেশের বিভিন্ন যেলায় কয়েকটি মারকায পরিচালনা করছে। নওদাপাড়া আমচত্বর সংলগ্ন রাজশাহী-নওগাঁ মহাসড়কের দু'পাশে অবস্থিত বিশালায়তন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স যার কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এ মারকাযে বালক ও বালিকা শাখা মিলে প্রায় এক হাযার ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত আছে। এছাড়া শতাধিক ইয়াতীম-ইয়াতীমা প্রতিপালিত হচ্ছে। মারকাযের বালিকা শাখাটি অনতিদূরে পৃথকস্থানে বিশালায়তন ক্যাম্পাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু অর্থাভাবে প্রয়োজনীয় একাডেমিক ও আবাসিক ভবন নির্মাণসহ প্রতিষ্ঠানটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এক্ষণে উভয় মাদরাসার বর্তমান নিয়মিত ব্যয় নির্বাহের জন্য বাৎসরিক প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা এবং প্রয়োজনীয় ভবন নির্মাণের জন্য প্রায় ৫ কোটি টাকা একান্ত প্রয়োজন।

অতএব দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি আহ্বান, নেকী অর্জনের অনন্য মাস আসন্ন রামাযানে অত্র মারকাযের প্রতি আপনার প্রশস্ত দানের হাত বাড়িয়ে দিন এবং ছাদাক্বায়ে জারিয়ায় অংশগ্রহণ করুন! আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!!

অনুদান প্রেরণের ঠিকানা : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, সঞ্চয়ী হিসাব নং- ০২০৩৬৯০/৭ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, রাজশাহী শাখা। ইসলামিক কমপ্লেক্স, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৩৬৬, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।

জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের আবশ্যকতা

*ড. হাফেয বিন মুহাম্মাদ আল-হাকামী**

*অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম***

ভূমিকা :

সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর নিকটে সাহায্য চাই এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আমাদের হৃদয়ের অনিষ্টতা ও কাজ-কর্মের অপরাধ হ'তে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন, তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে হেদায়াতকারী কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত (প্রকৃত) কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন। আরো শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর পরিবার-পরিজন, ছাহাবায়ে কেরাম এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত যারা যথার্থভাবে তাঁদের অনুসরণ করবে তাদের উপর।

হামদ ও ছানার পর, রাসূল (ছাঃ)-এর চোখের সামনে প্রথম যে জামা'আতটি গঠিত হয়েছিল, অতঃপর তাঁর খলীফাগণ যে জামা'আতকে দিকনির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে সযত্নে লালন করেছিলেন, সেই জামা'আতই ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ ফুটিয়ে তোলে। এ জামা'আত ইসলামকে সানন্দে গ্রহণ করেছিল এবং সকল বিষয়ে সন্তুষ্টচিত্তে তাকে (ইসলাম) কর্তৃত্বের আসনে বসিয়েছিল। ফলে এ জামা'আতটি ইসলামের ছায়াতলে সুখময় জীবন যাপন করেছিল। এভাবে এ জামা'আতটি এমন পবিত্র জীবন কাটিয়েছে, যার অঙ্গীকার তার প্রতিপালক করেছেন এ বাণীতে, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً- 'মুমিন অবস্থায় পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকর্ম করবে, অবশ্যই আমরা তাকে আনন্দময় জীবন দান করব' *(নাহল ১৬/৯৭)*। আর এ জামা'আতটি মর্যাদার সাথে জীবন অতিবাহিত করেছে, যা তার প্রতিপালক তার জন্য লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ 'শ্রেষ্ঠত্ব তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনদের জন্য। কিন্তু মুনাফিকরা জানে না' *(মুনাফিকূন ৬৩/৮)*।

ঐ মুমিন জামা'আতের সম্মানে পৃথিবীর সকল জাতি মাথা নত করেছিল। যার শীর্ষে ছিল পারস্য ও রোম। তার (জামা'আত) রাজত্ব প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তার জন্য মু'জিযা সংঘটিত হয়েছিল। যে ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) (আহযাবের যুদ্ধের দিন পরিখা খননের সময়) সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন।[১]

আল্লাহ যতদিন চাইলেন মুসলিম উম্মাহ্র পরবর্তী প্রজন্ম ততদিন প্রথম জামা'আতের পথে চলে উক্ত সম্মান ও বিশাল রাজত্বের উত্তরাধিকারী হ'ল। এরপর পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ব্যাধিতে মুসলিম জাতি আক্রান্ত হ'ল। ফলে মুসলমানদের হৃদয়ে দুনিয়ার মোহ বাসা বাঁধল এবং তারা তাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ন্যায় দুনিয়া লাভের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হ'ল। এর ফলে তাদের মধ্যে মতভেদ, দলাদলি ও ভাঙ্গন সৃষ্টি হ'ল। এগুলো মুসলিম জাতির প্রভাব-প্রতিপত্তিকে দুর্বল করে দিল এবং তাদেরকে পদানত করতে শত্রুদেরকে উৎসাহ যোগাল। অতঃপর শত্রুরা মুসলমানদের সাথে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ল এবং মুসলমানদের কর্তৃত্ব হ্রাস পেয়েছিল, এমন কিছু অঞ্চল শত্রুরা পুনরুদ্ধার করতে লাগল। তারপর তারা তাদের বিরুদ্ধে তাদের প্রাণকেন্দ্রে যুদ্ধ শুরু করল। আর আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক শতাব্দীতে মুসলিম উম্মাহ্র জন্য এমন ব্যক্তিকে পাঠান, যিনি তার দ্বীনকে সংস্কার করেন এবং মুসলমানদেরকে অধঃপতন থেকে নবজাগৃতির পথে নিয়ে যান। ফলে মুসলিম উম্মাহ প্রতিশোধ গ্রহণ করে এবং তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া অঞ্চলগুলো পুনরুদ্ধার করে।

বর্তমান যুগে দ্বীনী বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ্র শিথিলতা প্রদর্শন এবং পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দেওয়া চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর তাদের শত্রুদের কর্তৃত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন এবং তারা তাদেরকে এমন লাঞ্ছনা ও অপমানের মুখোমুখি করেছে, তাদের সুদীর্ঘ ইতিহাসে যার কোন নযীর নেই। আর এটিই আল্লাহ্র বান্দাদের ব্যাপারে তাঁর সার্বজনীন নীতি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ 'আল্লাহ নিজে কোন জাতির অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে' *(রা'দ ১৩/১১)*।

মুসলিম উম্মাহকে দ্বীনের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য এ অবস্থা মুসলমানদের সুদৃঢ় ঐক্য এবং তরুণদের সীমাহীন প্রচেষ্টার দাবী করছে। কেননা জাতির ঘাড়ে চেপে বসা এ লাঞ্ছনা দূর করা এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত। যেমন এ বিষয়ে আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সংবাদ দিয়েছেন, যিনি নিজ থেকে কোন কথা বলতেন না। ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ-

'যখন তোমরা প্রকৃত মূল্যের চেয়ে ধারে অধিক মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করবে, গরুর লেজ আঁকড়ে ধরবে, কৃষি কাজে সন্তুষ্ট থাকবে এবং জিহাদ পরিত্যাগ করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা

* অধ্যাপক, হাদীছ বিভাগ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।
** গবেষণা সহকারী, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

১. মুসলিম হা/২৮৮৯ 'ফিতান' অধ্যায়।

তোমাদের উপর এমন লাঞ্ছনাদায়ক ও অপমানকর অবস্থা চাপিয়ে দিবেন, যা তোমরা তোমাদের দ্বীনে ফিরে না আসা পর্যন্ত তিনি তোমাদের থেকে দূর করবেন না'।[২]

প্রথম জামা'আত যার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল সেদিকে ফিরে আসার মাধ্যমেই মুসলিম উম্মাহ তার দ্বীনের দিকে ফিরে আসতে সক্ষম হবে। কারণ প্রথম যুগের মুসলমানেরা যার মাধ্যমে সংশোধিত হয়েছিল, তা ব্যতীত এ উম্মতের পরবর্তীরা সংশোধিত হবে না। আর রাসূল (ছাঃ) এমন ফিতনা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন, যা মুসলিম উম্মাহ্র উপর দিয়ে বয়ে যাবে। আর তিনি জামা'আত আঁকড়ে ধরাকে এ থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। জামা'আত আঁকড়ে ধরাকে উৎসাহিত করে এবং তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে সতর্ক করে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। বিদ্বানগণ বর্ণনা করেছেন যে, হাদীছে বর্ণিত জামা'আত দ্বারা সেই জামা'আতই উদ্দেশ্য, যার উপর প্রথম জামা'আত প্রতিষ্ঠিত ছিল।

জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছ সমূহ :

١- عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُوْنَ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِىْ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّا كُنَّا فِىْ جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَفِيْهِ دَخَنٌ؟ قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ: قَوْمٌ يَهْدُوْنَ بِغَيْرِ هَدْيِىْ، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ. قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ، دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوْهُ فِيْهَا. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ: هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُوْنَ بِأَلْسِنَتِنَا. قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِىْ إِنْ أَدْرَكَنِىْ ذَلِكَ؟ قَالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ. قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ؟ قَالَ: فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ، وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ-

১. হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকজন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কল্যাণের বিষয়াবলী জিজ্ঞেস করত, আর আমি তাঁকে অকল্যাণের বিষয়াবলী জিজ্ঞেস করতাম এ ভয়ে যে, যেন অকল্যাণ আমাকে না পেয়ে বসে। একদা আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা তো অজ্ঞতা ও অকল্যাণের মাঝে ছিলাম। এরপর আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ কল্যাণের মাঝে নিয়ে আসলেন। এ কল্যাণের পর আবারও কী অকল্যাণ আসবে? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, এ অকল্যাণের পর কী আবার কল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে এর মধ্যে কিছুটা ধূম্রজাল থাকবে। আমি বললাম, এর ধূম্রজাল কেমন? তিনি বললেন, তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা আমার হেদায়াত ব্যতীত অন্য পথে পরিচালিত হবে। তাদের পক্ষ থেকে সম্পাদিত ভাল কাজও দেখবে এবং মন্দ কাজও দেখবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সে কল্যাণের পর কী আবার অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এমন এক সম্প্রদায় আসবে যারা জাহান্নামের দিকে আহ্বান করবে। যে ব্যক্তি তাদের ডাকে সাড়া দিবে তারা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি আমাদের কাছে তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, তারা আমাদেরই সম্প্রদায়ভুক্ত এবং আমাদের ভাষাতেই কথা বলবে। আমি বললাম, যদি এমন অবস্থা আমাকে পেয়ে বসে তাহ'লে আমাকে কী করার নির্দেশ দেন? তিনি বললেন, তুমি মুসলমানদের জামা'আত ও তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে। আমি বললাম, তখন যদি মুসলমানদের কোন জামা'আত ও ইমাম না থাকে? তিনি বললেন, 'তখন সকল দলমত ত্যাগ করে সম্ভব হ'লে কোন গাছের শিকড় কামড়িয়ে পড়ে থাকবে, যতক্ষণ না সে অবস্থায় তোমার মৃত্যু উপস্থিত হয়'।[৩]

ছহীহ মুসলিমে এসেছে,

قُلْتُ فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: كَيْفَ؟ قَالَ: يَكُوْنُ بَعْدِىْ أَئِمَّةٌ لاَ يَهْتَدُوْنَ بِهُدَاىَ وَلاَ يَسْتَنُّوْنَ بِسُنَّتِىْ وَسَيَقُوْمُ فِيْهِمْ رِجَالٌ قُلُوْبُهُمْ قُلُوْبُ الشَّيَاطِيْنِ فِىْ جُثْمَانِ إِنْسٍ. قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ، قَالَ: تَسْمَعُ وَتُطِيْعُ لِلأَمِيْرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ-

'আমি বললাম, এ কল্যাণের পর কী আর কোন অকল্যাণ থাকবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, অবস্থা কেমন হবে? তিনি বললেন, আমার পরে এমন একদল শাসক হবে, যারা আমার হেদায়াত ও সুন্নাত অনুযায়ী চলবে না। তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যাদের মানব দেহে শয়তানের হৃদয় বিরাজ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! যদি আমি সেই অবস্থার সম্মুখীন হই তাহ'লে কী করব? তিনি বললেন, 'তুমি আমীরের কথা শুনবে এবং তার আনুগত্য করবে। যদিও তোমার পিঠে চাবুকের আঘাত পড়ে এবং তোমার সম্পদ কেড়ে নেয়া হয়। তবুও তার কথা শুনবে এবং তার আনুগত্য করবে'।[৪]

২. *আবুদাঊদ হা/৩৪৬২; ছহীহাহ হা/১১; ছহীহুল জামে' হা/৪২৩; ছহীহ তারগীব হা/১৩৮৯।*

৩. *বুখারী হা/৩৬০৬, ৭০৮৪; মুসলিম হা/১৮৪৭; মিশকাত হা/৫৩৮২।*

৪. *মুসলিম হা/১৮৪৭; ছহীহাহ হা/২৭৩৯; মিশকাত হা/৫৩৮২।*

٢- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِى فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا وَبَلَّغَهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ. ثَلاَثٌ لاَ يُغَلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ إِخْلاَصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَمُنَاصَحَةُ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَلُزُوْمِ جَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ الدَّعْوَةَ تُحِيْطُ مِنْ وَرَائِهِمْ-

২. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি নবী (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করুন, যে আমার কাছ থেকে একটি হাদীছ শুনে তা বুঝে মুখস্থ করে এবং অন্যের নিকটে পৌঁছিয়ে দেয়। অনেক ফিকহের বাহক আছে, যে তার থেকে বড় ফকীহ ব্যক্তির কাছে তা পৌঁছিয়ে দেয়। তিনটি আচরণ এমন আছে যা পালনে কোন মুসলমানের অন্তর বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। (১) আল্লাহ্র জন্য খাঁটি মনে আমল করা (২) মুসলিম শাসকগোষ্ঠীকে উপদেশ দেওয়া এবং (৩) তাদের জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা। কেননা তাদের দো'আ তাদেরকে চারদিক থেকে হেফাযত করবে'।[৫]

٣- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ نَحْواً مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ، فَقُلْنَا: مَا بَعَثَ إِلَيْهِ السَّاعَةَ إِلاَّ لِشَيْءٍ سَأَلَهُ عَنْهُ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: أَجَلْ سَأَلَنَا عَنْ أَشْيَاءَ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: نَضَّرَ اللهُ امْرَءاً سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثاً فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ، فَإِنَّهُ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيْهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، ثَلاَثٌ خِصَالٌ لاَ يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ أَبَداً إِخْلاَصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَمُنَاصَحَةُ وُلاَةِ الأَمْرِ، وَلُزُوْمُ الْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيْطُ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَقَالَ: مَنْ كَانَ هَمُّهُ الآخِرَةَ جَمَعَ اللهُ شَمْلَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِيْ قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ الدُّنْيَا فَرَّقَ اللهُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ مَا كُتِبَ لَهُ-

৩. আব্দুর রহমান ইবনু আবান ইবনে ওছমান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি তার পিতা হ'তে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, দুপুরের দিকে যায়েদ ইবনু ছাবেত (রাঃ) মারওয়ানের নিকট থেকে বেরিয়ে এলেন। আমরা বললাম, নিশ্চয়ই তিনি তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করার জন্য এমন সময় ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি আমাকে এমন কিছু বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন যা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে শুনেছি। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করুন, যে আমাদের নিকট থেকে একটি হাদীছ শুনে তা বুঝে মুখস্থ করেছে। অতঃপর অন্যের নিকট তা পৌঁছিয়ে দিয়েছে। কেননা অনেক ফিকহের কথা বহনকারী আছে, যে নিজে ফকীহ নয়। আবার অনেক ফিকহের কথা বহনকারী আছে, যে তার থেকেও বড় ফকীহর কাছে তা পৌঁছিয়ে দেয়। তিনটি আচরণ এমন আছে যা পালনে কোন মুসলমানের অন্তর কস্মিনকালেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। (১) আল্লাহ্র জন্য খাঁটি মনে আমল করা (২) শাসকগোষ্ঠীকে উপদেশ দেওয়া এবং (৩) জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা। কেননা তাদের দো'আ তাদেরকে চারদিক থেকে বেষ্টন করে রাখে'। তিনি আরো বলেছেন, 'যার লক্ষ্য হবে আখিরাত আল্লাহ তা'আলা তার বিচ্ছিন্ন সকল কিছু একত্রিত করে দিবেন, তার অন্তরে ঐশ্বর্য সৃষ্টি করে দিবেন এবং সে অনাগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়া (দুনিয়ার সম্পদ) তার আছে আসবে। আর যার নিয়ত হবে দুনিয়া লাভ, আল্লাহ তার সহায়-সম্পত্তি ছিন্নভিন্ন করে দিবেন, তার অভাব-অনটন তার দু'চোখের মাঝে স্থাপন করবেন এবং দুনিয়া থেকে সে ততটুকুই লাভ করবে যতটুকু তার জন্য বরাদ্দ আছে'।[৬]

٤- عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِالْخَيْفِ نَضَّرَ اللهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِى فَوَعَاهَا ...الحديث-

৪. জুবায়ের ইবনু মুত্বঈম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (মিনার) মসজিদে খায়ফে রাসূল (ছাঃ)-কে খুৎবারত অবস্থায় বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা ঐ বান্দার মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমাদের থেকে একটি হাদীছ শুনে অতঃপর বুঝে মুখস্থ করে...' অতঃপর পূর্বের হাদীছের ন্যায় বর্ণনা করেন।[৭]

٥- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلم قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، وَمَنْ أَرَادَ بُحْبُوْحَةَ الْجَنَّةِ فَعَلَيْهِ بِالْجَمَاعَةِ-

৫. ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'অবশ্যই তোমরা জামা'আতবদ্ধ হয়ে বসবাস করবে এবং বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে সতর্ক থাকবে। কারণ শয়তান একজনের সাথে থাকে এবং দু'জন থেকে সে

৫. *আহমাদ হা/২১৬৩০; তিরমিযী হা/২৬৫৮; ইবনু মাজাহ হা/৪১০৫; ছহীহাহ হা/৪০৪; মিশকাত হা/২২৮।*

৬. *আহমাদ হা/২১৬৩০; ইবনু মাজাহ হা/৪১০৫; ছহীহুল জামে' হা/৬৭৬৩; ছহীহ তারগীব হা/৯০; ছহীহাহ হা/৪০৪; মিশকাত হা/২২৮।*

৭. *আহমাদ হা/১৬৮০০; ছহীহ তারগীব হা/৯২; ইবনু মাজাহ হা/৩০৫৬; দারেমী হা/২২৮।*

অনেক দূরে থাকে। যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যস্থলে থাকতে চায়, সে যেন অবশ্যই জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করে'।[৮]

٦- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: اَلْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ-

৬. নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'জামা'আতবদ্ধভাবে বসবাস রহমত স্বরূপ এবং বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস আযাব স্বরূপ'।[৯]

٧- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ اللهَ لاَ يَجْمَعُ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم عَلَى ضَلاَلَةٍ، وَيَدُ اللهِ عَلَي الْجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ-

৭. আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মাদীকে গোমরাহীর উপরে ঐক্যবদ্ধ করবেন না। আর জামা'আতের উপর আল্লাহ্র হাত রয়েছে। যে ব্যক্তি (মুসলিম জামা'আত হ'তে) বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, সে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় জাহান্নামে গেল'।[১০]

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, হাকেম এবং তিরমিযীতে ইবনু ওমর থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'এই উম্মত কখনো গোমরাহীর উপর ঐক্যবদ্ধ হবে না'। হাকেম নিশাপুরী এ হাদীছের শাহেদ (সমর্থক হাদীছ) উপস্থাপন করেছেন। এ হাদীছের পক্ষে মু'আবিয়া (রাঃ) বর্ণিত নিম্নের হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যেতে পারে-

عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : لاَ يَزَالُ مِنْ أُمَّتِى أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللهِ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ-

মু'আবিয়া (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের মধ্য থেকে একটি দল আল্লাহ্র সত্য দ্বীনের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আল্লাহ্র নির্দেশ (ক্বিয়ামত) আসা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধবাদী ও অপদস্ত কারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না'।[১১] এ হাদীছ থেকে দলীল গ্রহণের দিক হ'ল- কিয়ামত পর্যন্ত এই হক্বপন্থী দলের টিকে থাকা ভ্রষ্টতার উপরে তাদের ঐক্যবদ্ধ না হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

অতঃপর হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, ইয়াসীর ইবনু আমর হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, বাসা থেকে বের হওয়ার সময় আমরা আবু মাসঊদকে (আনছারী) বিদায় জানানোর জন্য তার সাথে বের হ'লাম। তিনি কংকরময় পথ ধরে চলা শুরু করলেন। এরপর তিনি এক বাগানে প্রবেশ করে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সম্পন্ন করলেন। অতঃপর তিনি ওযূ করে মোজার উপরে মাসাহ করলেন এবং বাগান থেকে এমন অবস্থায় বের হ'লেন যে, তার দাড়ি থেকে পানি ঝরছিল। আমরা তাকে বললাম, আমাদের কিছু উপদেশ দিন। কারণ লোকেরা ফিতনায় পতিত হয়েছে। আমরা জানি না আপনার সাথে আর সাক্ষাৎ হবে কি-না? তখন তিনি বললেন, اتَّقُوا اللهَ وَاصْبِرُوْا، حَتَّى يَسْتَرِيْحَ بَرٌّ، أَوْ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ، وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ اللهَ لاَ يَجْمَعُ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلاَلَةٍ- 'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্য ধারণ কর, যতক্ষণ না সৎ ব্যক্তিগণ বিশ্রাম গ্রহণ করে অথবা তারা পাপাচারী ব্যক্তি থেকে রক্ষা পায়। আর তোমাদের জন্য আবশ্যক হ'ল জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা। কারণ আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মাদীকে গোমরাহীর উপরে ঐক্যবদ্ধ করবেন না'।[১২]

নাঈম ইবনু আবী হিন্দ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, একদা আবু মাসঊদ কূফা নগরী হ'তে বের হয়ে বললেন, عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِيَجْمَعَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلاَلَةٍ 'তোমাদের জন্য আবশ্যক হ'ল জামা'আতবদ্ধভাবে জীবন যাপন করা। কেননা আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মাদীকে কখনো গোমরাহীর উপরে ঐক্যবদ্ধ করবেন না'।[১৩]

٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ-

৮. ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'জামা'আতের উপরে আল্লাহ্র হাত রয়েছে'।[১৪] হাকেম আব্দুর রাযযাক এর সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَا يَجْمَعُ اللهُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ أَبَدًا، وَيَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ 'আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতকে

---

৮. *তিরমিযী হা/২১৬৫; হাকেম হা/৩৮৭; আহমাদ হা/১১৪; ইবনু হিব্বান হা/৪৫৭৬; ছহীহাহ হা/৪৩০; হাদীছ ছহীহ।*

৯. *ছহীহাহ হা/৬৬৭; ছহীহুল জামে' হা/৩১০৯; আলবানী, যিলালুল জান্নাহ হা/৯৩; শু'আবুল ঈমান হা/৯১১৯; হাদীছটি হাসান পর্যায়ের।*

১০. *তিরমিযী হা/২১৬৭; হাকেম হা/৩৯৪; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৫০; মিশকাত হা/১৭৩; ছহীহুল জামে' হা/১৮৪৮; যিলালুল জান্নাহ হা/৮৫; শু'আবুল ঈমান হা/৭৫১৭, হাদীছটি হাসান পর্যায়ের। দ্রঃ তারাজু'আতে আলবানী হা/৮৫।*

১১. *বুখারী হা/৩৬৪১; মুসলিম হা/১৯২০; ছহীহাহ হা/১৯৫; হাকেম হা/৮৩৯০; ইবনু মাজাহ হা/০৬; তিরমিযী হা/২১৯২; আহমাদ হা/১৮১৬০; মিশকাত হা/৬২৭৬।*

১২. *ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৭১৯২; শু'আবুল ঈমান হা/৭১১১; হাকেম হা/৬৬৬৪, সনদ ছহীহ। দ্র. সিলসিলাতুল আছারিছ ছহীহাহ হা/৮৫।*

১৩. *আলবানী, যিলালুল জান্নাহ হা/৮৫; শু'আবুল ঈমান হা/৭৫১৭; ইবনু আবী শায়বা হা/৩৮৭৭০; ইবনু আবী আছেম হা/৭৩; আত-তালখীছুল হাবীর ৩/১৪১।*

১৪. *তিরমিযী হা/২১৬৫; হাকেম হা/৩৯৪; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৫০; ছহীহুল জামে' হা/১৮৪৮; শু'আবুল ঈমান হা/৭৫১৭; মিশকাত হা/১৭৩; হাদীছ ছহীহ।*

কখনো গোমরাহীর উপরে ঐক্যবদ্ধ করবেন না। আর জামা'আতের উপরে আল্লাহ্র হাত রয়েছে'।[১৫]

৭- عَنْ أَبِى مَالِكٍ الأَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللهَ أَجَارَكُمْ مِنْ ثَلاَثِ خِلاَلٍ، أَنْ لاَ يَدْعُوَ عَلَيْكُمْ نَبِيُّكُمْ فَتَهْلِكُوْا جَمِيْعًا، وَأَنْ لاَ يَظْهَرَ أَهْلُ الْبَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ، وَأَنْ لاَ تَجْتَمِعُوْا عَلَى ضَلاَلَةٍ-

৯. আবু মালেক আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তিনটি বিষয় থেকে রক্ষা করেছেন। ১. তোমাদের নবী তোমাদের বিরুদ্ধে বদদো'আ করবেন না, যার ফলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে ২. বাতিলপন্থীরা হক্বপন্থীদের উপরে বিজয় লাভ করতে পারবে না এবং ৩. তোমরা গোমরাহীর উপরে ঐক্যবদ্ধ হবে না'।[১৬]

কা'ব ইবনু আছেম হ'তে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَجَارَ لِـــيْ عَلَى أُمَّتِي مِنْ ثَلاَثٍ: لَا يَجُوْعُوْا، وَلَا يَجْتَمِعُوْا عَلَى ضَلَالَةٍ، وَلَا يُسْتَبَاحُ بَيْــضَةُ الْمُــسْلِمِيْنَ- 'আল্লাহ তা'আলা আমার কারণে আমার উম্মতকে তিনটি বিষয় থেকে রক্ষা করেছেন। ১. তারা ক্ষুধার্ত হবে না ২. তারা গোমরাহীর উপরে ঐক্যবদ্ধ হবে না এবং ৩. মুসলিম জামা'আতের সম্মান নষ্ট করাকে বৈধ মনে করা হবে না'।[১৭]

অন্য একটি সূত্রে কা'ব ইবনু আছেম আশ'আরী হ'তে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَجَارَ أُمَّتِيْ أَنْ تَجْتَمِعَ عَلَى ضَلَالَةٍ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতকে গোমরাহীর উপরে ঐক্যবদ্ধ না করার মাধ্যমে তাদেরকে রক্ষা করেছেন'।[১৮]

১০- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّ أُمَّتِيْ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ-

১০. আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয়ই আমার উম্মত গোমরাহীর উপরে ঐক্যবদ্ধ হবে না। যখন তোমরা লোকদের মাঝে মতপার্থক্য লক্ষ্য করবে, তখন তোমরা বড় দলকে আঁকড়ে ধরবে'।[১৯] মুসতাদরাকে হাকেমে আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

أَنَّهُ سَأَلَ رَبَّهُ أَرْبَعًا: سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ لَا يَمُوْتَ جُوْعًا فَأُعْطِيَ ذَلِكَ، وَسَأَلَ رَبَّهُ أَنْ لَا يَجْتَمِعَ عَلَى ضَلَالَةٍ فَأُعْطِيَ ذَلِكَ، وَسَأَلَ رَبَّهُ أَنْ لَا يَرْتَدُّوْا كُفَّارًا فَأُعْطِيَ ذَلِكَ، وَسَأَلَ رَبَّهُ أَنْ لَا يَغْلِبَهُمْ عَدُوٌّ لَهُمْ فَيَسْتَبِيْحَ بَأْسَهُمْ فَأُعْطِيَ ذَلِكَ، وَسَأَلَ رَبَّهُ أَنْ لَا يَكُوْنَ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ فَلَمْ يُعْطَ ذَلِكَ-

'রাসূল (ছাঃ) তাঁর রবের কাছে চারটি জিনিস প্রার্থনা করলেন। ১. তিনি তাঁর রবের কাছে প্রার্থনা করলেন, কেউ যেন ক্ষুধার কারণে মারা না যায়। তাঁকে সেটা দান করা হ'ল। ২. তিনি তাঁর রবের কাছে প্রার্থনা করলেন তাঁর উম্মত যেন গোমরাহীর উপরে ঐক্যবদ্ধ না হয়। সেটাও তাঁকে দান করা হ'ল। ৩. তিনি তাঁর রবের কাছে প্রার্থনা করলেন যেন তারা (মুসলমানগণ) ধর্মত্যাগ করে কাফের না হয়ে যায়। তাঁকে সেটাও দান করা হ'ল। ৪. তিনি তাঁর রবের কাছে প্রার্থনা করলেন যেন তাদের উপর তাদের শত্রুরা বিজয় লাভ না করে। ফলে তারা তাদেরকে হত্যা করা বৈধ মনে করবে। তাঁকে সেটাও দান করা হ'ল। তিনি তাঁর রবের কাছে প্রার্থনা করলেন যেন মুসলমানদের পরস্পরের মাঝে যুদ্ধ বেঁধে না যায়। কিন্তু এটা তাঁকে দান করা হ'ল না'।[২০]

১১- عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: اثْنَانِ خَيْرٌ مِنْ وَاحِدٍ وَثَلاَثٌ خَيْرٌ مِنَ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ ثَلاَثَةٍ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَنْ يَجْمَعَ أُمَّتِى إِلاَّ عَلَى هُدًى-

১১. আবু যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'একজন অপেক্ষা দু'জন উত্তম। দু'জন অপেক্ষা তিনজন উত্তম। তিনজন অপেক্ষা চারজন উত্তম। সুতরাং তোমাদের জন্য আবশ্যক হ'ল জামা'আতবদ্ধভাবে জীবন যাপন করা। কেননা আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতকে কখনো হেদায়াত ব্যতীত গোমরাহীর উপরে ঐক্যবদ্ধ করবেন না'।[২১]

---

১৫. *হাকেম হা/৩৯৩; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৯১০০; আলবানী (রহঃ) শাহেদ থাকায় হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন। দ্রঃ যিলালুল জান্নাহ হা/৮১।*

১৬. *আবুদাউদ হা/৪২৫৩; মু'জামুল কাবীর হা/৩৪৪০; হাদীছটির সনদ যঈফ। যঈফা হা/১৫১০; যঈফুল জামে' হা/১৫৩২।*

১৭. *হাদীছটির সনদ হাসান। দ্রঃ ইবনু আবী আছেম, আস-সুন্নাহ হা/৯২; যিলালুল জান্নাহ হা/৯২; দারাকুৎনী হা/৪৬৬৬।*

১৮. *ইবনু আবী আছেম, আস-সুন্নাহ হা/৮৩; সর্বশেষ ফলাফল হ'ল হাদীছটির সনদ হাসান; ছহীহাহ হা/১৩৩১; ছহীহুল জামে' হা/১৭৮৬; যিলালুল জান্নাহ হা/৯৩।*

১৯. *আহমাদ হা/১৯৩৭০; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৫০; যঈফুল জামে' হা/১৮১৫; তারাজু'আতে আলবানী হা/৮৫; ইবনু আবী আছেম আস-সুন্নাহ হা/৮৪। হাদীছ হাসান। ছহীহাহ হা/১৩৩১-এর আলোচনা দ্রঃ।*

২০. *হাকেম হা/৪০০। এর সনদে মুবারক ইবনু সুহাইম নামক একজন মাতরূক রাবী থাকায় হাদীছটি যঈফ (তাহযীবুল কামাল ২৭/১৭৬; তাকরীব ২/১৫৬; মীযান ৩/৪৩০)।*

২১. *আহমাদ হা/২১৩৩১; যঈফা হা/১৭৯৭; যঈফুল জামে' হা/১৩৬; ইবনু আসাকির ৩৮/২০৬। আলবানী হাদীছটিকে জাল ও শু'আইব আরনাউত অত্যন্ত যঈফ বলেছেন।*

١٢- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ-

১২. উসামা ইবনু শারীক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জামা'আতের উপরে আল্লাহ্র হাত রয়েছে'।[২২] উসামা ইবনু শারীক হ'তে আরো অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

فَإِذَا شَذَّ الشَّاذُّ مِنْهُمُ اخْتَطَفَهُ الشَّيْطَانُ كَمَا يَخْتَطِفُ الذِّئْبُ الشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ-

'যখন তাদের মধ্য হ'তে কেউ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন শয়তান তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। যেমন বাঘ দলছুট ছাগলকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়'।[২৩]

২২. *হাকেম হা/৩৯৮; নাসাঈ হা/৪০২০; ছহীহুল জামে' হা/৮০৬৫; যিলালুল জান্নাহ হা/৮১; ইবনু আবী আছেম হা/৬৯, আলবানী (রহঃ) শাহেদ থাকায় হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।*

২৩. *মু'জামুল কাবীর হা/৪৮৯; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৯১০১; আবু নু'আইম, মা'রিফাতুছ ছাহাবা হা/৭৩২। আল্লামা আলবানী বলেন, হাদীছটির সনদ অত্যন্ত যঈফ। দ্রঃ তাখরীজুস সুন্নাহ ১/৪০।*

١٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاَثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوْهُ وَلاَ تُشْرِكُوْا به شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلاَ تَفَرَّقُوْا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ-

১৩- আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য তিনটি জিনিস পসন্দ করেন এবং তিনটি জিনিস অপসন্দ করেন। তিনি তোমাদের জন্য পসন্দ করেন যে, ১. তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। ২. তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে ধারণ করবে ও ৩. পরস্পর বিভক্ত হবে না। আর তিনি তোমাদের জন্য অপসন্দ করেন ১. কারো সমালোচনা করা, ২. অধিক প্রশ্ন করা এবং ৩. অর্থ-সম্পদ নষ্ট করা' (সম্পদের অপব্যবহার ও অপচয় করা)।[২৪]

[চলবে]

২৪. *আহমাদ হা/৮৭৮৫; মুসলিম হা/১৭১৫; ইবনু হিব্বান হা/৩৩৮৮; মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৩৬৩২; আবু আ'ওয়ানা হা/৬৩৬৫; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪৪২; ছহীহাহ হা/৬৮৫।*

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর দাওয়াহ ও শিক্ষা কার্যক্রমে সহযোগিতা করুন!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় বক্তব্য, সভা-সম্মেলন, পত্র-পত্রিকা, বইপত্র, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, সমাজকল্যাণ মূলক তৎপরতা প্রভৃতির মাধ্যমে এ বিশুদ্ধ দাওয়াতকে জনগণের মাঝে পৌঁছে দেওয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সাথে সাথে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে একদল বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমল সম্পন্ন আল্লাহভীরু মানুষ তৈরী করার লক্ষ্যে শিক্ষা কার্যক্রমকে ঢেলে সাজানোর জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে এ পর্যন্ত একাধিক মারকায ও মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। কিন্তু এ কার্যক্রমকে সঠিকভাবে এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজন একদল ত্যাগী ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক-দাঈ ও পর্যাপ্ত আর্থিক সক্ষমতা। যার অভাবে আজও পর্যন্ত আমরা আমাদের স্বপ্নের সর্বোচ্চ বাস্তবায়ন থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছি। এক্ষণে আমাদের একান্ত প্রয়োজন :

(১) **একদল নিবেদিতপ্রাণ যোগ্য দাঈ ও শিক্ষক** : যারা আদর্শ ছাত্র-ছাত্রী গড়ে তোলাকে নিজেদের জন্য পরকালীন পাথেয় হিসাবে গণ্য করেন এবং এজন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকেন।

(২) **পর্যাপ্ত আর্থিক অনুদান**। যার মাধ্যমে আমরা রাজধানীসহ দেশের বিভাগীয় শহরগুলিতে একটি করে বৃহদাকার মারকায এবং প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহ সহ প্রত্যেক যেলায় দাওয়াহ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হই। এছাড়া শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষক-ছাত্রদের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দিতে পারি এবং ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত মারকাযগুলির সর্বোচ্চ উন্নয়ন সাধনে সক্ষম হই।

উপরোক্ত স্বপ্ন পূরণে আমরা আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করছি। যিনি চাইলে তাঁর বান্দাদের অন্তরসমূহকে আমাদের দিকে রুজূ করে দিবেন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

যোগাযোগের ঠিকানা

দারুল ইমারত আহলেহাদীছ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১৫-০০২৩৮০, ০১৭১১৫৭৮০৫৭।

শিক্ষা কার্যক্রমের একাউন্ট নং

ইসলামিক কমপ্লেক্স, হিসাব নম্বর ০০৭১২২০০০০৩৬৬, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।

দাওয়াহ কার্যক্রমের একাউন্ট নং

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ জেনারেল ফাণ্ড, হিসাব নম্বর ০০৭১০২০০৮৫২২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।

যাকাত ও ছাদাক্বা

আত-তাহরীক ডেস্ক

'যাকাত' অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া, পবিত্রতা ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে ঐ দান, যা আল্লাহ্র নিকটে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং যাকাত দাতার মালকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে। 'ছাদাক্বা' অর্থ ঐ দান যার দ্বারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ হয়। পারিভাষিক অর্থে যাকাত ও ছাদাক্বা মূলতঃ একই মর্মার্থে ব্যবহৃত হয়।

যাকাত ও ছাদাক্বার উদ্দেশ্য :

যাকাত ও ছাদাক্বার মূল উদ্দেশ্য হ'ল দারিদ্র্য বিমোচন ও ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ– 'আল্লাহ তাদের উপরে ছাদাক্বা ফরয করেছেন। যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে নেওয়া হবে ও তাদের গরীবদের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হবে'।[১]

যাকাতের প্রকারভেদ :

যাকাত চার প্রকার মালে ফরয হয়ে থাকে। ১. স্বর্ণ-রৌপ্য বা সঞ্চিত টাকা-পয়সা ২. ব্যবসায়রত সম্পদ ৩. উৎপন্ন ফসল ৪. গবাদি পশু। টাকা-পয়সা একবছর সঞ্চিত থাকলে শতকরা আড়াই টাকা বা ৪০ ভাগের ১ ভাগ হারে যাকাত বের করতে হয়। ব্যবসায়রত সম্পদ ও গবাদি পশুর মূলধনের এক বছর হিসাব করে যাকাত দিতে হয়। উৎপন্ন ফসল যেদিন হস্তগত হবে, সেদিনই যাকাত (ওশর) ফরয হয়। এর জন্য বছরপূর্তি শর্ত নয়।

যাকাতের নিছাব :

১. স্বর্ণ-রৌপ্যে পাঁচ উক্বিয়া বা ২০০ দিরহাম। ২. ব্যবসায়রত সম্পদ-এর নিছাব স্বর্ণ-রৌপ্যের ন্যায়। ৩. খাদ্য শস্যের নিছাব পাঁচ অসাক্ব, যা হিজাযী ছা' অনুযায়ী ১৯ মণ ১২ সেরের কাছাকাছি বা ৭১৭ কেজির মত হয়। এতে ওশর বা এক দশমাংশ নির্ধারিত। সেচা পানিতে হ'লে নিছফে ওশর বা $^{১}/_{২০}$ অংশ নির্ধারিত। ৪. গবাদি পশু : (ক) উট ৫টিতে একটি ছাগল (খ) গরু-মহিষ ৩০টিতে ১টি দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী বাছুর (গ) ছাগল-ভেড়া-দুম্বা ৪০টিতে একটি ছাগল।[২]

যাকাতুল ফিৎর :

এটিও ফরয যাকাত, যা ঈদুল ফিৎরের ছালাতে বের হওয়ার আগেই মাথা প্রতি এক ছা' বা মধ্যম হাতের চার অঞ্জলী (আড়াই কেজি) হিসাবে দেশের প্রধান খাদ্যশস্য হ'তে প্রদান করতে হয়। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের স্বাধীন ও ক্রীতদাস, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা' খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে জমা দেয়ার নির্দেশ দান করেছেন'।[৩] ছোট-বড়, ধনী-গরীব সকল মুসলিম নর-নারীর উপরে যাকাতুল ফিৎর ফরয। এর জন্য 'ছাহেবে নিছাব' অর্থাৎ সাংসারিক প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ বাদে ২০০ দিরহাম বা সাড়ে ৫২ তোলা রূপা কিংবা সাড়ে ৭ তোলা স্বর্ণের মালিক হওয়া শর্ত নয়।

ছাদাক্বা ব্যয়ের খাত সমূহ :

পবিত্র কুরআনে সূরায়ে তওবা ৬০নং আয়াতে ফরয ছাদাক্বা সমূহ ব্যয়ের আটটি খাত বর্ণিত হয়েছে। যথা-

১. ফক্বীর : নিঃসম্বল ভিক্ষাপ্রার্থী, **২. মিসকীন :** যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন মিটাতেও পারে না, মুখ ফুটে চাইতেও পারে না। বাহ্যিকভাবে তাকে সচ্ছল বলেই মনে হয়, ৩. **'আমেলীন :** যাকাত আদায়ের জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ, **৪. ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তিগণ।** অমুসলিমদেরকে ইসলামে দাখিল করাবার জন্য এই খাতটি নির্দিষ্ট, **৫. দাসমুক্তির জন্য।** এই খাত বর্তমানে শূন্য। তবে অনেকে অসহায় কয়েদী মুক্তিকে এই খাতের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছেন *(কুরতুবী)*, **৬. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি :** যার সম্পদের তুলনায় ঋণের অংক বেশী। কিন্তু যদি তার ঋণ থাকে ও সম্পদ না থাকে, এমতাবস্থায় সে ফক্বীর ও ঋণগ্রস্ত দু'টি খাতের হকদার হবে, ৭. ফী সাবীলিলাহ বা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা ৮. **দুস্থ মুসাফির :** পথিমধ্যে কোন কারণবশতঃ পাথেয় শূন্য হয়ে পড়লে পথিকগণ এই খাত হ'তে সাহায্য পাবেন। যদিও তিনি নিজ দেশে বা বাড়ীতে সম্পদশালী হন। ফিৎরা অন্যতম ফরয যাকাত হিসাবে তা উপরোক্ত খাত সমূহে বা ঐগুলির একাধিক খাতে ব্যয় করতে হবে। খাত বহির্ভূতভাবে কোন অমুসলিমকে ফিৎরা দেওয়া জায়েয নয়।[৪]

বায়তুল মাল জমা করা :

ফিৎরা ঈদের এক বা দু'দিন পূর্বে বায়তুল মালে জমা করা সুন্নাত। ইবনু ওমর (রাঃ) অনুরূপভাবে জমা করতেন। ঈদুল ফিৎরের দু'তিন দিন পূর্বে খলীফার পক্ষ হ'তে ফিৎরা জমাকারীগণ ফিৎরা সংগ্রহের জন্য বসতেন ও লোকেরা তাঁর কাছে গিয়ে ফিৎরা জমা করত। ঈদের পরে হকদারগণের মধ্যে বণ্টন করা হ'ত।[৫]

যাকাত-ওশর-ফিৎরা-কুরবানী ইত্যাদি ফরয ও নফল ছাদাক্বা রাষ্ট্র কিংবা কোন বিশ্বস্ত ইসলামী সংস্থা-র নিকটে জমা করা, অতঃপর সেই সংস্থা-র মাধ্যমে বণ্টন করাই হ'ল বায়তুল মাল বণ্টনের সুন্নাতী তরীকা। ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এ ব্যবস্থাই চালু ছিল। তাঁরা কখনোই নিজেদের যাকাত নিজেরা হাতে করে বণ্টন করতেন না। বরং যাকাত সংগ্রহকারীর নিকটে গিয়ে জমা দিয়ে আসতেন। এখনও সঊদী আরব, কুয়েত প্রভৃতি দেশে এ রেওয়াজ চালু আছে।

---

১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৭২ 'যাকাত' অধ্যায়।*
২. *বিস্তারিত নিছাব দ্রঃ 'বঙ্গানুবাদ খুৎবা' 'যাকাত' অধ্যায়।*
৩. *বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/১৮১৫-১৬।*
৪. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৮৬; মির'আৎ হা/১৮৩৩-এর ব্যাখ্যা, ১/২০৫-৬।*
৫. *দ্রঃ বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/১৫১১-এর আলোচনা, মির'আৎ ১/২০৭ পৃঃ।*

ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

ঈদায়নের ছালাত ১ম হিজরী সনে চালু হয়। এটা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। রাসূলুলাহ (ছাঃ) নিয়মিতভাবে তা আদায় করেছেন এবং নারী-পুরুষ সকল মুসলমানকে ঈদের জামা'আতে হাযির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এদিন সর্বোত্তম পোষাক পরিধান করতেন ও নিজ স্ত্রী-কন্যাদের নিয়ে ঈদগাহে যেতেন।[১] তিনি একপথে যেতেন ও অন্যপথে ফিরতেন।[২]

ঈদায়নের ছালাত সকল নফল ছালাতের মধ্যে সর্বাধিক ফযীলতপূর্ণ।[৩] তা সহ কোন ইবাদতের জন্য নিয়ত মুখে বলতে হয় না। বরং হৃদয়ে সংকল্প করতে হয়।[৪] ঈদায়নের ছালাতে সূরায়ে আ'লা ও গা-শিয়াহ অথবা ক্বাফ ও ক্বামার পড়া সুন্নাত।[৫] অবশ্য মুক্তাদীগণ কেবল সূরায়ে ফাতিহা পড়বেন।[৬]

ঈদায়নের জন্য প্রথমে ছালাত ও পরে খুৎবা প্রদান করতে হয়।[৭] ঈদের ছালাতের আগে পিছে কোন ছালাত নেই, আযান বা একামত নেই। ঈদগাহে বের হবার সময় উচ্চৈকণ্ঠে তাকবীর এবং পৌঁছার পরেও তাকবীরধ্বনি ব্যতীত কাউকে জলদি আসার জন্য আহ্বান করাও ঠিক নয়।[৮] কোন কোন ঈদগাহে ইমাম পৌঁছে যাওয়ার পরেও ছালাতের পূর্বে বিভিন্ন জনে বক্তৃতা করে থাকেন। এটা সুন্নাত বিরোধী কাজ।

ঈদায়নের খুৎবা একটি হওয়াই ছহীহ হাদীছ সম্মত। মাঝখানে বসে দু'টি খুৎবা প্রদান সম্পর্কে কয়েকটি 'যঈফ' হাদীছ রয়েছে। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন যে, এটিই প্রমাণিত সুন্নাত যে, আলাহ্র রাসূল (ছাঃ) ঈদায়নের ছালাত শেষে দাঁড়িয়ে কেবলমাত্র একটি খুৎবা দিয়েছেন- যার মধ্যে আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, দো'আ সবই ছিল।[৯]

মুসলমানদের জাতীয় আনন্দ-উৎসব মাত্র দু'টি- ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা।[১০] এই দু'দিন ছিয়াম পালন নিষিদ্ধ।[১১] এক্ষণে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' নামে তৃতীয় আরেকটি ঈদ-এর প্রচলন ঘটানো নিঃসন্দেহে বিদ'আত- যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

ঈদায়নের জামা'আতে পুরুষদের পিছনে পর্দার মধ্যে মহিলাগণ প্রত্যেকে বড় চাদরে আবৃত হয়ে যোগদান করবেন। প্রত্যেকের চাদর না থাকলে একজনের চাদরে দু'জন আসবেন। খত্বীব ছাহেব নারী-পুরুষ সকলকে লক্ষ্য করে মাতৃভাষায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে খুৎবা প্রদান করবেন। ঋতুবর্তী মহিলারা কেবল খুৎবা শ্রবণ করবেন।[১২] মিশকাতের খ্যাতনামা ভাষ্যকার ওবায়দুলাহ মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন যে, উক্ত হাদীছের শেষে বর্ণিত دعوة المسلمين কথাটি 'আম'। এর দ্বারা খুৎবা ও নছীহত বুঝানো হয়েছে। কেননা ঈদায়নের ছালাতের পরে (সম্মিলিত) দো'আর প্রমাণে রাসূলুলাহ (ছাঃ) থেকে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি'।[১৩]

ঈদায়নের ছালাত আলাহ্র নবী (ছাঃ) বৃষ্টির কারণে একবার ব্যতীত সর্বদা ময়দানে পড়েছেন। এই ময়দানটি মদীনার মসজিদে নববীর পূর্ব দরজা বরাবর পাঁচশ' গজ দূরে 'বাত্বহান' সমতল ভূমিতে অবস্থিত।[১৪] সুতরাং বৃষ্টি বা অন্য কোন যরূরী কারণে ময়দানে যাওয়া অসম্ভব হ'লে মসজিদে ঈদের জামা'আত করা যাবে।[১৫] কিন্তু বিনা কারণে বড় মসজিদের দোহাই দিয়ে মহানগরী বা অন্যত্র মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করা সুন্নাত বিরোধী আমল। জামা'আত ছুটে গেলে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নিবে। ঈদগাহে আসতে না পারলে বাড়ীতে মেয়েরা সহ বাড়ীর সকলকে নিয়ে ঈদগাহের ন্যায় তাকবীর সহকারে জামা'আতের সাথে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে।[১৬]

জুম'আ ও ঈদ একই দিনে হওয়াতে রাসূলুলাহ (ছাঃ) দু'টিই পড়েছেন। তবে যারা ঈদ পড়েছেন, তাদের জন্য জুম'আ অপরিহার্য করেননি।[১৭]

ঈদের দিন ছাহাবায়ে কেরাম পরস্পরে সাক্ষাৎ হ'লে বলতেন 'আলাহুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্না ওয়া মিনকা' *(অর্থ: আলাহ আমাদের ও আপনার পক্ষ হ'তে কবুল করুন!)*।[১৮] এদিন নির্দোষ খেলাধুলা করা যাবে।[১৯] কিন্তু তাই বলে পটকাবাজি, মাইকে ক্যাসেটবাজি, চরিত্র বিধ্বংসী ভিডিও প্রদর্শন, বাজে সিনেমা দেখা, খেলাধুলার নামে নারী-পুরুষের অবাধ সমাবেশ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীর : প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ও ছানা পড়ার পরে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত ও দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ মোট বার তাকবীর দেওয়া সুন্নাত। এরপরে 'আঊযুবিলাহ' পাঠ অন্তে ক্বিরাআত পড়বে। প্রতি তাকবীরে দু'হাত উঠাবে। তাকবীর বলতে ভুলে গেলে বা গণনায় ভুল হ'লে তা পুনরায় বলতে হয় না বা 'সিজদায়ে সহো' লাগে না।[২০]

---

১. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৭-১৮।*
২. *বুখারী, মিশকাত হা/১৪৩৪।*
৩. *তাফসীরে কুরতুবী ১৫/১০৮।*
৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১।*
৫. *নায়লুল আওত্বার ৪/২৫১।*
৬. *ঐ ৩/৫৫।*
৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪২৬, ১৪৩১।*
৮. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫১; নায়ল ৪/২৫১; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৯।*
৯. *মির'আৎ ২/৩৩০-৩১।*
১০. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৪৩৯।*
১১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০৪৮।*
১২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৩১।*
১৩. *মির'আৎ ২/৩৩১।*
১৪. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৮-১৯; মির'আৎ ২/৩২৭।*
১৫. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৮।*
১৬. *বুখারী, ফৎহসহ ২/৫৫০-৫১।*
১৭. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৬, নায়ল ৪/২৩১।*
১৮. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৫।*
১৯. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩২২।*
২০. *মির'আৎ হা/১৪৫৭, ২/৩৩৮-৮১, হাকেম ১/২৯৮।*

ইসরাঈলকে শত কোটি ডলারের অস্ত্র এবং আইএস'র পরাশক্তি হয়ে ওঠা

জামাল উদ্দীন বারী

'ইসলামিক স্টেট' (আইএস) যখন ইরাক এবং সিরিয়ায় একের পর এক শহর ও গুরুত্বপূর্ণ জনপদ দখল করে নিচ্ছে, তখন সঊদী নেতৃত্বাধীন বহুজাতিক বাহিনী ইয়েমেনের হাওছী বিদ্রোহীদের দমনের নামে বিমান হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। দেড় মাসের বেশি সময় ধরে পরিচালিত বিমান হামলায় হাওছীদের তেমন বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি ঘটেছে, এমন কোনো লক্ষণ এখনো দেখা যাচ্ছে না। এরই মধ্যে ইরাক সীমান্তের রামাদি শহরটি আইএস যোদ্ধারা দখল করে নিয়েছে। ইতিপূর্বে সিরিয়ার ঐতিহাসিক নগরী পালমিরাও আইএসের দখলে চলে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মধ্যপ্রাচ্যে তার বশংবদ শক্তি গুলো আইএসবিরোধী তৎপরতা চালিয়ে গেলেও, আইএসের অগ্রযাত্রা অব্যাহত আছে। সাম্প্রতিক সময়ে মধ্যপ্রাচ্যে আইএস-এর খিলাফত রাষ্ট্রের ঘোষণার পর থেকেই এর সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোপন এজেন্ডা জড়িত থাকার যে অভিযোগ উঠছিল, এখন তা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে পড়ছে।

ফিলিস্তীনের গাজা উপত্যকা গত ৮ বছর ধরে ইসরাঈলের দ্বারা অবরুদ্ধ এর মধ্যেই অন্তত ৩ বার ইসরাঈলী বিমান হামলায় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ও গণহত্যার শিকার হয়েছে গাজানরা। হাযার হাযার টন বোমা ফেলে গাজা শহরকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার পরও হামাস মিলিশিয়াদের নেটওয়ার্ক ও শক্তি-সামর্থ্য ধ্বংস করতে পারেনি ইসরাঈল। সর্বশেষ ২০১৪ সালের ইসরাঈলী গণহত্যায় হাযার হাযার ফিলিস্তীনি নারী ও শিশুকে হত্যা করা হয়েছিল। তবে হামাসের জানবাজ প্রতিরোধের মুখে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য অর্জন না করেই আইডিএফ সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল ইসরাঈল। এরই মধ্যে বছর পেরিয়ে গেলেও ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে গাজা নগরীর পুনর্গঠনের কোন উদ্যোগই দেখা যাচ্ছে না। বিভিন্ন দাতা সংস্থা এবং পশ্চিমা দেশগুলো গাজার পুনর্গঠনে যে সব সাহায্য-সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তার ভগ্নাংশও ছাড় করা হয়নি। স্বদেশে পরবাসী, স্বজন হারানো ফিলিস্তীনিদের ভাগ্য নিয়ে পুরো বিশ্বসম্প্রদায় যেন এক নির্মম তামাশায় লিপ্ত রয়েছে। একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গেছে, অর্থনৈতিকভাবে স্থবির এবং বেকার জনগোষ্ঠীর উচ্চ হারের ক্ষেত্রে সারাবিশ্বে গাজার অধিবাসীরা শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে। গাজার পুরো কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক বর্তমানে কর্মহীন এবং অতি দরিদ্র ও নিরাপত্তাহীনতায় দিনাতিপাত করছে। ইসরাঈলের আরোপিত নিষেধাজ্ঞা না থাকলে গাজার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এখনকার চেয়ে অন্তত চারগুণ বেশি হ'তে পারত বলে সংস্থাটির জরিপ প্রতিবেদনে উলেখ করা হয়েছে। ইসরাঈলের গাজা আগ্রাসনে ব্যাপকসংখ্যক নিরস্ত্র বেসমারিক নারী, শিশু হতাহত হওয়ায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বিক্ষোভ-প্রতিবাদের মুখেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেকটা মুখে কুলুপ এঁটে থাকলেও বেসামরিক নাগরিক হত্যা কমিয়ে আনতে ইসরাঈলের আন্তরিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল একটি মার্কিন প্রতিবেদনে। তবে সারাবিশ্বে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের ফেরিওয়ালা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের গার্মেন্টস কারখানায় শ্রমিকদের অধিকার ও কর্মপরিবেশ নিয়ে প্রশ্ন তুলে জিএসপি সুবিধা স্থগিত করে দিলেও গাজায় হাযার হাযার ফিলিস্তীনি শিশু ও নারী হত্যার জন্য ইসরাঈলকে কোন প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়নি। ইসরাঈলী প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামা এবং প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে গত মাসে মার্কিন সিনেটের স্পিকারের আমন্ত্রণে বক্তৃতা দিয়ে আসলেন। বক্তৃতায় ওবামার মধ্যপ্রাচ্যনীতি বিশেষতঃ ইরানের সাথে শান্তি আলোচনা ও পরমাণু চুক্তিক্ত সম্পর্কে মার্কিন নীতির বিরোধিতা করাই ছিল নেতানিয়াহুর সিনেট ভাষণের মূল উপজীব্য। সে সময় কোন কোন পশ্চিমা মিডিয়া ইসরাঈল ও মার্কিনীদের শর্তহীন পুরনো পিরিতে ফাটল বা দূরত্ব সৃষ্টির আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল।

ইসরাঈলে বিরোধী দলের পক্ষ থেকেও নেতানিয়াহুর কট্টর মনোভাবের কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইসরাঈলের সম্পর্ককে ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দেয়ার অভিযোগ তোলা হয়েছিল। এসব ঘটনাবলীর প্রেক্ষাপটে এবারের নির্বাচনে নেতানিয়াহুর 'লিকুদ পার্টির' ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন অনেকটা কঠিন হবে বলে মনে করা হচ্ছিল। এরই মধ্যে ইসরাঈলের সাধারণ নির্বাচনের বৈতরণী পার হয়ে 'লিকুদ পার্টি' ও নেতানিয়াহু আবারো সরকার গঠন করেছে। তৃতীয়বারের মতো সরকার গঠনের পর ১৭মে নেতানিয়াহু তার পারিষদবর্গকে নিয়ে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় জেরুযালেম দিবস পালন করেছেন। ১৯৬৭ সালে ৬ দিনের যুদ্ধে ইসরাঈলী বাহিনী আরব দেশগুলোর বিপুল আয়তনের ভূমি দখল করে নেয়। তবে ৬ দিনের যুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমানদের জন্য পবিত্র নগরী বায়তুল মুক্বাদ্দাসের পাদপীঠ পূর্ব জেরুযালেম দখল করে নেয় জায়নিস্ট বাহিনী। রোমানদের হাতে পরাস্ত ও বিতাড়িত হওয়ার পর ২ হাযার বছরের মধ্যে ইহুদীরা আর কখনো জেরুযালেমে প্রবেশ করতে পারেনি। ১৯৪৮ সালে আরবদের জমি দখল করে ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেও জেরুযালেম নগরী দুইভাগে বিভক্ত ছিল। এর পশ্চিমাংশ নিয়ন্ত্রণ করছিল ইহুদিরা আর বায়তুল মুকাদ্দাসসহ পূর্বাংশ ফিলিস্তীনিদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। অন্যদিকে ১৯৪৮ সালের পর থেকেই ফিলিস্তীনিরা জেরুযালেম নগরীকে রাজধানী করে ভবিষ্যতের স্বাধীন ফিলিস্তীন রাষ্ট্রের পরিকল্পনা, রূপরেখা ও দাবি প্রকাশ করে আসছে। ৬৭ সালের ৬ দিনের যুদ্ধে পূর্বজেরুযালেম দখল করে নেয়ার পর এ প্রত্যাশা আরো জটিল ও দুরূহ হয়ে ওঠে। মিসরের সিনাই উপত্যকা, অথবা গোলান মালভূমি দখল করে নেয়ার পর মিশর, জর্ডানসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোকে এসব ভূমি ফেরত দেয়ার শর্তে ইসরাঈলের সাথে এক ধরনের অধীনতামূলক মিত্রতা স্থাপনের দূতিয়ালি করে সফল হয় পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদিরা। কিন্তু মসজিদুল আকসা ও জেরুযালেম নগরীর অধিকৃত অংশ ফিলিস্তীনিদের ফেরত দিয়ে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং টু-নেশন থিউরির আওতায় ইসরাঈল ও ফিলিস্তীনের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করতে পশ্চিমারা কখনো কোন পদক্ষেপই নেয়নি। পারস্য ও রোমান সম্রাটদের নির্যাতন ও বিতাড়নের শিকার হওয়ার আগে থেকেই ইহুদিরা ফিলিস্তিন ত্যাগ করতে শুরু করেছিল। প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে তাদের কোনো রাষ্ট্র ছিল না। তবে শতকরা ১৫ ভাগেরও কম ইহুদি জনসংখ্যার ফিলিস্তীনে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার সাথে পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শক্তির ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্যবাদি স্বার্থের বীজ বপিত হয়েছিল।

দরিদ্র ফিলিস্তীনিদের জমি দখল করে সৃষ্ট ইসরাঈল কখনো একটি স্থিতিশীল রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিবেশী ও বিশ্বসম্প্রদায় থেকে স্বীকৃতি পায়নি। পাশাপাশি গাজা ও পশ্চিম তীর নিয়ে একটি স্বাধীন

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের দাবির প্রতি বিশ্বসম্প্রদায়ের ব্যাপক সমর্থন থাকলেও গত সাড়ে ৬ দশক ধরে জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতিটি উদ্যোগ নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো দিয়ে ব্যর্থ করে দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার পশ্চিমা মিত্ররা। গণহত্যা, সামাজিক-রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক বিপর্যয় সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ইসরাঈল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে কয়েক বছর পর পর তারা ফিলিস্তিনি ও আরব প্রতিবেশীদের ওপর বর্বর সামরিক আগ্রাসন চালিয়ে আসছে। প্রতিটি সামরিক আগ্রাসনেই নতুন নতুন আরব ভূমি দখল নিয়ে নতুন ইহুদি বসতি গড়ে তুলেছে ইসরাঈল। ইসরাঈলের এই দখলবাজি সব সময়ই ইঙ্গ-মার্কিনিদের দ্বারা সমর্থিত ও পুরস্কৃত হয়েছে। ২০০৯ সালে গাজায় ইসরাঈলি হামলার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে পুরস্কার স্বরূপ ইসরাঈল আয়রনডোম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাসহ শত কোটি ডলারের সামরিক সহায়তা পেয়েছিল। গত বছর গাজা ধ্বংসের পুরস্কার হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসরাঈলকে ১.৯ বিলিয়ন ডলারের সামরিক সহায়তা দিয়েছে। ফিলিস্তিনি ও আরবদের শায়েস্তা করার জন্য ইসরাঈলের নতুন সরকারের প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামার এটি শুভেচ্ছা পুরস্কার। পুরস্কারের এই বহরে আছে অত্যাধুনিক জঙ্গি বিমান, ১২ হাজার উচ্চক্ষমতার বোমা, ৩ হাজার হেলফায়ার মিসাইল, ৭৫০টি বাঙ্কার বাস্টার বোমা এবং জঙ্গি হেলিকপ্টার। সামনের যুদ্ধে হামাসের সুড়ঙ্গপথগুলো ধ্বংস করতে এবং আরব দেশগুলোর মাটির নিচে থাকা ল্যাবরেটরি ও নিরাপদ স্থানগুলো ধ্বংস করতে ২০ ফুট পুরো কংক্রিটের আস্তর ভেদ করে ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে সক্ষম এসব বাঙ্কার বাস্টার বোমা ইসরাঈলকে দেয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে মার্কিন প্রশাসন ইসরাঈলের পক্ষে আরেকটি বড় কাজ করেছে। গত এপ্রিলের শেষ দিকে জাতিসংঘের পারমাণবিক নিরস্ত্রিকরণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবারের সম্মেলনের সবচে বড় এজেন্ডা ছিল, মধ্যপ্রাচ্যকে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্তক্ত রাখার লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা। পাঁচ বছর পর পর অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে গত ২০ বছর ধরে ইসরাঈল অনুপস্থিত ছিল। কিন্তু এবারের সম্মেলনে মধ্যপ্রাচ্যের পারমাণবিক ইস্যু ছিল মূল প্রতিপাদ্য, সে হিসাবে এখন পর্যন্ত ইসরাঈলই হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের একমাত্র পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র। ইরানসহ বিশ্বের অনেক দেশ ইসরাঈল ও মধ্যপ্রাচ্যকে পরমাণু অস্ত্রমুক্তক্ত করার যে দাবি তুলেছে তাতে ইসরাঈল বেশ অস্বস্তি ও বেকায়দায় পড়েছিল। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার কূটনৈতিক সামর্থ্য, নেটওয়ার্ক ও লবিং ব্যবহার করে ইসরাঈলকে আবারো দায়মুক্তক্ত করল। পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ চুক্তিক্তে বিশ্বের ১৯১টি দেশ সই করলেও ইসরাঈল এখনো সই করেনি। উপরন্তু দশকের পর দশক ধরে দেশটি আন্তর্জাতিক তদারকি ও জবাবদিহিতার আওতামুক্ত থাকছে। এজন্য ইসরাঈলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু সাম্প্রতিক এনপিটি সম্মেলনে মার্কিন প্রশাসন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরিকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। মার্কিনিদের সাথে ইসরাঈলিদের রাজনৈতিক সম্পর্ক কোন আনুষ্ঠানিক ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা বা অর্থনৈতিক লেনদেনের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। মার্কিনি শাসকরা একে শর্তহীন ও অন্তহীন বন্ধুত্ব বলে বর্ণনা করেছেন। একটি যুদ্ধবাজ, দখলবাজ ও সম্প্রসারণবাদি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সাথে বিশ্বের এক নম্বর অর্থনৈতিক ও সামরিক পরাশক্তির এই শর্তহীন গাঁটছড়া বর্তমান সভ্যতার সব সমস্যা, যুদ্ধ, অর্থনৈতিক সঙ্কট ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মূল কারণ। দশকের পর দশক ধরে ইসরাঈলকে সমর্থন, পৃষ্ঠপোষকতা, অর্থ, অস্ত্র ও প্রযুক্তিক্ত দিয়ে শক্তিশালী করে তোলার মধ্য দিয়ে মূলত মধ্যপ্রাচ্যকে সব সময় নিরাপত্তাহীন ও ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে পরিণত করে রাখা হয়েছে। ন্যূনতম চক্ষুলজ্জা, মানবতা ও বিবেকবোধকে বিসর্জন দিয়ে যুদ্ধাপরাধী রাষ্ট্র ইসরাঈলকে আবারো ২ বিলিয়ন ডলারের মার্কিন অস্ত্র সহায়তার দেয়ার মধ্য দিয়ে এই অনৈতিক সম্পর্কের গভীরতা পরিমাপ করা যায়। যেখানে ইসরাঈলি ধ্বংসযজ্ঞে গাজা নগরী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ধ্বংসস্তূপ অপসারণ করে ফিলিস্তীনি শিশুদের স্কুলগুলো, হাসপাতালগুলো, উদ্বাস্তু মানুষের বাড়িগুলো বাসযোগ্য করে তোলার জন্য বিশ্বমোড়ল মার্কিনিদের কোন আগ্রহ নেই। ভূঁইফোড় দানবীয় শক্তি ইসরাঈলকে আরো বেশি শক্তিশালী, উন্মত্ত ও ধ্বংসাত্মক শক্তিতে পরিণত করতে শত শত কোটি ডলারের অতিরিক্ত সামরিক সহায়তার প্রতি তাদের বেশি আগ্রহ। একইভাবে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর ভূমিকাও ক্রমে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে উঠছে। মূলতঃ মধ্যপ্রাচ্যের সম্ভাব্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক ঐক্যপ্রক্রিয়াকে ঠেকিয়ে তদস্থলে পারস্পরিক অবিশ্বাস, জাতিগত ও ধর্মীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও জঙ্গিবাদ উস্কে দিয়ে ইসরাঈলকে স্থায়ীভাবে একটি অপরাজেয় শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত রাখতেই এসব দেশকে ব্যবহার করছে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদিরা। আল-কায়েদার মতো শেষ পর্যন্ত আইএসও ফ্রাঙ্কেনস্টাইনে পরিণত হয় কি-না, তা দেখার জন্য আমাদের হয়তো আরো কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হবে। আল-কায়েদার একটি উপদল আল-নুসরা ফ্রন্টের লোকেরা সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের পতনের জন্য অস্ত্র ধারণ করলে আরব দেশগুলো তাদের হাতে শত শত কোটি ডলার ফান্ড, কোটি কোটি ডলারের অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র এবং প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম তুলে দেয়। ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে মধ্যপ্রাচ্যসহ ও বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে মুসলমান-অমুসলমান তরুণ-তরুণীরা আইএস যোদ্ধা হিসাবে যোগদান করায় তা এখন একটি অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত হয়েছে। সিরিয়ার পালমিরা এবং ইরাকের রামাদি দখলে নেয়ার পর এখন তারা বাগদাদ দখলের লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে বলে জানা যায়। তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত মার্কিন নেতৃত্বাধীন বহুজাতিক বাহিনীর সামরিক অভিযানকে লোক দেখানো বলে মনে করছেন অনেকে। আইএস যোদ্ধারা ভিন্ন মতাবলম্বী মুসলমানদের নির্বিচার ও নির্মমভাবে হত্যা করে সারাবিশ্বে ইসলামী শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে ভীতিকর ইমেজ সৃষ্টি করছে এদিকে। অন্যদিকে ইসরাঈলের হাতে ফিলিস্তীনের ধ্বংস, মুসলমান শিশু, নারী ও নিরস্ত্র মানুষ হত্যার ব্যাপারে বিস্ময়কর নিরবতা নালিশ করে যাচ্ছে। ওদিকে আইএস জুজুর ভয় দেখিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সউদী আরবসহ আরব দেশগুলোর কাছে হাযার হাযার কোটি ডলারের অস্ত্র বিক্রি করছে। তবে সবচেয়ে স্পেশাল ও বেশি ধ্বংসক্ষমতা সম্পন্ন অস্ত্রগুলো ইসরাঈলকে দেয়া হচ্ছে বিনামূল্যে। আইএস সৃষ্টির পেছনে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদি শক্তির লক্ষ্য যাই হোক, এ শক্তির পেছনে আরব জনগণের সমর্থন এবং এর নেতৃত্বে উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গ এলে সত্যিকার তা এক সময় আরব ভূ-খ-রে রাজনৈতিক মানচিত্র পাল্টে ফেলার পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। সে সময় সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ এর বর্তমান পৃষ্ঠপোষকদের হাতে নাও থাকতে পারে। রামাদি দখলের সময় ইরাকের সরকারি বাহিনী এবং মার্কিন বাহিনী শুধু আত্মরক্ষার ভূমিকায় ছিল। মার্কিন বাহিনীর এই পলায়নকে ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর সবচেয়ে বড় কৌশলগত পরাজয় হিসাবে গণ্য করছেন কেউ কেউ।

[সংকলিত- দৈনিক ইনকিলাব ২৭ই মে ২০১৫]

এক পিতার ঘরে ফেরা...

শরীফা বিনতে আব্দুল মতীন

১০ই মে রবিবার। সারাদিন অস্থিরতায় ভুগছি। অসংখ্যবার ফোন দিয়েছি, একই খবর পাচ্ছি। সন্ধ্যার পর দু'বার কথা হয়েছে। হঠাৎ রাত ৯-টা ৪৭ মিনিটে ছোট বোনের কণ্ঠে শুনলাম- 'আপু মনে হয় আমরা একটি কঠিন বিপদের খুবই নিকটে চলে এসেছি। দো'আ কর'। আমি এশার ছালাতের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। বড় আপুকে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে বলে ছালাতে দাঁড়িয়ে গেলাম। নিশ্চিত বিপদকে সামনে নিয়ে ছালাতে ভীষণ কেঁদে দো'আ করলাম। মনে হচ্ছিল ছালাত শেষ করব না। না জানি সালাম ফিরালে কি সংবাদ পাই। ছালাত শেষ না হ'লেও কি চিরন্তন সত্য থেমে থাকবে? সালাম ফিরানোর সাথে সাথে বড় আপুর ফোন- শরীফা! আব্বু নেই!! *ইন্নালিল্লা-হে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন*।

পাঠক! এই সংবাদ একজন সন্তানের জন্য কত কঠিন, কত বিদীর্ণকারী, কতটা নিঃশেষকারী, তা যাদের পিতা নেই তারা ব্যতীত কেউ বুঝবে না। আমরাও পিতৃশোকে কাতরদের সান্ত্বনা দিয়েছি। তাদের ব্যথাকে নিজের করে বুঝার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এ ব্যথা হৃদয়ের কত গহীন কোণে পৌঁছে যায়, তা বুঝার সাধ্য ছিল না। জীবনে বুকভাঙ্গা বেদনা আমাদেরকেও হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। কিন্তু এ ব্যথায় বুকের ভিতরটা ছিন্ন হয়ে যাওয়া স্পষ্ট টের পাচ্ছি। কেমন কথা! আমার আব্বু নেই মানে? তিনি আর আমাদের সাথে হাসবেন না, গল্প করবেন না, এক সাথে খাবেন না, কেমন আছি জানতে চাইবেন না, বাড়ি যেতে ডাকবেন না? এটা কি করে সম্ভব? হ্যাঁ, এটাই আল্লাহ্‌র চিরন্তন বিধান। যা রদ করার ক্ষমতা কারো নেই।

২৬ ও ২৭ শে মার্চ'১৫ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ২৫ তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা। আব্বুর স্বাস্থ্যের গতি দেখে ইজতেমার পরে বাড়ি যাওয়ার সিদ্ধান্ত আগেই নিয়ে রেখেছি। ২২ শে মার্চ ২০১৫ তাকে ঢাকার কাকরাইলস্থ ইসলামী ব্যাংক সেন্ট্রাল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। একটু অসুস্থ বোধ করলেই তাকে হাসপাতালে নেয়া হ'ত। এবারও আরো ভাল চিকিৎসা দিতে ঢাকা আনা হয়।

২৬ শে মার্চ বৃহস্পতিবার ইজতেমার প্রথম দিন রাজশাহীর বাসায় বহু মেহমানের আয়োজন। রান্না শেষ দিকে, সময় তখন বেলা ১১.৩৫। হঠাৎ আম্মুর ফোন। 'তোমার আব্বুকে I.C.U তে নিয়ে গেছে'। ইন্নালিল্লাহ, কেন? 'নাশতার পর থেকে শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে অক্সিজেন, নেবুলাইজার দিয়ে ফল পাওয়া যাচ্ছে না। ঊর্ধ্বশ্বাস বেড়েই চলেছে। দেখতে চাইলে আসতে পার'। সব আয়োজন ফেলে, সব দাওয়াত ফিরিয়ে দিয়ে চললাম আব্বুর পানে। একটাই দো'আ ছিল- 'ইয়া সামী'আদ দো'আ! শেষবারের মত একবার আব্বুর সাথে কথা বলতে সুযোগ দাও'।

* *সহকারী শিক্ষিকা, মহিলা সালাফিইয়াহ মাদরাসা, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

আমরা রাত দশটায় হাসপাতালে পৌঁছলাম। সবার সাথে কথা ও সাক্ষাৎ হয়েছে আব্বুর। শেষ দিকটায় আমি গেলে আমার সাথে সাক্ষাৎ হ'লেও কথা হয়নি। ওদিকে মাইক্রো অপেক্ষা করছে আমাদেরকে কুমিল্লা নিয়ে যেতে। আব্বুর সাথে কথা হয়নি বিধায় আমি ঢাকাতে থেকে যাই। অজানা আশংকায় রাত কাটে। পরদিন জুম'আর আগে আব্বুর সাথে কথা হয় *আল-হামদুলিল্লাহ*। আমি গিয়ে সালাম দিতেই আব্বু আমাকে চিনে অস্ফুট স্বরে 'ওয়ালাইকুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু' পুরোটা বললেন। কিছু কথা হ'ল। আব্বুর স্মৃতিশক্তি দেখে অবাক হয়ে গেলাম। আমি বললাম, আব্বু আমাকে একবার 'শরীফা' বলে ডাক না। আব্বু ডাকলেন। চোখের পানি ধরে রাখতে পারিনি। গত ঈদুল ফিৎরে সুস্থ দেখে আসি। দীর্ঘদিনের তৃষ্ণায় ডাক্তারি যন্ত্রপাতির ভীড়ে আব্বুকে দেখে অনুভূতিটা যেন শূন্য হয়ে গেছে। পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হ'তে যাচ্ছি- এটা প্রায় নিশ্চিত জেনে অঝোরে কাঁদলাম। তখনই শেষ ডেকেছিলেন। আর ডাকেননি। কোনদিন ডাকবেন না। এ সত্য মনে হ'লে ডুকরে কেঁদে ওঠে মন। মানুষের জীবনে এর চেয়ে নির্মম সত্য আর কি-ই বা হ'তে পারে।

৬ই এপ্রিল'১৫ তারিখে হাসপাতাল থেকে আব্বুকে বাসায় আনা হয়। আমরা ৯ ভাইবোন দিনে রাতে সুযোগ মত সবাই কাছে থেকেছি। একদিন আব্বু যন্ত্রণায় অস্থির। আমি বললাম- আব্বু! তোমার কি অনেক কষ্ট হয়? আব্বু মাথায় ইশারা করলেন। আমি যন্ত্রণা লাঘবের আশায় বললাম- আব্বু! তোমার নয়টা সন্তান। সবাই বিশুদ্ধ তিলাওয়াতকারী। যথাসাধ্য সুন্নাহ্‌র অনুসারী। এমন সন্তান যার আছে তার আবার কিসের ভয়? তোমার কোন ভয় নেই, কোন চিন্তা নেই। শুধু একটু ধৈর্য ধর, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তোমাকে ভাল রাখবেন। চোখ ভেঙ্গে অশ্রু বইছে আমার। আব্বুর বেদনাকাতর মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে ওঠল। হাসিমাখা মুখে তিনিও কাঁদলেন। এরপরে তিনি আর এভাবে অনুভূতি ভাগাভাগি করতে পারেননি।

২২ মার্চ থেকে ১০ মে পর্যন্ত ১ মাস ১৮ দিন আমরা ভাইয়েরা বোনেরা মহান মনিবের দরবারে ভিক্ষুকের মত হাত পেতে কেঁদেছি। আব্বুর খাট, তার রুম ছিল পরিবারের সদস্যদের সমন্বয়ে যিকর-আযকার ও তিলাওয়াতের মজলিস। আব্বুর শয্যাশায়ী জীবন আমরা চোখের সামনে মেনে নিতে কষ্ট পেতাম। হায়! এমন বিপদে সন্তান, সম্পদ কোন উপকার করতে পারে না। আমরা তাঁর সেবা-যত্ন, ডাক্তার-ঔষধে ন্যূনতম ত্রুটি রাখিনি। কিন্তু তাঁর কষ্টের ভাগ কানাকড়িও নিতে পারছি না। চূড়ান্ত ফায়ছালায় ব্যক্তির সুখ-দুঃখের ভাগীদার যে সে নিজেই, তা বেদনার সাথে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছি।

আমার আব্বু হাফেয আব্দুল মতীন সালাফী নশ্বর এই পৃথিবীর মায়াজাল ছিন্ন করে আমাদের সকলকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে গত ১০ই মে ২০১৫ দিবাগত রাত ১০-টায় ইন্তেকাল করেছেন। *ইন্নালিল্লা-হে ওয়া ইন্না ইলাইহে*

রাজেউন (মৃত্যু সংবাদ আত-তাহরীক জুন'১৫ সংখ্যা, ৪৮ পৃঃ দ্রঃ)। তিনি ৩ বার ব্রেইন স্ট্রোক করেছিলেন। তন্মধ্যে ২ বার বক্তব্যের মঞ্চে, আরেকবার ঘুমের মধ্যে। এছাড়াও তিনি ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, কিডনি ও ফুসফুসের সমস্যায় আক্রান্ত ছিলেন।

জন্ম ও শিক্ষা জীবন : ১৯৪৫ সালে কুমিল্লা যেলার দেবীদ্বার থানাধীন তুলাগাঁও (নোয়াপাড়া) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সাত ভাই-বোনের মধ্যে ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। তার পিতা মৌলভী সাঈদুর রহমান মিয়াঁজী ছিলেন এলাকার প্রভাবশালী ও জনপ্রিয় মৌলভী। মাত্র ২ বছর বয়সে পিতা ও ২৩ বছর বয়সে তিনি মাতাকে হারান। মায়ের স্নেহমাখা তত্ত্বাবধানে শৈশব-কৈশোর এবং বড় ভাই অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুছ ছামাদের তত্ত্বাবধানে তিনি শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করেন। পরবর্তীতে বসতি পরিবর্তন করে তারা পার্শ্ববর্তী বুড়িচং থানাধীন কাকিয়ারচর গ্রামে স্থানান্তরিত হন।

শিক্ষাজীবনের শুরুতে তিনি পড়াশুনায় বেশ অমনোযোগী ছিলেন। পুণ্যবতী মায়ের বিশেষ দো'আর বরকতে পরবর্তীতে শিক্ষার সর্বোচ্চ সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হন। আব্বুর মুখে শুনা, পড়াশুনায় অমনোযোগিতার কারণে একবার বড় ভাই পেঁয়াজ-রসুন কিনে দিয়েছিলেন ব্যবসা করার জন্য। তখন মায়ের অঝোর নয়নের কান্না আর দো'আয় আমার জীবনের আমূল পরিবর্তন হয়। ১৯৫৭ সালে বৃহত্তর ঢাকা যেলার রসূলপুর মাদরাসায় দাখিল ১ম বর্ষে ভর্তি হন। পড়াশুনায় মন না বসায় এক বছর পর প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করেন। ১৯৫৮ সালে কুমিল্লা যেলাধীন জগতপুর এ.ডি.এইচ. ফাযিল মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখানে বন্যায় সব ভাসিয়ে নিয়ে গেলে তার পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়। পরের বছর ১৯৫৯ সালে তিনি নরসিংদী যেলার 'মাধবদী হাফেযিয়া মাদরাসায়' ভর্তি হন। এখানে ২১ পারা হিফয সম্পন্নের পর প্রাতিষ্ঠানটির আভ্যন্তরীণ গোলযোগের কারণে এখান থেকেও বিদায় নেন। অবশেষে ১৯৬১ সালে নারায়ণগঞ্জের 'ফরাযীকান্দা হাফেযিয়া মাদ্রাসায়' ভর্তি হন এবং ১৯৬২ সালে এখান থেকেই বেশ পাকা শুনানীসহ হিফয সম্পন্ন করেন। ফলে শেষ বয়সেও তার কুরআনের হিফয ভাল ছিল। ১৯৬৩ সালে তিনি পুনরায় 'রসূলপুর ওছমান মোল্লা সিনিয়র মাদরাসায়' আলিয়া লাইনে ভর্তি হন। দুর্ভাগ্যক্রমে সেবারও বিরাট বন্যা হয়। ফলে লেখাপড়া এখানেও বন্ধ হয়ে যায়। এরপর তিনি জামালপুরের সরিষাবাড়ী আলিয়া মাদরাসায় এক বৎসর এবং ময়মনসিংহ যেলার ত্রিশালের চকপাঁচপাড়া মাদরাসায়ও কিছুদিন লেখাপড়া করেন। অতঃপর ১৯৬৫ সালের ২৭শে মার্চ তিনি পাকিস্তান গমন করেন এবং 'জামি'আ সালাফিইয়াহ লায়ালপুর' মাদরাসায় ভর্তি হন। দীর্ঘ আট বছর অধ্যয়নের পর সেখানের সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করে ১৯৭৩ সালের ১৫ই নভেম্বর দেশে ফিরে আসেন। পাকিস্তান থাকাবস্থায় তিনি ১৯৭০ সালে সেদেশের 'বোর্ড অব ইন্টারমিডিয়েট এন্ড সেকেন্ডারী এডুকেশন' থেকে মেট্রিক ও একই বোর্ড থেকে ১৯৭৩ সালে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। এরপর ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য আবেদন করেন। আবেদন মঞ্জুর হ'লে একই বছরের ১৮ই ডিসেম্বরে তিনি মদীনা অভিমুখে যাত্রা করেন। অতঃপর 'হাদীছ বিভাগ' থেকে ১৯৮৪ সালে তিনি সফলতার সাথে 'লিসান্স' ডিগ্রী অর্জন করেন।

কর্মজীবন : মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পূর্বেই তার কর্মজীবন শুরু হয়। ১৯৭৪ সালে বিবাহের অব্যবহিত পরে নিজ থানার 'জগতপুর এ.ডি.এইচ. ফাযিল মাদ্রাসায়' শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। এখানে তিনি প্রায় এক বছর শিক্ষকতা করেন। অত্র প্রতিষ্ঠানের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর দীর্ঘদিনের সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ তার প্রিয় ছাত্রদের অন্যতম ছিলেন। অতঃপর ১৯৭৫ সালে রাজশাহীর চারঘাট থানাধীন ভায়ালক্ষ্মীপুর দারুস সালাম হাফেযিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা ডা. হাসরাতুল্লাহ ছাহেবের অনুরোধে সাড়া দিয়ে তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। একাধারে চার বছর তিনি এখানে শিক্ষকতা করেন। উল্লেখ্য যে, সেসময় সুদূর কুমিল্লা থেকে রাজশাহী যাতায়াত ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত দুরূহ। দুই দিন লেগে যেত রাজশাহী পৌঁছতে। কখনো রিক্সা, কখনো ট্রেন, কখনো লঞ্চ, কখনো মহিষের গাড়ি এমনকি পায়ে হেঁটে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার বর্ণনাতীত কষ্ট স্বীকার করে তাকে সপরিবারে রাজশাহী আসতে হ'ত। অতঃপর ১৯৭৮ সালে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ লাভ করলে তিনি রাজশাহী ছেড়ে যান। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'লিসান্স' শেষ করে ১৯৮৪ সালে সৌদী দূতাবাসের অধীনে বাংলাদেশে সঊদী সরকারের 'মাবঊছ' হিসাবে চাকুরী নিয়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং কর্মস্থল হিসাবে তাঁর নিজ এলাকা কুমিল্লা যেলার বুড়িচং থানাধীন 'কোরপাই কাকিয়ারচর ইসলামিয়া ফাযিল মাদরাসাকে' বেছে নেন। জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি এই প্রতিষ্ঠানেই 'ইলমে দ্বীন' বিতরণে নিয়োজিত ছিলেন।

সাংগঠনিক জীবন : সাংগঠনিক জীবনে ১৯৭৮ সালে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গঠিত হ'লে তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার প্রচার সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। দেশে ফিরে এই সংগঠনেরই একজন সক্রিয় সমর্থক হিসাবে কাজ করেন। নব্বই দশকের শেষ দিকে 'যুবসংঘে'র উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝড়-ঝঞ্ঝার সময়ও তিনি এই সংগঠনের নীতি-আদর্শের সাথে একমত থেকে ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে মাঠে-ময়দানে বিশেষ করে কুমিল্লা যেলায় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গঠিত হ'লে তিনি 'আন্দোলন'-এর সাথে কাজ করেন। ২০০৫ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** মিথ্যা মামলায় গ্রেফতারের সময় তিনি রাজশাহীতে ছিলেন। তাবলীগী ইজতেমায় যোগদানের জন্য এসেছিলেন। তার মেজ জামাতা 'আত-তাহরীক' সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত

হোসাইনের বাসায় ছিলেন। মারকায মসজিদে শুক্রবারে জুম'আর ছালাত আদায় করেন। পুলিশ, গোয়েন্দা ও সাংবাদিকে তখন মারকায ভর্তি। ইজতেমা বাতিল হওয়ায় শনিবার সকালে তিনি কুমিল্লার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। অথচ হলুদ সাংবাদিকতার বশংবদরা সেদিনের পত্রিকায় রিপোর্ট করে যে, 'তাহরীক সম্পাদকের শ্বশুর গ্রেফতার ও তাহরীক সম্পাদক পলাতক' এই শিরোনামে। অথচ ততক্ষণে তিনি সুস্থ হালে কুমিল্লা গিয়ে পৌঁছেছেন। তবে বাস্তবে তিনি গ্রেফতার না হ'লেও ১৭ই আগষ্ট'০৫ দেশব্যাপী সিরিজ বোমা হামলার পর একাধিক দিন কুমিল্লা ডিবি অফিসে মুখোমুখি হ'তে হয়েছে তাঁকে। দিন-রাত অযথা এই বৃদ্ধ মানুষটিকে আটকে রেখে যারপর নেই মানসিক কষ্ট দেওয়া হয়েছে। তাঁর মেজ ছেলে 'যুবসংঘে'র বর্তমান কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি জামীলুর রহমানকে তো টানা তিন দিন তিন রাত ডিবি কার্যালয়ে আটকে রেখেছিল।

তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। শারিরীক অক্ষমতার পূর্ব পর্যন্ত কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতেন এবং সাধ্যমত আর্থিক সহযোগিতা করতেন। তিনি বেশ অতিথিপরায়ণ ছিলেন। বিশেষ করে আলেম-ওলামাদের আপ্যায়নে তিনি খুব আনন্দ বোধ করতেন।

সমাজ সংস্কার : আব্বুর সংস্কারধর্মী মনোভাব ছিল দৃঢ়। তিনি নিজ হাতে বহু উঁচু কবর সমান করেছেন। ঈদগাহের পাকা মিম্বর ভেঙ্গেছেন। শিরক-বিদ'আতের ব্যাপারে ছিলেন আপোষহীন। একবার বেশ কিছু মেহমানের জন্য মা হালুয়া-রুটি তৈরী করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সেদিন ছিল শবেবরাত। আব্বু ঢাকা থেকে বাড়ি ফিরে আয়োজন দেখে ভীষণ রাগান্বিত হন। পরে শ্রদ্ধেয় নানার হস্তক্ষেপে ভুলের অবসান হ'লেও বড়দের খেতে দেননি। তিনি ভুলক্রমেও বিদ'আতী খাবার খেতেন না। কোথাও খেতে বসলে আগে জেনে নিতেন এটা কিসের খাবার। বিদ'আতের নাম-গন্ধ থাকলেও খাবারের প্লেট ফেলে উঠে আসতেন। তাঁর এই আপোষহীন মনোভাবের কারণে আমাদেরও বহু কটূক্তি শুনতে হ'ত।

বিনা পয়সার খাদেম : জালসা-মাহফিল করে, খুৎবা দিয়ে, বিয়ে পড়িয়ে, ফৎওয়া- তাযকিয়া ইত্যাদি দিয়ে কোনদিন তিনি পয়সা নেননি। না অভাবে, না স্বাচ্ছন্দ্যে। এমনকি আশির দশকে ঢাকার কয়েক জায়গা থেকে স্থায়ী খতীব হওয়ার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন এই বলে যে, আমার সমাজ কে সংস্কার করবে? টাকার জন্য ঢাকা যাব, সমাজকে কি দিব? তিনি অত্যন্ত রাগতঃস্বরে বক্তব্য দিতেন। সে সময়ে কাকিয়ারচর গ্রামে সংস্কারের যে ঢেউ লেগেছিল তা অকল্পনীয়। গোটা পাড়ার পুরুষেরা ছালাতের জামা'আতে হাযির হ'ত। রাস্তায় দোকানপাটে কোন মহিলা বের হ'ত না। সে সময় তিনি এশা ও ফজরের পর মোমবাতি জ্বালিয়ে তাফসীর ও হাদীছের দরস দিতেন। গোটা এলাকায় সুন্নাতের একটা আবহ তৈরি হয়েছিল। গ্রামের প্রবীণ মানুষগুলো এখনো এসব কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন।

লেখনী : 'সহীহ হাদীসের মানদন্ডে আট রাকআত তারাবীহ' ও 'সহীহ হাদীসের মানদন্ডে সালাতুল ঈদাইন' নামে তার পৃথক দু'টি বই প্রকাশিত হয়েছে (১৯৯৯ইং)। এছাড়া আরও ৪টি পাণ্ডুলিপি, যেগুলো এক সংস্থায় ছাপাতে দিলে তাঁর নামে না ছাপিয়ে সংস্থার জনৈক ব্যক্তি নিজের নামে ছাপিয়ে ফেলেন। এই বইগুলো এবং ঐ ব্যক্তির নাম প্রকাশ করতে আব্বুর নিষেধ রয়েছে। হক্ব-এর দাওয়াতের স্বার্থে তিনি এবিষয়ে চুপ থেকেছেন। তিনি পূর্ণ কুরআনের বঙ্গানুবাদও করেছেন (অপ্রকাশিত)। এছাড়া আক্বীক্বা, আল্লাহ আরশেই বিরাজমান, ছূফী মতবাদ, রাফউল ইদায়েন, ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পাঠ ইত্যাদি বিষয়ে কিছু অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি রয়েছে।

শেষ কথা : আব্বার মৃত্যুর পরদিন ১১ই মে সোমবার সকাল ৯-টায় বাসায় পৌঁছে পিতার হাসিমাখা সুন্দর নিথর মুখখানি দেখে শোকে বিহ্বল হয়ে পড়ি। আর অঝোর নয়নে কান্নার সাথে মহান আল্লাহ্র বারগাহে হৃদয়ের গভীর থেকে আকুতি মিশ্রিত দো'আ করতে থাকি। আব্বুর প্রাণহীন দেহে হাত বুলাই, আর মর্মে মর্মে অনুভব করি, তিনি চিরদিনের জন্য আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। তার বিদায়ে প্রাণ স্পন্দন যেন বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। তিনি এখন কোথায় যাবেন? যিনি সব কিছু দেখভাল করতেন, তিনি এখন প্রাণহীন খাঁচা। আমাদের বেদনায় তার কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। এখন চিন্তা নিজেকে নিয়েই। তিনি এখন আসল ঘরের যাত্রী। মানুষ সব কিছু ছেড়ে কি নিয়ে চলে যায়? কি নিয়ে আসল ঘরে ফিরবে, তা কি কখনো ভেবে দেখে? যদি ভাবত, তবে প্রাণহীন নিথর দেহ থেকে মানুষ শিক্ষা নিত। যে শিক্ষা মানুষকে গর্ব-অহংকারহীন, লোভ-ক্ষোভহীন, হিংসা-বিদ্বেষহীন কোমল, পরিচ্ছন্ন ও উদার মানুষে পরিণত করত ।

পরিশেষে বলব, 'হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর এবং সুপথপ্রাপ্তদের মধ্যে তাকে উচ্চমর্যাদা দান কর। পিছনে তিনি যাদেরকে ছেড়ে গেলেন, তাদের মধ্যে তুমিই তার প্রতিনিধি হও। হে বিশ্বচরাচরের পালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে ও তাকে ক্ষমা কর। তুমি তার জন্য তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও এবং সেটিকে তার জন্য আলোকিত করে দাও' *(মুসলিম)*। -আমীন! ছুম্মা আমীন!!

দৃষ্টি আকর্ষণ

মাসিক আত-তাহরীক জুন ২০১৫ সংখ্যার ৪৯ পৃঃ সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৫-এর সিলেবাসে প্রতিযোগিতার বিষয় : ১. (ক) হিফযুল কুরআন-এ সূরা আহযাব-এর ৩৬ নং আয়াত যোগ হবে।

প্রসঙ্গ : চেয়ারে বসে ছালাত আদায়

*আব্দুর রহীম**

অসুস্থ ব্যক্তির চেয়ারে বসে ছালাত আদায়ের ব্যাপারে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যে, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের ফৎওয়া বোর্ড অসুস্থ ব্যক্তির জন্য চেয়ারে বসে ছালাত আদায় করাকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। এ বিষয়ে জাতীয় সংসদেও আলোচনা হয়েছে। অথচ দ্বীন সহজ। এতে কাঠিন্যের কোন স্থান নেই। সুতরাং ভুল ফৎওয়া দিয়ে এ জীবন ব্যবস্থাকে মানুষের কাছে কঠিন হিসাবে উপস্থাপন করার কোন যৌক্তিকতা নেই।

আল্লাহ তা'আলা মানুষ ও জিন জাতিকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। অতঃপর বান্দাকে তার সাধ্যমত ইবাদত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*। তিনি বলেন, لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا 'আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেন না' *(বাক্বারাহ ২/২৮৫)*।

শরী'আতের বিধানসমূহ বান্দাদের উপর চাপিয়ে তাদেরকে কষ্টে না ফেলে তিনি এর দ্বারা তাদেরকে পবিত্র করতে চান। তিনি বলেন,

مَا يُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ-

'আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে কোন কষ্টের মধ্যে ফেলতে চান না। বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের উপর তাঁর নে'মত পরিপূর্ণ করতে চান। যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর' *(মায়েদাহ ৫/৬)*। তিনি আরো বলেন, يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ 'আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান তোমাদের জন্য যা কষ্টকর তা তিনি চান না' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*।

রাসূল (ছাঃ) তাঁর ছাহাবীদের লক্ষ্য করে বলেন, يَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا، وَبَشِّرُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا 'তোমরা দ্বীনকে সহজ কর, কঠিন কর না। তাদেরকে সুসংবাদ দাও এবং (দ্বীনকে কঠিনভাবে উপস্থাপন করে তাদেরকে) তাড়িয়ে দিয়ো না'।[১] রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে দু'টি জিনিস উপস্থাপন করা হ'লে তিনি সহজটি গ্রহণ করতেন।[২]

ছালাত আদায়ের অবস্থা সমূহ :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ 'তোমরা ছালাতসমূহ ও মধ্যবর্তী ছালাতের হেফাযত কর এবং আল্লাহ্র জন্য একনিষ্ঠচিত্তে দাঁড়িয়ে যাও' *(বাক্বারাহ ২/২৩৮)*। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, একজন সুস্থ মানুষ ফরয ছালাত দাঁড়িয়ে আদায় করবে। কারণ এটি ছালাতের রুকন, যা ইচ্ছাকৃত বা ভুলক্রমে পরিত্যাগ করলে ছালাত বাতিল হয়ে যাবে। বসে ছালাত আদায় করলে ছালাত হবে না। তবে নফল ছালাত বসে আদায় করাতে কোন বাধা নেই। কিন্তু বসে নফল ছালাত আদায়কারী দাঁড়িয়ে ছালাত আদায়কারীর অর্ধেক ছওয়াব পাবে।[৩]

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضى الله عنه قَالَ: كَانَتْ بِيْ بَوَاسِيْرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلاَةِ فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ-

ইমরান ইবনু হুছাইন (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার অর্শ (পাইলস) রোগ ছিল। সেজন্য আমি রাসূল (ছাঃ)-কে ছালাত আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, 'তুমি দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করবে, তাতে সক্ষম না হ'লে বসে এবং বসতে সক্ষম না হ'লে শুয়ে ছালাত আদায় করবে'।[৪] উক্ত আয়াত ও হাদীছ থেকে ছালাত আদায়ের তিনটি অবস্থা প্রমাণিত হয়। ১. দাঁড়িয়ে ২. বসে এবং ৩. শুয়ে। অসুস্থ ব্যক্তি বসে বা শুয়ে ছালাত আদায় করলেও দাঁড়িয়ে ছালাত আদায়কারীর সমপরিমাণ ছওয়াব পাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا 'যখন বান্দা পীড়িত অথবা সফরে থাকে, তখন সে যা আমল করে তাতে সুস্থ অবস্থায় বাড়িতে অবস্থান করে ইবাদতকারীর ন্যায় ছওয়াব পাবে'।[৫]

ছালাতের ২য় অবস্থা :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: عَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ مَرِيضًا، وَأَنَا مَعَهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ، وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى عُودٍ فَوَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْعُودِ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ فَطَرَحَ الْعُودَ وَأَخَذَ وِسَادَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعْهَا عَنْكَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ، وَإِلَّا فَأَوْمِئْ إِيمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ-

* *গবেষণা সহকারী, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।*

১. *বুখারী হা/৬৯; মুসলিম হা/১৭৩৪।*
২. *বুখারী হা/৩৫৬০; মিশকাত হা/৫৮১৭।*
৩. *বুখারী হা/১১১৫; মিশকাত হা/১২৪৯।*
৪. *বুখারী হা/১১১৭; মিশকাত হা/১২৪৮।*
৫. *বুখারী হা/২৯৯৬; আহমাদ হা/১৯৬৯৪; মিশকাত হা/১৫৪৪।*

ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) তাঁর এক অসুস্থ ছাহাবীকে দেখতে গেলেন। এমতাবস্থায় আমি তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি তার কাছে প্রবেশ করে দেখলেন যে, তিনি কাঠের উপর কপাল রেখে ছালাত আদায় করছেন (কাঠের উপর সিজদা করছেন)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইশারা করলে তিনি কাঠটি ছুঁড়ে ফেলে একটি বালিশ নিলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি বালিশ সরিয়ে দাও এবং সাধ্যমত মাটিতে সিজদা কর। অন্যথায় ইশারা করে ছালাত আদায় কর। আর রুকূর তুলনায় সিজদায় মাথা কিছুটা বেশী নীচু করবে'।[৬] জাবের (রাঃ) থেকেও অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[৭]

عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَسَنَّ وَحَمَلَ اللَّحْمَ اتَّخَذَ عَمُودًا فِى مُصَلاَّهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ.

উম্মে কায়েস বিনতে মিহছান হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন বার্ধক্যে উপনীত হ'লেন এবং শরীর ভারী হয়ে গেল, তখন তিনি মুছাল্লায় একটি লাঠি রাখতেন। যার উপর ভর দিয়ে তিনি ছালাত আদায় করতেন।[৮] অত্র হাদীছ দ্বারা অসুস্থতার দরুন কোন কিছুতে হেলান দিয়ে ছালাত আদায়ের বৈধতা প্রমাণিত হয়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ كَثِيرٌ مِنْ صَلاَتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ 'নবী করীম (ছাঃ) মৃত্যু অবধি তাঁর অধিকাংশ (নফল) ছালাত বসে আদায় করেছেন।[৯] রাসূল (ছাঃ) একদা ঘোড়া থেকে পড়ে আহত হ'লে ফরয ছালাতও বসে আদায় করেছেন।[১০] রাসূল (ছাঃ) শেষ বয়সে অসুস্থ হয়ে পড়লে ফরয ছালাত বসে আদায় করতেন।[১১] ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'কোন অসুস্থ ব্যক্তি বসে ছালাত আদায় করলে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায়কারীর ন্যায় ছওয়াব পাবে'।[১২]

ইবনু কুদামাহ (রহঃ) বলেন, أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالساً- 'বিদ্বানগণ এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, দাঁড়াতে অক্ষম ব্যক্তি বসে ছালাত আদায় করবে'।[১৩]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعداً ولا إعادة عليه- 'মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছে যে, ফরয ছালাতে দাঁড়াতে অক্ষম ব্যক্তি বসে ছালাত আদায় করবে এবং তাকে পুনরায় ছালাত ঘুরিয়ে পড়তে হবে না'।[১৪]

আল্লামা শাওকানী (রহঃ) বলেন,

وحديث عمران يدلُّ على أنَّه يجوز لمن حصل له عذر لا يستطيع معه القيام أن يصلِّي قاعدًا ولمن حصل له عذر لا يستطيع معه القعود أن يصلِّي على جنبه-

ইমরান (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি[১৫] প্রমাণ করে যে, যার ওযর আছে যে, সে দাঁড়াতে সক্ষম নয়, সে বসে ছালাত আদায় করবে। আর যার ওযর থাকার কারণে বসতে সক্ষম নয়, সে শুয়ে ছালাত আদায় করবে'।[১৬]

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন,

وَقَد اتَّفَقَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا عَجَزَ عَنْ بَعْضِ وَاجِبَاتِهَا كَالْقِيَامِ أَوْ الْقِرَاءَةِ أَوْ الرُّكُوْعِ أَوْ السُّجُوْدِ أَوْ سَتْرِ الْعَوْرَةِ أَوْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ سَقَطَ عَنْهُ مَا عَجَزَ عَنْهُ-

'মুসলমানগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, মুছল্লী যখন ছালাতের কিছু ফরয যেমন কিয়াম (দাঁড়ানো), কিরাআত, রুকূ, সিজদাহ, লজ্জাস্থান আবৃত করা, কিবলামুখী হওয়া ও অন্যান্য বিধান পালনে অপারগ হবে, তখন অক্ষমতার বিষয়সমূহ তার উপর থেকে রহিত হয়ে যাবে'।[১৭]

বসে ছালাত আদায়ের পদ্ধতি সমূহ

প্রথম পদ্ধতি :

যে ব্যক্তি রোগ, অতিরিক্ত ওযন কিংবা অন্য কোন কারণে দাঁড়িয়ে থাকতে অক্ষম কিন্তু রুকূ-সিজদা করতে সক্ষম, এরূপ ব্যক্তি যেভাবে বসে তার পক্ষে ছালাত আদায় করা সম্ভব, সেভাবেই সে ছালাত আদায় করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, দাঁড়াতে সক্ষম না হ'লে বসে ছালাত আদায় করবে।[১৮] তবে রুকূ এবং সিজদার সময় ইশারা করবে। আর রুকূর তুলনায় সিজদায় মাথা বেশী নীচু করবে। রাসূল (ছাঃ) তাঁর এক অসুস্থ ছাহাবীকে বলেন, তুমি ইশারা করে ছালাত আদায় কর। আর রুকূর তুলনায় সিজদায় মাথা বেশী নীচু করবে।[১৯]

দ্বিতীয় পদ্ধতি :

রোগ বা ওযন বেশী হওয়ার কারণে দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়াতে অক্ষম, কিন্তু কিছু সময়ের জন্য দাঁড়াতে সক্ষম। এরূপ ব্যক্তি সাধ্যমত দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করবে। যখন তার জন্য দাঁড়িয়ে থাকা কষ্টসাধ্য হবে তখন বসে পড়বে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ 'সুতরাং সাধ্যানুযায়ী

৬. *মু'জামুল কাবীর হা/১৩০৮২; ছহীহাহ হা/৩২৩।*
৭. *বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/৩৪৮৪; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/২৮৯৪।*
৮. *আবুদাঊদ হা/৯৪৮; ছহীহাহ হা/৩১৯; ইরওয়া হা/৩৮১।*
৯. *মুসলিম হা/৭৩২; নাসাঈ হা/১৬৫৬।*
১০. *বুখারী হা/১১১৪; মুসলিম হা/৪১১; মিশকাত হা/১১৩৯।*
১১. *নাসাঈ হা/৭৯৭; আহমাদ হা/২৬১৫৬।*
১২. *আল-মাজমূ' ৪/৩১০।*
১৩. *মুগনী ২/১০৬।*
১৪. *মাজমূ' ৪/৩১০; ছালেহ মুনাজ্জিদ, ফাতাওয়া ইসলাম ১/৫০০৯, প্রশ্ন নং ৫০৬৮৪।*
১৫. *বুখারী হা/১১১৭।*
১৬. *নায়লুল আওত্বার ৩/২২৫; ফাতাওয়া ইয়াসআলূনাকা ৮/১৫।*
১৭. *মাজমূ' ফাতাওয়া ৮/৪৩৮।*
১৮. *বুখারী হা/১১১৭; মিশকাত হা/১২৪৮।*
১৯. *মু'জামুল কাবীর হা/১৩০৮২; ছহীহাহ হা/৩২৩।*

আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ৬৪/১৬)* ।

আল্লামা আব্দুর রহমান বিন নাছির সা'দী (রহঃ) বলেন, এ আয়াত প্রমাণ করে যে, প্রত্যেক ওয়াজিব কাজ যখন বান্দা পালনে অপারগ হবে তখন তার উপর থেকে তা রহিত হয়ে যাবে। আর যখন বান্দা কোন কাজের কিছু অংশ পালনে সক্ষম ও কিছু অংশ পালনে অক্ষম হবে, তখন সে ততটুকু পালন করবে যতটুকু পালন করা তার পক্ষে সম্ভব। আর বাকীটুকু রহিত হয়ে যাবে । যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ– 'আমি যখন তোমাদেরকে কোন বিষয়ে নির্দেশ দেই তখন তোমরা তা পালন কর যতটুকু তোমরা সক্ষম হও' ।[২০]

তৃতীয় পদ্ধতি :

যে ব্যক্তি রোগ, স্থূলতা, কিংবা অন্য কোন কারণে দাঁড়াতে সক্ষম কিন্তু রুকূ করতে অক্ষম। এরূপ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করা শুরু করবে। যখন রুকূ করার সময় হবে তখন চেয়ারে বসে বা দাঁড়িয়ে তার সাধ্যমত ইশারা করে রুকূ করবে। অতঃপর সাধ্যমত মাটিতে সিজদা করবে। ইবনু কুদামাহ বলেন, যে ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম কিন্তু রুকূ-সিজদা করতে অক্ষম, তার জন্য দাঁড়ানো রহিত হবে না। সে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করবে এবং ইশারায় রুকূ করবে।[২১]

চতুর্থ পদ্ধতি :

যে ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম, কিন্তু সিজদা করতে অক্ষম। এরূপ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করা শুরু করবে এবং কিয়াম ও কিরাআত পাঠ করার পর রুকূ করবে। অতঃপর সিজদার সময় সাধ্যমত চেয়ারে বা মাটিতে বসে ইশারায় সিজদা করবে। সিজদার সময় সক্ষম হ'লে সে মাটিতে হাত রাখবে। অন্যথায় হাঁটুর উপর হাত রেখে ইশারায় সিজদা করবে।

পঞ্চম পদ্ধতি :

যে ব্যক্তি ছালাতে দাঁড়াতে সক্ষম কিন্তু রোগের কারণে রুকূ ও সিজদা করতে অক্ষম। সে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করা শুরু করবে। যখন রুকূ করার সময় হবে তখন সে সাধ্যমত চেয়ারে বা মাটিতে বসে ইশারা করে রুকূ ও সিজদা করবে। অর্থাৎ ঝুঁকে রুকূ আদায় করবে, কিন্তু সিজদাতে রুকূর চেয়েও একটু বেশি ঝুঁকবে।[২২]

চেয়ারে বসে ছালাত আদায়ের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের ফাৎওয়া :

(১) শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মাটি বা চেয়ারে বসে ছালাত আদায় করবে তার জন্য আবশ্যক হ'ল- সে রুকূর তুলনায় সিজদায় বেশী মাথা নিচু করবে। আর তার জন্য সুন্নাত হ'ল- রুকূ অবস্থায় তার দু'হাত হাঁটুতে রাখা। আর সিজদা অবস্থায় আবশ্যক হ'ল- সাধ্যমত হাত দু'টিকে মাটিতে রাখা। তাতে সক্ষম না হ'লে হাতদ্বয় হাঁটুর উপর রাখতে হবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমি সাতটি অঙ্গের উপর সিজদা করতে আদিষ্ট হয়েছি- কপাল, দু'হাত, হাঁটুদ্বয় ও দু'পায়ের অগ্রভাগ।[২৩] আর যে ব্যক্তি এতেও অপারগ হবে এবং চেয়ারে বসে ছালাত আদায় করবে, তাতে কোন অসুবিধা নেই।[২৪]

(২) সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদের ফৎওয়া বোর্ড 'লাজনা-দায়েমা'কে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হ'লে তারা উত্তরে বলেন, 'দাঁড়াতে অক্ষম ব্যক্তি মাটিতে বা চেয়ারে বসে ছালাত আদায় করতে পারে, যদি তা তার জন্য সুবিধাজনক হয়। যখন সে মাটিতে সিজদাহ করতে অক্ষম হবে, তখন সে শূন্যে ইশারায় রুকূ-সিজদা করবে। তবে রুকূর তুলনায় সিজদায় মাথা বেশী নীচু করবে।[২৫] কিন্তু বালিশ বা কোন বস্তুতে সিজদা দিতে পারবে না।[২৬]

(৩) শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, অসুস্থ অবস্থায় চেয়ারে বসে ছালাত আদায়ে কোন বাধা নেই। প্রথমতঃ দাঁড়িয়ে ছালাত করতে হবে। না পারলে ছালাতে বসার ন্যায় বসে আদায় করবে। তাতে অক্ষম হ'লে চারজানু হয়ে বসে। এতেও সক্ষম না হ'লে হাতে হেলান দিয়ে বসে ছালাত আদায় করবে। আল্লাহকে সাধ্যমত ভয় করতে হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ 'সুতরাং তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ৬৪/১৬)* । তাছাড়া আল্লাহ আরও বলেন, لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا 'আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না' ।[২৭]

(৪) শায়খ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ বলেন, কিয়াম, কিরাআত, রুকূ ও সিজদা ছালাতের রুকনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে সে এগুলো যথাযথভাবে পালন করবে। তবে যে ব্যক্তি অসুস্থতা বা বার্ধক্যের কারণে দাঁড়াতে অক্ষম হবে, সে মাটিতে বা চেয়ারে বসে ছালাত আদায় করবে।[২৮]

(৫) ফাতাওয়ায়ে আযহারে বলা হয়েছে, যদি কেউ চেয়ার ব্যতীত অন্য কোথাও বসতে না পারে, তাহ'লে চেয়ারে বসে ছালাত আদায়ে কোন বাধা নেই। তবে মাথা দিয়ে ইশারা করে রুকূ-সিজদা করবে।[২৯]

(৬) ফাতাওয়াশ শাবাকাতুল ইসলামিইয়ায় অসুস্থ ব্যক্তির চেয়ারে বসে ছালাত আদায়ের বৈধতার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হ'লে উত্তরে বলা হয়, فلا حرج إن شاء الله في الصلاة على

---

২০. *বুখারী হা/৭২৮৮; মিশকাত হা/২৫০৫; তাফসীরে সা'দী, পৃঃ ১০৩১।*
২১. *মুগনী ২/১০৭।*
২২. *মু'জামুল কাবীর হা/১৩০৮২; ছহীহাহ হা/৩২৩।*
২৩. *বুখারী হা/৮১২; মিশকাত হা/৮৮৭।*
২৪. *মাজমূ' ফাতাওয়া বিন বায ১২/২৪৫-২৪৬; ফাতাওয়া ইসলাম ১/৫০০৯, প্রশ্ন নং ৫০৬৮৪।*
২৫. *মু'জামুল কাবীর হা/১৩০৮২; ছহীহাহ হা/৩২৩।*
২৬. *ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৬/৩৬০, ৬/৩৬৭, প্রশ্ন নং ১৮৫৩৬, ১৭২৮২।*
২৭. *বাক্বারাহ ০২/২৮৫; ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৩/১৮৪, ৫/১৮৪।*
২৮. *ছালেহ মুনাজ্জিদ, ফাতাওয়া ইসলাম ১/৫০০৯, প্রশ্ন নং ৫০৬৮৪।*
২৯. *ফাতাওয়া আযহার ১/৬০; ফাতাওয়া দারিল ইফতা আল-মিসরিইয়াহ ১/৬০।*

كرسي لمن عجز عن الصلاة قائماً، ولو كان ذلك في داخل المسجد، 'দাঁড়িয়ে ছালাত আদায়ে অক্ষম ব্যক্তির জন্য চেয়ারে বসে ছালাত আদায়ে ইনশাআল্লাহ কোন অসুবিধা নেই। যদিও তা মসজিদের ভিতরে হয়'।[৩০] এছাড়াও বিভিন্ন দেশের প্রখ্যাত ওলামায়ে কেরাম অসুস্থ ব্যক্তির জন্য চেয়ারে বসে ছালাত আদায়ের পক্ষে ফৎওয়া দিয়েছেন।

চেয়ারে বসে ছালাত আদায়কালে করণীয় :

যারা চেয়ারে বসে ছালাত আদায় করবে তারা সরাসরি ইমামের পিছনে দাঁড়ানো থেকে বিরত থাকবে। তারা কাতারের শেষ প্রান্তে দাঁড়ানোর চেষ্টা করবে। তবে প্রত্যেক মুছল্লীর প্রথম কাতারের ছওয়াব অর্জনের অধিকার রয়েছে।[৩১] তাই অসুস্থ ব্যক্তি প্রথম কাতারের নেকির আশায় কাতারের ডাইন বা বাম প্রান্তে চেয়ারে বসতে পারে।

চেয়ারটি হবে ছোট আকারের। যাতে পাশের ও পিছনের অন্যান্য মুছল্লীর কাতার নষ্ট না হয় বা সোজা করতে কোন অসুবিধা না হয় (এ ব্যাপারে হারামায়েন-এর চেয়ার সমূহ দ্রষ্টব্য)। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা কাতার সোজা কর। কেননা কাতার সোজা করা ছালাতের পূর্ণতার অংশ'।[৩২] চেয়ারের পায়া পাশের মুছল্লীর পায়ের সাথে মিলে থাকতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা কাতার সোজা কর এবং একে অপরের সাথে ঘেঁষে ঘেঁষে দাঁড়াও। কারণ আমি তোমাদেরকে পিছন থেকেও দেখতে পাই'।[৩৩] তিনি ছালাতে কাঁধে কাঁধ ও পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়াতে বলতেন।[৩৪] তিনি আরো বলতেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী কাতারে ঘেঁষে ঘেঁষে দাঁড়ানো ব্যক্তিদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন'।[৩৫] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, 'তোমরা শয়তানের জন্য কাতারের মাঝে ফাঁকা স্থান রেখো না। যে কাতারের সাথে মিলে দাঁড়াল আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করলেন। আর যে কাতার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকল আল্লাহ তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন'।[৩৬] রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কাতারে দু'জনের মাঝের ফাঁকা বন্ধ করল, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে গৃহ নির্মাণ করবেন এবং তার মর্যাদা এক গুণ বৃদ্ধি করবেন'।[৩৭]

শায়খ ওছায়মীন ও আব্দুর রহমান বার্রাক (রহঃ) বলেন, যদি মুছল্লী পুরো ছালাত চেয়ারে বসে আদায় করে তাহ'লে চেয়ারের পায়া মুছল্লীদের পায়ের বরাবর রাখতে হবে। আর যদি কেবল রুকূ ও সিজদার সময় চেয়ার ব্যবহার করা হয়, তাহ'লে সে কাতারের সাথে মিলে দাঁড়াবে এবং চেয়ার পিছনে রাখবে। তবে এমন পিছনে রাখা যাবে না যাতে পিছনের মুছল্লীর রুকূ-সিজদা করতে কষ্ট হয়।[৩৮]

অতএব একজন সুস্থ ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করতে হবে। তাতে সক্ষম না হ'লে মাটিতে বসে ছালাত আদায় করতে হবে। তাতে সক্ষম না হ'লে চেয়ার বা অনুরূপ সহায়ক বস্তুতে বসে ছালাত আদায় করতে হবে। তাতে সক্ষম না হ'লে শুয়ে যেভাবে সম্ভব হবে সেভাবে ছালাত আদায় করতে হবে। ব্যক্তির জ্ঞান থাকা পর্যন্ত ছালাত মাফ নেই। প্রত্যেক মুসলমানকে ছালাতের ব্যাপারে আরো যত্নবান হ'তে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিকভাবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ বুঝে সে অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দিন-আমীন!

---

৩০. *আব্দুল্লাহ ফকীহ, ফাতাওয়াশ শাবকাতুল ইসলামিইয়া ৪/২৩৪৫, প্রশ্ন নং ২২২৯১।*
৩১. *বুখারী হা/৭২১; মিশকাত হা/৬২৮।*
৩২. *বুখারী হা/৭২৩; মুসলিম হা/৪৩৩; মিশকাত হা/১০৮৭।*
৩৩. *বুখারী হা/৭১৯; মিশকাত হা/১০৮৬।*
৩৪. *আবুদাউদ হা/৬৬৭; মিশকাত হা/১০৯৩।*
৩৫. *ইবনু মাজাহ হা/৯৯৫; ছহীহাহ হা/২২৩৮,২৫৩২; ছহীহুল জামে' হা/১৮৩৪।*
৩৬. *আবুদাউদ হা/৬৬৬; মিশকাত হা/১১০২; ছহীহাহ হা/৭৪৩।*
৩৭. *মু'জামুল আওসাত্ব হা/৫৭৯৭; ছহীহাহ হা/১৮৯২।*
৩৮. *ফাতাওয়া ইসলাম ১/৬৫৪০, ১/৫০০৯, প্রশ্ন নং ৯২০৯ ও ৫০৬৮৪: আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ৬/২১।*

দ্রুততম সময়ে দৈনন্দিন জীবন জিজ্ঞাসার পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক সমাধান প্রদানের লক্ষ্যে চালু হয়েছে

মাসিক আত-তাহরীক

ফাতাওয়া হটলাইন

০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭

যে কোন ফৎওয়া জানতে অথবা মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর প্রশ্নোত্তর বিভাগে প্রশ্ন প্রেরণ করতে সরাসরি যোগাযোগ করুন অথবা নাম-ঠিকানাসহ এসএমএস করুন।

সময় : বিকাল ৪-টা থেকে সাড়ে ৬-টা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

আইডিয়াল ইসলামিক একাডেমী, জামালপুর

(প্লে গ্রুপ থেকে ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত)

ভর্তি চলছে: (শুধুমাত্র) নাযেরা, হিফয ও মাদানী নিসাবে

প্রতিষ্ঠানের বিশেষত্ব :

* সাধারণ, আলিয়া, ক্বওমী ও হিফয শিক্ষার সমন্বয়।
* বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও সুন্দর হাতের লেখা অনুশীলন।
* স্বল্প সময়ের মধ্যে আরবী ও ইংরেজীতে কথোপকথন ও লেখালেখিতে দক্ষ করে তোলা।
* পূর্ণ ইসলামী বিধি-বিধানের উপর গড়ে তোলা।
* আলেম হিসাবে গড়ে তোলার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা।
* গৃহশিক্ষকের প্রয়োজন মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা।
* দুর্বল ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা।
* একই ভবনে একাডেমিক ও আবাসিক শিক্ষা ব্যবস্থা।
* শিরক-বিদ'আত ও রাজনীতি মুক্ত প্রতিষ্ঠান।

যোগাযোগ

জুয়েল ম্যানশন (জাপানি), নয়াপাড়া (মনি চেয়ারম্যান বাড়ী মোড়ের পশ্চিম পার্শ্বে), জামালপুর।
মোবাইল : ০১৮৩৬-৯৫৮৭২৬; ০১৭৮২-১১৩৮৪২; ০১৮৬৩-৬৮২৪৭০

কবিতা

রামাযানের চাঁদ

আতিয়ার রহমান
মাদরা, সোনাবাড়িয়া, সাতক্ষীরা।

উঠল আজি পশ্চিমেতে
রামাযানের ঐ নতুন চাঁদ,
মিটিয়ে নিবে মুমিনগণের
লক্ষ পাপের ইমারাত।
নাই মোটে তাই দুঃখ-ব্যথা
সুখ সাগরে দেয় সাঁতার,
আটকা পেল শয়তানেরা
সব পাতকের রুদ্ধ দ্বার।
থাকবে না আর এই ধরাতে
পঙ্কিলতার ভয়-ভীতি,
মুছবে মনের সব কালিমা
আর হবে না ক্ষয়ক্ষতি।
আল্লাহ ছাড়া কারোর কাছে
করব না আর শির নত,
পাক কালেমার বাস্তবতা
চলব ক্ষতি হউক যত।
আজ হরষের উঠল তুফান
মিটল মনের শংকা ভয়,
বন্দেগীতে মন ডুবিয়ে
ফেরদৌসকে করব জয়।
শেষ দিবসে আল্লাহ্‌র দেওয়া
লইব ইনাম হাত পেতে,
রাইয়ান নামক তোরণ দিয়ে
ঢুকব মোরা জান্নাতে।
জাহান্নামের সব দরজা
বন্ধ হ'ল রামাযানে,
তাই তো খুশীর উঠল তুফান
ফুর্তি হরষ সবখানে।
সব ভরসা নাই নিরাশা
আজকে খুশীর মাসটাতে
আল্লাহ্‌র দেওয়া ওয়াদাগুলো
পূর্ণ হবে শেষটাতে।

ছিয়ামের দাওয়াত

আবুল কাসেম
গোভীপুর, মেহেরপুর।

রামাযানের ঐ চাঁদ উঠেছে
এলো রহমত নিয়ে,
ছিয়াম পালন করতে হবে
গুনাহ যাবে ক্ষয়ে।
ভোরের রাতে মুয়ায্‌যিন ডাকে
সময় হ'ল ওঠরে,
সাহারী খাও ছিয়ামকারী
ছালাত আদায় কর ফজরে।
আল্লাহ মোদের দান করেছেন
রহমতের একটি মাস,
ছালাত পড় ছিয়াম কর
হবে না কভু নিরাশ।
ছিয়ামকারীর বিনিময় দিবেন
আল্লাহ নিজ হাতে,
সেদিন তোমরা লাভ করবে
আমলনামা ডান হাতে।
হাযার মাসের চেয়ে উত্তম
ক্বদরের ঐ একটি রাত,
তোমরা যদি নিতে পার
জাগো শেষের দশটি রাত।
ছালাত পড়, ছাদাক্বা কর
মনে রেখ এক আশা,
আল্লাহ্‌র কাছ পাবে তোমরা
প্রতিদান ভালবাসা।

আনন্দময় রামাযান

আলী হোসাইন সাদ্দাম
পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট, দিনাজপুর।

তোমার অপেক্ষায় ছিলাম এগার মাস
অবশেষে তুমি এলে,
তোমায় নিয়ে ব্যস্ত হ'লাম
সব কর্ম ফেলে।
তারাবীহ্, সাহারী, ছিয়াম ইফতারে
বড়ই ফযীলত
আল্লাহ্‌র হাতে পাব পুরস্কার
যেদিন কিয়ামত।
এই খুশিতে সবাই মিলে
ইবাদতে লিপ্ত,
রামাযানের রহম মেখে
সবাই মোরা দীপ্ত।

এটা কেমন আধুনিকতা

মুহাম্মাদ মাশরেকুল আনোয়ার
মীম মেডিসিন কর্ণার, সাভার, ঢাকা

এটা কেমন আধুনিকতা প্যান্ট থাকে না মাজায়
লাল দু'টি ঠোঁট বেজায় কালো খাইছে তারে গাঁজায়।
বসতে গেলে প্যান্ট ফাটে তাই প্রস্রাব করে দাঁড়িয়ে
আধুনিকতার ছোঁয়ায় রাস্তার ডগকে গেছে ছাড়িয়ে।
মাজা মরা তবু বীর বাহাদুর শার্টের বোতাম খোলা
মহল্লার মাস্তান ও চাঁদাবাজ বাপের সাধু পোলা।
ছেলে তো নয় হাফ লেডিস মাথায় লম্বা চুল
কণ্ঠে মালা হস্তে ব্রেসলেট কানে ঝুলছে দুল।
রাস্তা ঝাড়ু দেওয়ার কাজটা প্যান্ট লুঙ্গিতেই সারে
সকাল-সন্ধ্যায় সিগারেটে জোরে সুকটান মারে।
আধুনিকতার জোয়ারে ভাসছে পুরুষ ও নারী
আকর্ষণীয় অঙ্গ ঢাকে না তারা পরলেও উড়না শাড়ী।
মাথা ও বুক থাকে খালি উড়না প্যাঁচায় গলায়
প্যান্ট ও শার্ট পরে আল্ট্রা মর্ডান অঙ্গভঙ্গি চলায়।
বব কাটা কালো কেশে মাখে কালার বা মেহেদী।
স্টাইল দেখে চেনা মুশকিল মুসলিম নাকি ইহুদী।
পাশ্চাত্যের বেহায়া বর্বরতায় ছেয়ে গেছে দেশ।
ধনে জনে উন্নয়ন আসলেও মুসলমানি হচ্ছে শেষ।

***

স্বদেশ

পুলিশের কারণে অপরাধীরা পার পেয়ে যায়

-প্রধান বিচারপতি

প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা বলেছেন, 'পুলিশ তদন্ত করতে গিয়ে মামলায় প্রকৃত আসামীদের বাদ দিয়ে প্রতিবেদন দিয়ে থাকে। এতে অপরাধীরা পার পেয়ে যায়'। গত ১লা জুন গোপালগঞ্জ যেলা জজ আদালতের উদ্যোগে আদালতের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত কনফারেন্সে প্রধান বিচারপতি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, পুলিশকে মামলার সঠিক তদন্ত করে বিচারপ্রার্থীদের ন্যায়বিচার পেতে সহযোগিতা করতে হবে। মামলায় প্রকৃত আসামীদের বাদ দিয়ে প্রতিবেদন দেওয়ায় মামলা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অপরাধীরা পার পেয়ে যায়। তাই ১৬১ ধারায় জবানবন্দি নেওয়ার সময় পুলিশকে আরো যত্নবান হ'তে হবে।

বিচারকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, বিচারকাজে দীর্ঘসূত্রিতা বিচার প্রত্যাশীদের জন্য কুফল বয়ে আনে। এ কারণে বিচারকদের নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে হবে এবং বিচারকাজে অহেতুক কালক্ষেপণ করা যাবে না। এর ফলে মানুষকে অযথা ভোগান্তির শিকার হ'তে হয়। যা দরিদ্র, নারী ও শিশুদের জন্য হয় আরও ক্ষতিকর।

[কথা খুবই সত্য ও বাস্তব। কিন্তু এর জন্য মূলতঃ দায়ী হ'ল দলীয় প্রশাসন ব্যবস্থা। ফলে পুলিশ এখন সরকারের লাইসেন্সপ্রাপ্ত সন্ত্রাসী দলে পরিণত হয়েছে। যখন যে সরকার ক্ষমতায় থাকে, সেই সরকারের লোকদের পক্ষে কাজ করাই হ'ল পুলিশের প্রচলিত রীতি। একইভাবে দলীয় আইনজীবী ও দলীয় বিচারকরাও এজন্য দায়ী। পারবেন কি মাননীয় প্রধান বিচারপতি সমস্যার মূল উৎপাটন করতে? (স.স.)]

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের লিখিত বক্তব্যে ১ পৃষ্ঠায় ৪৮টি বানান ভুল

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ সম্মেলনের এক পৃষ্ঠার লিখিত বক্তব্যে ৪৮টি শব্দের ভুল বানান পাওয়া গেছে। এছাড়া কম্পিউটারে কম্পোজ করা ৩১৩ শব্দের ঐ কপিতে লাইন স্পেসিংয়েও ছিল অসংখ্য ভুল; বেশ কয়েকটি শব্দকে লেখা হয়েছে ভেঙে ভেঙে। লিখিত বক্তব্যে বানান ভুলের বিষয়ে সচিব আবদুল মালেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হ'লে তিনি বলেন, এটা আমরা কেউ দেখিনি। এক পাতার লিখিত বক্তব্যে এতগুলো ভুল মন্ত্রণালয়ের দৈন্যদশার চিত্র কিনা– এ প্রশ্নে খানিকটা সময় নিয়ে তিনি বলেন, 'এটা দৈন্যদশা, ঠিকই দৈন্যদশা'। গত ২২শে মে সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘটনা ঘটে।

[দলীয় কারণে অযোগ্যরাই সরকারী চাকুরী পায় ও দ্রুত পদোন্নতি পায়। উপরোক্ত ঘটনা তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ (স.স.)]

<u>বাকৃবি গবেষকের গবেষণালব্ধ ফলাফল</u>

স্বল্প সময় ও স্থানে পুষ্টিকর শাক-সবজি

সম্পূর্ণ মাটিবিহীন পাত্রে বাড়ির ছাদ, বারান্দা বা আঙ্গিনায় একই সাথে শাক-সবজি ও মাছ উৎপাদনের নতুন কৌশল উদ্ভাবন করেছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের একোয়াকালচার বিভাগের অধ্যাপক ড. এম এ সালাম। গবেষণাগার হিসাবে নিজের বাসার ছাদকে বেছে নিয়ে মাত্র ১০ বর্গমিটার জায়গায় চাষ করছেন স্ট্রবেরী, লেটুস, বেগুন, স্কোয়াশ, টমেটো, ওলকপি, পুদিনা, কলা, আমড়াসহ আরও অনেক শাক-সবজি ও ফল। বাঁশের মাচা তৈরি করে মাটিবিহীন প্লাস্টিকের পাত্রে চাষ করেন ঐ সকল শাক-সবজি। পানি ভাসমান অবস্থায় কোন প্রকার রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার না করেই শুধুমাত্র মাছের পানিকে ব্যবহার করেই উৎপাদিত হয় ড. আব্দুস সালামের বাসার শাক-সবজি। এতে করে একদিকে পানির পরিমাণ কম লাগে, অন্যদিকে অপরিষ্কার পানিটি বিভিন্ন ধাপে পরিশোধিত হয়ে পুনরায় ট্যাংকে ফিরে আসে। ঐ পানিতেই থাকে উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান।

একটি প্লাস্টিকের পানির ট্যাঙ্কের উপরের মাথা কেটে পানি দিয়ে পূর্ণ করে তাতে প্রতি ১০ লিটার পানিতে একটি তেলাপিয়া মাছের পোনা ছেড়ে তাদের চাহিদা অনুযায়ী দুই বেলা ভাসমান খাবার সরবরাহ করা হয়। এখানে শুধু তেলাপিয়াই নয়, শোল, মাগুর ইত্যাদি মাছও চাষ করা যাবে। মাছের ট্যাঙ্কে যাতে অক্সিজেনের অভাব না হয় তার জন্য একটি বায়ু পাম্পের সাহায্যে পানিতে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। এবার মাছের ট্যাঙ্কের পানিকে একটি ছোট্ট পাম্পের সাহায্যে প্রতিটি পাইপের উপর দিয়ে তার মাঝে সরবরাহ করা হয়। এই পদ্ধতিতে মাছের ট্যাঙ্কে অ্যামোনিয়াযুক্ত দূষিত পানি গাছের শিকড়ের মাঝে বসবাসকারী ডি-নাইট্রিফায়িং ব্যাকটেরিয়া প্রথমে অ্যামোনিয়াকে ভেঙ্গে নাইট্রাইট ও পরে নাইট্রো-ব্যাকটর নাইট্রেটে পরিণত করে। এদিকে ঐ মাছের পানি গাছকে পুষ্টি জোগান দেয় এবং পরিষ্কার ও নিরাপদ পানি মাছের ট্যাঙ্কে ফিরে আসে।

উদ্ভিদের পুষ্টির জন্য নিজের বাসার খাবারের উচ্ছিষ্টাংশ, মরা ও পঁচাপাতা পাত্রে জমা রেখে পচন প্রক্রিয়ায় জৈব সার উৎপাদন করে গাছে সরবরাহ করেন বলে জানান ড. আব্দুস সালাম। ডিমের খোসাকে প্রসেসিং করে পাউডার হিসাবেও স্প্রে করে উপকার পেয়েছেন বলেও তিনি জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই পদ্ধতিটিকে যদি সফল বাস্তবায়ন করা যায়, তাহ'লে আমাদের দেশে আগামী প্রজন্মের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা সহজ ও টেকসই হবে। শুধু তাই নয়, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও চাষযোগ্য জমির পরিমাণ দিন দিন হ্রাস পাওয়ায় এ পদ্ধতি আমাদের দেশের জন্য খুবই উপযোগী হবে।

[ধন্যবাদ অধ্যাপক আব্দুস সালামকে। আল্লাহ রূযীর মালিক। তিনি বান্দার রূযীর জন্য আরেক বান্দার মাধ্যমে বিভিন্ন কৌশল উদ্ভাবন করে দেন। এক সময় মাটি ভাগ-বাটোয়ারার হিসাবে সন্তান জন্ম দানে কম-বেশীর হিসাব করা হ'ত। যাকে ম্যালথুসিয়ান থিওরী বলা হ'ত। তারই রেশ ধরে এখনও আমাদের দেশ সহ কিছু কিছু দেশের নেতারা একটি সন্তানই যথেষ্ট বলে তাদের জনগণের উপর কঠোরতা আরোপ করে থাকেন। ফলে এখন বয়স্কদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর তরুণ কর্মশক্তির অভাবে দেশ ক্রমেই অচল হয়ে যাচ্ছে। অধ্যাপক ছাহেবের উক্ত আবিষ্কারের জন্য সর্বপ্রথম আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জানাচ্ছি। অতঃপর আবিষ্কারক-এর প্রতি রইল অশেষ কৃতজ্ঞতা। এর মাধ্যমে সরকার যদি দরিদ্রতার ভয়ে সন্তান কমানোর ফন্দি-ফিকির বাদ দেয়, তাহ'লে সেটাই হবে বড় সফলতা (স.স.)]

বিদেশ

ইসলাম নিষিদ্ধের ঘোষণা দিয়ে নিজেই নিষিদ্ধ!

গত ১৬ই মে ফ্রান্সের সাবেক প্রেসিডেন্ট নিকোলাস সার্কোজির দলীয় নেতা এবং ভেনেলে শহরের মেয়র রবার্ট শার্ডন হুংকার ছেড়ে বলেছিলেন, '২০২৭ সালের মধ্যে অবশ্যই ফ্রান্সে ইসলাম ধর্মকে নিষিদ্ধ করা হবে এবং কেউ এ ধর্ম পালন করতে চাইলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে সীমান্তের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হবে'। তারপর দু'দিন না যেতেই তিনি নিজেই নিষিদ্ধ হওয়ার পথে রয়েছেন। তার দল ইউএমপি ইতিমধ্যে তাকে বহিষ্কারের ঘোষণা দিয়েছে এবং মেয়র পদ থেকেও বরখাস্ত হওয়ার অপেক্ষায় আছেন তিনি। ইউএমপির ভাইস প্রেসিডেন্ট নাথালি কসিউস্কো মরিজে বলেছেন, 'এ ধরনের অদ্ভুত মন্তব্য কোনভাবেই ইউএমপির কর্মসূচীর মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটায় না। আমি তার বহিষ্কারের প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য নির্দেশ দিয়েছি'। দলীয় প্রধান সার্কোজিও এ ব্যাপারে তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন।

ডিজিটাল যুগে মানুষের মনোযোগ কমেছে

তথ্য ও প্রযুক্তির উত্থানের ফলে মানুষের মনোযোগ কমেছে। এক দশক আগেও মানুষ যেকোন বিষয়ে টানা ১২ সেকেণ্ড মনোসংযোগ ধরে রাখতে পারত, এখন সেটি দাঁড়িয়েছে ৮ সেকেন্ডে। সম্প্রতি প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফটের গবেষণায় এমন তথ্য উঠে এসেছে। মানুষের জীবনে প্রযুক্তির প্রভাব কতখানি এবং বর্তমানের ডিজিটাল জীবনযাপনে মনোযোগের ব্যাপ্তি কতটা কমেছে তা জানতে ৫৪ পৃষ্ঠার গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছে মাইক্রোসফট। গবেষণায় দেখা যায়, ২০০০ সালে যেখানে মানুষের মনোযোগের ব্যাপ্তি ছিল গড়ে ১২ সেকেণ্ড সেখানে তা কমে ৮ সেকেণ্ডে নেমে এসেছে। তবে পুরুষদের তুলনায় নারীরা বেশিক্ষণ মনোযোগ ধরে রাখতে পারে।

পশ্চিমা আগ্রাসন ও স্বেচ্ছাচারের কারণে মধ্যপ্রাচ্যে চরমপন্থীদের উত্থান ঘটেছে

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পাশ্চাত্যের আগ্রাসী ও স্বেচ্ছাচারী কর্মকাণ্ডকে মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে সন্ত্রাসী তৎপরতা বেড়ে যাওয়ার প্রধান কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। সম্প্রতি ব্রিক্স জোটের সদস্য দেশগুলোর নিরাপত্তা পরিষদের সচিবদের সঙ্গে বৈঠকে তিনি এ কথা বলেন। এ বৈঠকে রাশিয়া, ব্রাজিল, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা ও চীনের নিরাপত্তা বিষয়ক পরিষদের সচিবরা উপস্থিত ছিলেন। পুতিন বলেন, জাতিসঙ্ঘের অনুমোদন ছাড়া মার্কিন নেতৃত্বে পাশ্চাত্যের সামরিক হস্তক্ষেপের আগে এ ধরনের জিহাদী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব এ অঞ্চলে ছিল না। প্রেসিডেন্ট পুতিন আরো বলেছেন, যেভাবে মধ্যপ্রাচ্য ও এর আশেপাশের দেশগুলোতে জিহাদী গোষ্ঠীগুলোকে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে, তার পরিণতি কখনোই ভালো হবে না।

আইএস'র মতো যোদ্ধাদের বিস্তারে পাশ্চাত্যের বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকার প্রতি রুশ প্রেসিডেন্ট সমালোচনা করে প্রায় এক মাস আগেও একটি প্রামাণ্য ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে আন্ত র্জাতিক সন্ত্রাসী চক্রের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক থাকার অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন। গত ২৬শে এপ্রিল প্রকাশিত ঐ ভিডিও চিত্রে বলেছেন, আমেরিকা এ অঞ্চলে তার অসৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাছিলের জন্য এসব গোষ্ঠীকে ব্যবহার করছে। তিনি বলেন এ ব্যাপারে যথেষ্ট দলীল-প্রমাণ তাদের হাতে রয়েছে।

[আসল তথ্য এভাবেই ফাঁস হয়ে যায়। আইএস-এর উত্থান ও হঠাৎ আঞ্চলিক পরাশক্তি হয়ে ওঠা এবং সেই সাথে ইসলামী খেলাফত ঘোষণা- সবকিছুই ইহূদী-খৃষ্টান চক্রান্তেরই অংশ। এর ফলে মারছে মুসলমান ও মরছে মুসলমান। আল্লাহ বলেন, ইহূদী-নাছারারা কখনোই তোমাদের বন্ধু নয় (বাক্বারাহ ১২০)। এরপরেও কথিত জিহাদীদের হুঁশ ফিরবে কি? (স.স.)]

মুসলিম জাহান

মুসলিম রোগীর চিকিৎসা করতে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন মার্কিন ডাক্তার অরিভিয়া

সম্প্রতি মার্কিন শিশু ও নারী বিশেষজ্ঞ ডা. ইউ এস অরিভিয়া ইসলাম গ্রহণ করেছেন। নিজের ইসলাম গ্রহণ প্রসঙ্গে ডা. অরিভিয়া বলেন, একদিন হাসপাতালে এক আরব মুসলিম নারী এলেন বাচ্চা প্রসবের জন্য। প্রসবের পূর্ব মুহূর্তে আমি জনৈক পুরুষ ডাক্তারকে তার বাচ্চা প্রসবের দায়িত্ব দিয়ে বাসায় যেতে চাইলে সে কান্না জুড়ে দেয়। এমতাবস্থায় তার স্বামী আমাকে জানালেন, সে চাইছে তার কাছে যেন কোন পুরুষের আগমন না ঘটে। কারণ সাবালক হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত পিতা, ভাই ও মামা প্রভৃতি মাহরাম পুরুষ ছাড়া কেউ তার চেহারা দেখেনি। একথা শুনে আমি হতবাক হয়ে হেসে উঠলাম এবং বাসায় যাওয়া থেকে বিরত থাকলাম। একসময় সন্তান প্রসব হ'ল। তার সাথে সন্তান জন্মের আনন্দে অংশ নিলাম। পরে তাকে চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে চল্লিশ দিন দাম্পত্যমিলন থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিলাম। কারণ আমি দীর্ঘদিনের গবেষণায় দেখেছি, আমেরিকান বহু নারী প্রসবের পরও দাম্পত্যমিলন অব্যাহত রাখার কারণে অভ্যন্তরীণ সংক্রমণ এবং সন্তান প্রসবঘটিত জ্বরে ভোগে। কিন্তু আমার দীর্ঘ গবেষণা মাটি করে দিয়ে আরব নারী বললেন, ইসলাম ধর্মে সন্তান জন্মের পর চল্লিশ দিন পর্যন্ত দাম্পত্যমিলন এমনিতেই নিষিদ্ধ। প্রসূতির কথা শুনে আমি থমকে গেলাম! বিস্ময়ে বিমূঢ় হ'লাম! ১৪০০ বছর আগে ইসলাম কিভাবে এ শিক্ষা দিল!

আরেকদিন এক শিশু বিশেষজ্ঞ এলেন নবজাতককে দেখতে। তিনি শিশুর মাকে বললেন, বাচ্চাকে ডান কাতে শোয়াবেন। ডান কাত শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এতে শিশুর হৃদস্পন্দন স্বাভাবিক থাকে। শিশুর পিতা তখন বলে উঠলেন, আমরা সবাই সবসময় এ নিয়ম মেনে চলি। আমরা সর্বদা ডান দিকে ফিরে ঘুমাই। এটা আমাদের নবী (ছাঃ)-এর সুন্নাত। এ কথা শুনে আমি বিস্ময়ে থ হয়ে গেলাম!!

যে জ্ঞান লাভ করতে আমাদের জীবনটাই পার করলাম, আর তা কিনা মুসলমানরা তাদের ধর্ম থেকেই পেয়ে এসেছে! ফলে আমি এ ধর্ম সম্পর্কে জানার সিদ্ধান্ত নিলাম। ইসলাম সম্পর্কে পড়াশুনার জন্য আমি এক মাসের ছুটি নিলাম এবং আমেরিকার অন্য শহরে একটি ইসলামিক সেন্টার চলে গেলাম। সেখানে আমি অধিকাংশ সময় অনেক আরব ও আমেরিকান মুসলমানের সঙ্গে উঠাবসা এবং নানা জিজ্ঞাসা আর প্রশ্নোত্তরের মধ্যে কাটালাম। আল-হামদুলিল্লাহ এর কয়েক মাসের মাথায় আমি ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলাম। *ফালিল্লা-হিল হামদ!*

মক্কায় তৈরী হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় হোটেল

মক্কায় তৈরী হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় হোটেল 'আবরাজ কুদাই'। মরু দুর্গের ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যশৈলীর সঙ্গে মিলেছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। ১২টি সুউচ্চ টাওয়ারের সম্মিলনে তৈরী হচ্ছে সুপরিসর সুবিশাল ঐ অট্টালিকা। অতিথিদের জন্য এতে থাকবে ১০ হাযার বেডরুম। কেবল রেস্তোরাঁই থাকবে ৭০টি। ২০১৭ সালে উদ্বোধনের সময় এটাই হবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় হোটেল। ৪৫ তলা ভবনের ১০ তলা মূল ভিত্তির মাঝ বরাবর গোলাকার ভবনটির একবারে শীর্ষে থাকবে বিশালাকার একটি গম্বুজ। গম্বুজসহ মাঝের এই গোলাকার ভবনকে চারদিকে বৃত্তের মতো ঘিরে থাকবে ১২টি আলাদা টাওয়ার। পুরোপুরি পাঁচতারকা মানের এই হোটেল তৈরী হবে একটা আলাদা হোটেল সিটির মতো। সঊদী রাজ পরিবারের বিশেষ তত্ত্বাবধানে কাবা শরীফের মাত্র এক মাইলের কিছু বেশী দূরে মক্কার মানাফিয়া এলাকায় নির্মিত হচ্ছে 'আবরাজ আল-কুদাই'।

প্রতি বছর হজ্জ ও ওমরাহ পালনে ৪০ লক্ষাধিক মানুষ আসেন এই পবিত্র নগরীতে। ক্রমেই বাড়তে থাকা চাপ সামলাতে একের পর

এক হোটেল গড়ে উঠছে মক্কায়। কিন্তু একের পর এক বিশাল সব অট্টালিকায় ঐতিহাসিক এই পবিত্র নগরের ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্য ক্রমেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে সমালোচনা করছেন কোন কোন মুসলিম বিশ্লেষক।

[আগামী দিনে এই হোটেলও ভাঙ্গতে হবে। তখন কি হবে? এই হোটেলে থাকবে কারা? এ হোটেল নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্তদের কোন কাজে লাগবে কি? এসব বিলাসী প্রকল্প বন্ধ করুন। তার বদলে ঐ অর্থ দিয়ে সব ধরনের হাজীদের বসবাসের উপযোগী গৃহ নির্মাণ করুন এবং হারামে যাতায়াত ব্যবস্থা সহজ করুন (স.স.)]

দাড়ি-হিজাবের পর আরবী নাম রাখা নিষিদ্ধ করল তাযিকিস্তান

পুরুষদের দাড়ি এবং নারীদের হিজাব নিষিদ্ধের পর তাযিকিস্তানে এবার আরবী নাম রাখা নিষিদ্ধ করেছে সেদেশের সরকার। দেশটির প্রেসিডেন্ট ইমোমালি রাহমোন আরবী নাম নিষিদ্ধ করতে একটি আইন পাসের জন্য পার্লামেন্টকে আদেশে দিয়েছেন। প্রেসিডেন্টের আদেশ অনুযায়ী আইন মন্ত্রণালয় আরবী নাম প্রতিহতে সব ধরনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। দেশটির ৮৫ লাখ জনসংখ্যার ৯০ শতাংশই মুসলিম। তবে প্রেসিডেন্ট বারবারই ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে একের পর এক আইন পাস করে যাচ্ছে।

এর আগে পুরুষদের দাড়ি রাখা ও নারীদের হিজাব নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি চলতি বছরে ৩৫ বছরের কম বয়সীদের হজে গমন নিষিদ্ধ করেছে তাযিক সরকার। সেখানে নাবালকদের মসজিদে ঢোকাও নিষিদ্ধ। এছাড়া সরকারীভাবে কিছু মসজিদ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং মসজিদের ইমামদেরকে প্রেসিডেন্টের প্রশংসা করে খুৎবা দিতে বাধ্য করা হয়েছে।

[ধর্মনিরপেক্ষতার তকমাধারী এইসব ইসলামের শত্রুদের দমন করার একমাত্র পথ হ'ল জনসচেতনতা। আমরা এই শয়তানী কর্মের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য সে দেশের জনগণ ও ওআইসির প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি (স.স.)]

চরমপন্থীদের কারণে পাকিস্তানের ক্ষতি ১০ হাযার ৭শ কোটি ডলার

গত ১৪ বছরে চরমপন্থীদের কারণে পাকিস্তানের ক্ষতি হয়েছে ১০৭ বিলিয়ন বা ১০ হাযার ৭০০ কোটি মার্কিন ডলার। সম্প্রতি দেশটির অর্থমন্ত্রী ইশাক দার কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক অর্থনৈতিক জরিপ প্রতিবেদনে এই তথ্য তুলে ধরা হয়। ঐ জরিপে দেখা গেছে, গত ১৪ বছর ধরে সন্ত্রাসবাদের বিভিন্ন তৎপরতার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ফল হিসাবে পাকিস্তানের ১০৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ৮ লাখ ৭০ হাযার কোটি রূপি ক্ষতি হয়েছে।

[চরমপন্থী উদ্ভবের কারণ হ'ল পাকিস্তান সরকারের ইসলাম বিরোধিতা এবং পাশ্চাত্যের দাসত্ব। অতএব মুসলিম নাগরিকদের ট্যাক্সের পয়সা যেমন ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যয় করা যাবে না, তেমনি উভয় পক্ষের চরমপন্থী আচরণের সংশোধন প্রচেষ্টা বাদ দিয়ে কেবল সশস্ত্র মুকাবিলার রাস্তা গ্রহণ করা যাবে না (স.স.)]

মার্কিন সেনা আগ্রাসন শুরুর পর থেকে আফগানিস্তানে মাদক উৎপাদন ৫০ গুণ বৃদ্ধি

আফগানিস্তানে মার্কিন আগ্রাসন শুরুর পর থেকে মাদক উৎপাদন ৫০ গুণ বেড়েছে। রুশ বার্তাসংস্থা 'স্পুটনিক' এ তথ্য জানিয়েছে। ২০০১ সালে আফগানিস্তানে মার্কিন সেনা মোতায়েন করার পর থেকে মাদক উৎপাদন ক্রমেই বাড়ছে। গত কয়েক বছরে সেখানে মাদক উৎপাদন ৫০ গুণ বেড়েছে। বর্তমানে সেদেশে ২ লাখ ২৪ হাযার হেক্টর জমিতে পপি চাষ করা হচ্ছে। পপি থেকেই প্রাণঘাতী হেরোইন উৎপাদিত হয়। জাতিসংঘের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিশ্বের ৯০ ভাগ মাদকদ্রব্য উৎপাদিত হয় আফগানিস্তানে। বিশ্বে প্রতি বছর মাদক সেবনের কারণে প্রায় এক লাখ ব্যক্তি মারা যায়। এছাড়া মাদকের কারণে নানা ধরনের অপরাধ বেড়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর অর্থেরও অন্যতম উৎসও হচ্ছে মাদক চোরাচালান।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

খামীর করা থেকে ভাজা পর্যন্ত সক্ষম রুটি তৈরীর মেশিন উদ্ভাবন

বাংলাদেশে তৈরী হ'ল ঘণ্টায় ৯০০ আটা বা ময়দার রুটি তৈরীর ক্ষমতাসম্পন্ন মেশিন। তিনধাপে খামীর করা থেকে ভাজা পর্যন্ত সক্ষম রুটি তৈরীর এই মেশিনটির উদ্ভাবক জেমস মার্টিন অধিকারী জানালেন, ভারতের তৈরী স্বল্প ক্ষমতাসম্পন্ন রুটি তৈরীর মেশিন দেখে তিনি এই অত্যাধুনিক মেশিনটি তৈরীর চিন্তা করেন। অতঃপর দীর্ঘ পরিশ্রম শেষে তা তৈরী করতে সক্ষম হন। তার মতে পুলিশ, আর্মি, বিজিবির মত প্রশাসনিক সেক্টর এবং বড় বড় হোটেলে ও কারাগারে স্বল্প সময়ে উত্তম রুটি তৈরীর জন্য অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করবে এই মেশিন। তিনভাবে বিভক্ত এ মেশিনে প্রথমে মিক্সিং মেশিনের মাধ্যমে খামীর তৈরী করতে হয়। তারপর ডো-বল তৈরীর মেশিনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে যেকোন সাইজের বল তৈরী করা হয়। অতঃপর রুটি মেশিনে ছেকে নেওয়ার মাধ্যমে পুরো কাজটি সম্পন্ন হয়। মিক্সিং মেশিনে ১৫ মিনিটে ২৫ কেজি আটা মিক্সিং করা যায়। অতঃপর মেশিনে প্রতি চার সেকেন্ড অন্তর অন্তর ডো-বল দেয়া যায়। ফলে ঘণ্টায় ৯০০ রুটি ভাজা সম্ভব হয়।

প্রথমবারের মত সফলভাবে মাথার খুলি প্রতিস্থাপন

যুক্তরাষ্ট্রের একদল চিকিৎসক বিশ্বে প্রথমবারের মতো মানুষের মাথার খুলি প্রতিস্থাপন করেছেন। জটিল এই অস্ত্রোপচারে ১৫ ঘণ্টা সময় লেগেছে। এতে সহায়তা করেন ৫০ জনের বেশী পেশাদার ডাক্তার। হিউস্টনের এমডি অ্যাণ্ডারসন ক্যানসার সেন্টার কর্তৃপক্ষ এ সাফল্যের কথা জানিয়েছে। ৫৫ বছর বয়সী জেমস বয়সেন নামক এক রোগীর মাথায় গত ২২শে মে ঐতিহাসিক এ অস্ত্রোপচার করা হয়। আংশিক খুলি প্রতিস্থাপনের পাশাপাশি তাঁর শরীরে একটি নতুন কিডনী ও অগ্ন্যাশয়ও সংযোজন করা হয়েছে। একই সঙ্গে খুলি ও মুখমণ্ডলের টিস্যু এবং অন্য অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ঘটনা এটিই প্রথম বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা। বিরল এক ধরনের ক্যানসারের চিকিৎসা নেওয়ার পর বয়সেনের মাথার খুলি ক্ষয়ে গিয়েছিল।

অস্ত্রোপচারে অংশগ্রহণকারী প্রধান শল্যচিকিৎসক মাইকেল ক্লেবাক বলেন, 'এটা ছিল অত্যন্ত জটিল শল্যচিকিৎসা। কারণ এ সময় আমরা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিস্যু প্রতিস্থাপন করেছি। এসময় অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে এক ইঞ্চির ১৬ ভাগের এক ভাগ আকারের রক্তনালিও জোড়া দেওয়া হয়েছে।

শুরু হ'ল পানি থেকে ডিজেল তৈরী

পানি থেকে পরিবেশবান্ধব কৃত্রিম ডিজেল তৈরী শুরু করেছে জার্মানির গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান অওডি। যার মূল কাঁচামাল হ'ল পানি। জার্মানির ড্রেসডেনে অবস্থিত প্ল্যান্টে পাওয়ার টু লিকুইড পদ্ধতিতে এই প্রকল্পের কাজ শুরু করেছে তারা। এই পদ্ধতিতে কাঁচামাল হিসেবে শুধু পানি ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড ব্যবহৃত হয়। ডিজেল ছাড়াও সম্প্রতি ই-গ্যাসোলিন নামে কৃত্রিম পেট্রোলও তৈরী করছে অওডি। অওডি নির্মিত গাড়িতে পরিবেশবান্ধব এই জ্বালানি ব্যবহার করা যাবে।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

আমীরে জামা'আতের সাতক্ষীরা সফর

গত ১৫ই মে সকাল সাড়ে ৬-টায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সাতক্ষীরা যেলা সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে দারুল ইমারত আহলেহাদীছ নওদাপাড়া, রাজশাহী থেকে সাতক্ষীরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। বেলা ১২-টা ২০ মিনিটে তিনি সাগরদাঁড়ি ট্রেন যোগে যশোর পৌঁছেন এবং শহরের ষষ্ঠীতলাস্থ টাউন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'মে'রাজের গুরুত্ব ও শিক্ষণীয় বিষয়ে'র উপর জুম'আর খুৎবা পেশ করেন।

জুম'আর ছালাতের পরে তিনি যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব আবুল খায়েরের বাসায় আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। অতঃপর বেলা ৩-টায় রওয়ানা হয়ে বিকাল ৫-টায় তিনি সাতক্ষীরা পৌরসভাধীন বাঁকালস্থ দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ কমপ্লেক্সে পৌঁছেন।

যেলা সম্মেলন : সাতক্ষীরা

আল্লাহ্র গযবকে ভয় করুন!

-আমীরে জামা'আত

১৫ই মে শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা যেলার উদ্যোগে শহরের ঐতিহ্যবাহী আব্দুর রাযযাক পার্কে অনুষ্ঠিত স্মরণকালের বৃহত্তম যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** জনগণের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সদ্য সমাপ্ত নেপালের ভূমিকম্প কেবল নেপালের জন্য নয়, বরং দক্ষিণ এশিয়ার মানুষের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দেওয়া এক কঠিন হুঁশিয়ারী সংকেত। একদিকে আমরা আল্লাহ্র সঙ্গে শিরক করে ও আল্লাহ্র ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহ্র হক নষ্ট করছি। অন্যদিকে আল্লাহ সৃষ্ট প্রাকৃতিক বিধানের উপরে হস্তক্ষেপ করে বিপর্যয় সৃষ্টি করছি। তাতে সংকীর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বার্থ উদ্ধার করতে গিয়ে আমরা মৌলিক মানবীয় স্বার্থ বিনষ্ট করছি। যার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত হক্কুল ইবাদ নষ্ট হচ্ছে। 'ওয়াটার টাওয়ার অফ এশিয়া' খ্যাত হিমালয় পর্বত নিঃসৃত পানি থেকে আমরা বাংলাদেশীরা বঞ্চিত হচ্ছি। অন্যদিকে প্রতিবেশী বড় বড় শিল্প সমৃদ্ধ দেশগুলির কারখানা সমূহ হ'তে মাত্রাতিরিক্ত কার্বন ডাই অক্সাইড উদ্গীরণের মাধ্যমে হিমালয়ের বরফ গলাতে ভূমিকা রাখছি। যার মন্দ প্রতিক্রিয়া ভোগ করছি এখন আমরা সবাই। অতএব সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সকলে আল্লাহমুখী হউন! জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ মেনে চলুন! নিজেকে আল্লাহ্র রহমত পাওয়ার যোগ্য করে গড়ে তুলুন।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ শাহীন প্রমুখ।

দায়িত্বশীল বৈঠক : পরদিন ১৬ই মে শনিবার বাদ আছর বাঁকাল দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ কমপ্লেক্স মিলনায়তনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা যেলার বিভিন্ন উপযেলা ও এলাকা দায়িত্বশীলগণের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত দায়িত্বশীল বৈঠকে মুহতারাম আমীরে জামা'আত যোগদান করেন। সেখানে উপস্থিত দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে তিনি দিকনির্দেশনামূলক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ পেশ করেন।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম।

রোগীর শয্যাপাশে আমীরে জামা'আত : ১৭ই মে রবিবার সকাল ৯-টায় আমীরে জামা'আত যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি দীর্ঘদিন যাবত অসুস্থ জনাব আলহাজ্জ আব্দুর রহমান মাষ্টারকে দেখতে পৌরসভাধীন ইটাগাছা গ্রামে গমন করেন। এ সময়ে তিনি তার শারীরিক অবস্থার খোঁজ-খবর নেন এবং সুস্থ্যতার জন্য দো'আ করেন। সকাল ১০-টায় তিনি সততা ফিসের মালিক একই গ্রামের আলহাজ্জ আইয়ূব হোসাইনের বড় ছেলে সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত আতীকুযযামানকে দেখতে যান ও তার সুস্থতার জন্য দো'আ করেন।

অতঃপর বেলা ১১-টায় তিনি সাতক্ষীরা সরকারী কলেজের সাবেক অধ্যক্ষা (অবঃ) বদরুননেসা-র আহ্বানে তাঁর বাসায় গমন করেন। উল্লেখ্য যে, ১৯৮১ সালের ৭ই জুন সাতক্ষীরা শহরে প্রথম 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' কায়েম হ'লে তিনি তার যুগ্ম আহ্বায়িকা ছিলেন। তখন তাঁর বাসায় নিয়মিত মহিলাদের তা'লীমী বৈঠক হ'ত। আমীরে জামা'আত পুনরায় ঐ বৈঠক চালু করার জন্য তাঁর প্রতি আহ্বান জানান।

অতঃপর সেখান থেকে ফিরে পলাশপোলে তাঁর ভাগিনার বাসায় মধ্যাহ্নভোজ শেষে তিনি রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং বিকাল সাড়ে ৪-টায় যশোর থেকে সাগরদাঁড়ি এক্সপ্রেস যোগে রাত ১১-টায় রাজশাহী মারকাযে পৌঁছেন। *ফালিল্লাহিল হাম্দ।*

আমীরে জামা'আতের সফরসঙ্গী হিসাবে রাজশাহী থেকে তাঁর সাথে সাতক্ষীরা যান রাজশাহী মহানগরী 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুবীনুল ইসলাম, অর্থ-সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা সহকারী ও আমীরে জামা'আতের দ্বিতীয় পুত্র আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব, কনিষ্ঠ পুত্র আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, 'আন্দোলন'-এর অফিস সহকারী আনওয়ারুল হক ও আত-তাহরীক-এর সার্কুলেশন সহকারী রূহুল আমীন প্রমুখ।

পূর্ববঙ্গে কেন্দ্রীয় সফর

গত ২৮শে এপ্রিল থেকে ৪ঠা মে পর্যন্ত কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ দেশের পূর্ব-উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি যেলায় সাংগঠনিক সফর করেন। সপ্তাহব্যাপী এই সফরে কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক নূরুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম সিরাজগঞ্জ থেকে তাদের সফর শুরু করেন এবং গাযীপুর, মৌলভী বাজার ও সিলেট যেলার বিভিন্ন এলাকা সফর করেন। বিস্তারিত রিপোর্ট নিম্নরূপ।-

কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ ২৮শে এপ্রিল মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিরাজগঞ্জ যেলার উদ্যোগে কাযীপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আয়োজিত আলোচনা সভায় নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তাযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় তারা জামা'আতী যিন্দেগীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। অতঃপর সেখান থেকে পরদিন ভোরে গাযীপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

পিরুজালী, গাযীপুর ২৯শে এপ্রিল বুধবার : গাযীপুর পৌঁছে নেতৃবৃন্দ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাযীপুর যেলার উদ্যোগে যেলার সদর থানাধীন পিরুজালী শিকদার পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আয়োজিত তাবলীগী সভা ও সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি খায়রুল আনাম, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাতেম বিন পারভেয, ময়মনসিংহ যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ আলী প্রমুখ।

মণিপুর, গাযীপুর ৩০শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ ফজর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাযীপুর যেলার উদ্যোগে মণিপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী সমাবেশ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় দুই মেহমান ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ।

জয়দেবপুর, গাযীপুর ৩০শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার : মণিপুর হ'তে রওয়ানা হয়ে নেতৃবৃন্দ বাদ যোহর যেলার জয়দেবপুরস্থ আছিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশ যোগদান করেন। মসজিদের মুতাওয়াল্লী ড. ইসমাঈল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমানদ্বয় বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন ময়মনসিংহ যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ আলী।

গাযীপুরের বিভিন্ন এলাকা সফর শেষে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বিকালের ট্রেন যোগে মৌলভী বাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে রাত ১১-টায় মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপযেলায় পৌঁছেন। সেখানে যেলা 'আন্দোলন'-এর যুগ্ম-আহ্বায়ক আবূ মুহাম্মাদ সোহেল তাদের অভ্যর্থনা জানান।

কুলাউড়া, মৌলভীবাজার ১লা মে শুক্রবার : কুলাউড়া থানা সদরে নবনির্মিত দক্ষিণ মাগুরা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অতঃপর বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মৌলভী বাজার যেলার উদ্যোগে যেলা 'আন্দোলন'-এর যুগ্ম-আহ্বায়ক আবু মুহাম্মাদ সোহেলের সভাপতিত্ব অত্র মসজিদে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য পেশ করেন।

একই দিন বাদ আছর হ'তে এশা পর্যন্ত মৌলভী বাজারের শান্তি বাগে জনাব ছাদিকুন নূর-এর বাড়ীতে অনুষ্ঠিত পৃথক আলোচনা সভায় নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন ও বক্তব্য পেশ করেন। এই বৈঠকে বেশ কিছু নতুন আহলেহাদীছ ভাই যোগদান করেন।

জৈন্তাপুর, সিলেট ২রা মে শনিবার : মৌলভী বাজার সফর শেষে সিলেট পৌঁছে নেতৃবৃন্দ অদ্য বিকাল ৩-টায় যেলার জৈন্তাপুর থানাধীন সেনগ্রাম মুহাম্মাদিয়া সালাফিইয়াহ মাদরাসায় শিক্ষক-ছাত্র ও অভিভাবক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। মাদরাসার শিক্ষক আব্দুল কাবীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম সকলকে নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী এদেশের একক সংগঠন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর দাওয়াত সর্বত্র পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান।

একই দিন বাদ মাগরিব সেনগ্রাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মাস্টার শফীকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন এবং সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন।

'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক কমিটি গঠন : পরদিন সকাল ৮-টায় সেনগ্রাম মুহাম্মাদিয়া সালাফিইয়াহ মাদরাসা মসজিদে 'আন্দোলন'-এর সিলেট যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত সকলের মতামতের ভিত্তিতে অত্র মাদরাসার সুপার জনাব ফায়যুল ইসলামকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করেন।

কাফাউড়া, গোয়াইনঘাট, সিলেট ৪ঠা মে সোমবার : সপ্তাহব্যাপী সফরের শেষ দিন ৪ঠা মে বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিলেট যেলার উদ্যোগে যেলার গোয়াইনঘাট থানাধীন কাফাউড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আয়োজিত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন। যেলা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক ফায়যুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমানদ্বয় বক্তব্য পেশ করেন। অনুষ্ঠানে জনাব আফাযুদ্দীনকে সভাপতি করে কাফাউড়া শাখা 'আন্দোলন' এবং মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলামকে সভাপতি করে শাখা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি গঠন করা হয়।

সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে নেতৃবৃন্দ সিলেট এসে রাত্রি যাপন করেন। অতঃপর পরদিন ৫ই মে ভোরে ঢাকা কোচ যোগে প্রথমে ঢাকা এবং সেখান থেকে বাস যোগে যশোর ও মেহেরপুরে নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরে আসেন।

কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদকের সফর :

উক্ত সফরের অংশ হিসাবে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম মৌলভী বাজার, হবিগঞ্জ ও সিলেট যেলায় পুনরায় সফর করেন। তিনি ২৯শে মে শুক্রবার মৌলভী বাজার যেলার কুলাউড়া থানাধীন দক্ষিণ মাগুরা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। অতঃপর সেখান থেকে হবিগঞ্জের লাখাই থানাধীন আমানুল্লাহপুর গমন করেন। বাদ মাগরিব আমানুল্লাহপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কেন্দ্রীয় মেহমানের আগমন উপলক্ষে এক সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। লাখাই থানা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহিল কাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে সুধীবৃন্দের উদ্দেশ্যে তিনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র দাওয়াত তুলে ধরেন এবং নির্ভেজাল এই কাফেলায় যোগদান করে সমাজ সংস্কারে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন থানা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুছলেহুদ্দীন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মৌলভী বাজার যেলা 'আন্দোলন'-এর যুগ্ম-আহ্বায়ক আবূ মুহাম্মাদ সোহেল, 'যুবসংঘ' রাজশাহী কলেজ শাখার অর্থ সম্পাদক আরীফুল ইসলাম, মৌলভী বাজার যেলা 'আন্দোলন'-এর কর্মী তাওহীদুল ইসলাম ও দেলোয়ার হোসাইন প্রমুখ।

এরপর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক সিলেট গমন করেন। ৩০শে মে শনিবার তিনি কিউসেট ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে যোগদান করেন এবং *'দুর্যোগ : কারণ ও শিক্ষা'* বিষয়ে লিখিত বক্তব্য পেশ করেন। অতঃপর ৩১শে মে তিনি জৈন্তাপুর থানাধীন সেনগ্রাম মুহাম্মাদিয়া সালাফিইয়াহ মাদরাসায় গমন করেন এবং সেখানে সকাল ১০-টায় মাদরাসা সংলগ্ন জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য পেশ করেন। সিলেট যেলা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক মাওলানা ফায়যুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর যুগ্ম-আহ্বায়ক মাওলানা মীযানুর রহমান ও 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবু তাহের। অনুষ্ঠানে অত্র মাদরাসার শিক্ষক মণ্ডলী ও ছাত্রবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দক্ষিণবঙ্গে কেন্দ্রীয় সফর

গত ১৪ই মে বৃহস্পতিবার থেকে ১৯শে মে মঙ্গলবার পর্যন্ত ৫দিন দক্ষিণবঙ্গ সফর করেন কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার সভাপতি অধ্যাপক দুররুল হুদা ও রাজশাহী মোহনপুর উপযেলা সভাপতি ও স্থানীয় ধুরইল ডি-এইচ কামিল মাদরাসার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা দুররুল হুদা। এই সফরে তারা পিরোজপুর, বরিশাল, ফরিদপুর ও শরীয়তপুর যেলার বিভিন্ন এলাকায় গমন করেন। বিস্তারিত নিম্নরূপ।-

সোহাগদল, পিরোজপুর ১৫ই মে শুক্রবার : রাজশাহী থেকে দুপুরে ট্রেন ধরে খুলনা পৌঁছে সেখানে রাত্রি যাপন করেন। পরদিন সকালে বাস যোগে পিরোজপুর পৌঁছেন। সেখান থেকে ভাড়া হোণ্ডা ও নৌকা যোগে স্বরূপকাঠি উপযেলাধীন সোহাগদল পৌঁছেন। অতঃপর শূরা সদস্য জনাব দুররুল হুদা সোহাগদল জামে মসজিদে এবং ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা দুররুল হুদা পার্শ্ববর্তী আদর্শ বয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। অতঃপর তারা উভয়ে বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পিরোজপুর যেলার উদ্যোগে সোহাগদল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আয়োজিত প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগদান করেন। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল হামীদের সভাপতিত্বে রাত ১০-টা পর্যন্ত প্রশিক্ষণ চলে।

উযিরপুর, বরিশাল ১৬ই মে শনিবার : পিরোজপুর হ'তে পরদিন শনিবার বরিশাল পৌঁছে নেতৃবৃন্দ বাদ মাগরিব 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলার উযিরপুর থানাধীন দক্ষিণ মাদারসী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত তাবলীগী সভায় যোগদান করেন। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব জনাব মানছূরুল হক মল্লিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় মেহমানদ্বয় বক্তব্য রাখেন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পিরোজপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল হামীদ, স্থানীয় মাওলানা আব্দুস সালাম ও ইবরাহীম কাওছার সালাফী প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান।

সদরপুর, ফরিদপুর ১৭ই মে রবিবার : বরিশাল থেকে ফরিদপুর পৌঁছে নেতৃবৃন্দ বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ফরিদপুর যেলার উদ্যোগে যেলার সদরপুর থানাধীন সাড়ে সাতরশি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগদান করেন। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব আব্দুছ ছামাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে মেহমানদ্বয় ছাড়াও প্রশিক্ষণ প্রদান করেন পিরোজপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। বিশেষ কারণে ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা দুররুল হুদা পরদিন এখান থেকে রাজশাহী ফিরে যান।

শরীয়তপুর ১৮ই মে সোমবার : অদ্য ফরিদপুর থেকে নেতৃবৃন্দ শরীয়তপুর পৌঁছে বাদ যোহর যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলার সদর থানাধীন আঙ্গারিয়া গ্রামের জনাব সাঈদ তালুকদারের বাড়ীতে আয়োজিত তাবলীগী সভায় যোগদান করেন। উক্ত তাবলীগী সভায় কেন্দ্রীয় মেহমানগণ জামা'আতী যিন্দেগীর গুরুত্ব তুলে বক্তব্য পেশ করেন। এ সময়ে তারা বিদ'আতীদের দায়ের করা ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় গ্রেফতারকৃত যেলা নেতৃবৃন্দের মুক্তির জন্য দো'আ করেন এবং সকলকে সত্যের পথে ধৈর্যধারণের উপদেশ দেন। তাঁরা উপস্থিত ভাইদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

পরদিন কেন্দ্রীয় মেহমানগণ শরীয়তপুর যেলা জজকোর্টে উপস্থিত হন। সেদিন ছিল মিথ্যা মামলায় কারাবন্দী 'আন্দোলন'-এর তিন নেতার যামিন শুনানীর ধার্য তারিখ। তারা সেখানে শুনানী ও যামিনের আদেশ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। উভয় পক্ষে শুনানী শেষে বিজ্ঞ যেলা জজ মিথ্যা মামলায় গ্রেফতারকৃত শরীয়তপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আলাউদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান ও সাংগঠনিক সম্পাদক সাঈদ তালুকদারকে যামিনে মুক্তি দেন। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ।*

অতঃপর বাদ যোহর শরীয়তপুর থেকে রওয়ানা হয়ে বরিশাল মোস্ত ফাপুর থেকে বিকাল ৫-টায় কোচ যোগে রাত সাড়ে ১২-টায় রাজশাহী মারকাযে ফিরে আসেন।

সুধী সমাবেশ

নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ১লা মে শুক্রবার : অদ্য বিকাল ৪-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নাচোল উপযেলার উদ্যোগে উপযেলা সদরের পার্শ্ববর্তী মুরাদপুর আল-হুদা দারুল উলূম ইসলামিয়া মাদরাসায় এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদরাসার সভাপতি ও নাচোল ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ জনাব হাফীযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন গোমস্তাপুর থানাধীন জালিবাগান ইসলামিয়া মাদরাসার শিক্ষক মুহাম্মাদ মুশাররফ বিন আবুল হোসাইন প্রমুখ।

দারুসা, পবা, রাজশাহী ১৫ই মে শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দারুসা এলাকার উদ্যোগে ও 'তাওহীদ পাঠাগারে'র সার্বিক ব্যবস্থাপনায় দারুসা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পবা উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ রাকীবুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কর্মী ফায়ছাল।

বিশ্বনাথপুর, কানসাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ২৯শে মে শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় বিশ্বনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইসমাঈল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও রাজশাহী-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক দুররুল হুদা। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা পেশ করেন মাওলানা মুনীরুল ইসলাম প্রমুখ।

নওহাটা, পবা, রাজশাহী ৩০শে মে শনিবার : অদ্য বাদ আছর নওহাটা নতুন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পবা উপযেলার উদ্যোগে 'মাহে শা'বানের গুরুত্ব ও করণীয়' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শামসুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য পেশ করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর প্রধান আবাসীক শিক্ষক মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম, পবা উপযেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ এবং নওহাটা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা আব্দুল্লাহ সালাফী প্রমুখ।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস উদ্বোধন

নওদাপাড়া, রাজশাহী ৫ই জুন, শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স-এর পূর্বপার্শ্বস্থ মসজিদের ২য় তলায় দীর্ঘ প্রতীক্ষিত 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস' উদ্বোধন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর সচিব অধ্যাপক আব্দুল লতীফ-এর সভাপতিত্বে আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে **'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'**-এর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক, মাসিক আত-তাহরীক-এর সম্পাদক মণ্ডলীর মাননীয় সভাপতি মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** দীর্ঘদিনের কাংখিত স্বপ্ন বাস্তবায়ন হওয়ায় মহান আল্লাহ্র বারগাহে শুকরিয়া আদায় করেন। তিনি বলেন, 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের আজ আনন্দের দিন। বিশেষ করে আমার জন্য আরো বেশী আনন্দের দিন এ কারণে যে, আমার জীবদ্দশাতেই এই স্বপ্নটি বাস্তবায়ন হ'ল।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত এই প্রেস মেশিন ক্রয়ে যারা আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেছেন বিশেষ করে দেশীয় জনৈক ডাক্তার ও তাঁর স্ত্রী এবং 'আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম' রিয়াদ, সঊদী আরব শাখার ভাইদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান এবং মহান আল্লাহ্র নিকটে তাদের জন্য সর্বোত্তম প্রতিদান কামনা করেন। তাছাড়া গত প্রায় দু'মাস যাবৎ উক্ত প্রেস খরীদের কষ্টকর শ্রম যারা দিয়েছেন, তাদের সকলের জন্য তিনি আল্লাহ্র নিকট উত্তম বদলা প্রার্থনা করেন। এ সময়ে তিনি সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে এই মর্মে অছিয়ত করেন যে, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক লেখনী প্রকাশের জন্য স্থাপন করা হয়েছে। এই প্রেসে শিরক-বিদ'আত সমর্থিত কোন বই-পুস্তক, লিফলেট এবং প্রাণীর ছবি সংবলিত কোন কিছুই ছাপা হবে না'। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজশাহী শহরের উল্লেখযোগ্য প্রেস সমূহের মালিক ও প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ করে বেঙ্গল প্রেসের মালিক মুশফিকুর রহমান, যার প্রেসে ১৯৯৭ সাল থেকে এযাবৎ আত-তাহরীক ছাপা হচ্ছে, তাঁকে ও আত-তাহরীকের কভার ডিজাইনার সুলতানুল ইসলাম-কে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান। উল্লেখ্য যে, বেঙ্গল প্রেসের বর্তমান মালিকের পিতার আমল থেকেই উক্ত প্রেসে আহলেহাদীছ যুবসংঘের সব বই-পত্র ছাপা হ'ত। আর সুলতানুল ইসলাম ছিল যুবসংঘের সাবেক কর্মী এবং তার পিতা মমতাযুদ্দীন ছিলেন হাদীছ ফাউণ্ডেশনের সাবেক হিসাব রক্ষক। তিনি বর্তমানে বার্ধক্যজনিত অসুখে শয্যাশায়ী।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম এবং মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন প্রমুখ। উল্লেখ্য, কুয়েত থেকে রাজশাহীর বাগমারার হরিপুরে নিজের দানকৃত মসজিদ পরিদর্শনে আগত মেহমান কুয়েত সেনাবাহিনীর সাবেক কর্ণেল আবু আব্দুর রহমান মুহাম্মাদ আল-উতায়বী তাৎক্ষণিকভাবে অনুষ্ঠানে এসে উপস্থিত হন এবং সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে আসার আগে থেকে আমি ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিব সম্পর্কে জেনেছি। অতঃপর ঢাকায় নেমে তার আমন্ত্রণ পেয়ে আজকে এই মারকাযে উপস্থিত হ'তে পেরে মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছি। অনুষ্ঠানে ব্যাপক আলেম-ওলামা ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে দেখে তিনি অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি বাংলাদেশে সালাফীদের এত বড় মারকায দেখে বিস্মিত হন এবং এর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করেন। তিনি বালক ও বালিকা মাদরাসা ক্যাম্পাস ঘুরে দেখেন। রাজশাহী পর্যটন মোটেলে তাকে অভ্যর্থনা জানান এবং মারকায ঘুরিয়ে দেখান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী-এর শিক্ষক নূরুল ইসলাম ও ড. শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তাঁর আরবী বক্তব্যের অনুবাদ করেন 'এহইয়াউত তুরাছ আল-ইসলামী' বাংলাদেশ অফিসের সাবেক কর্মকর্তা আকরামুযযামান বিন আব্দুস সালাম। তাঁর বক্তব্য শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত মারকায পরিদর্শনে আসার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানান।

আলোচনাপর্ব শেষে আমীরে জামা'আত সহ উপস্থিত সকলে প্রেস গৃহে গমন করেন। সকলের উপস্থিতিতে তিনি প্রেস মেশিনের 'স্টার্টবাটনে' বিসমিল্লাহ বলে চাপ দিয়ে মেশিন চালু করেন। এভাবে আন্দোলন-এর গঠনতন্ত্র ৪র্থ সংস্করণ এবং 'আত-তাহরীক' জুলাই'১৫ সংখ্যার কভার পেইজ মুদ্রণ দিয়ে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস'-এর আনুষ্ঠানিক ছাপা কাজ শুরু হ'ল। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ।* মেশিন চালুর পর আমীরে জামা'আত সহ সকলে কিছু সময় দাঁড়িয়ে মুদ্রণ কার্য দেখেন।

উল্লেখ্য যে, গত ১০ই মে জার্মানী থেকে সরাসরি আমদানীকৃত বিশ্ববিখ্যাত 'হাইডেলবার্গ' কোম্পানীর 'MO-94' মডেলের এই মেশিনটি ঢাকার 'প্রিন্টমাষ্টার মেশিনারিজ' থেকে তেত্রিশ লক্ষ টাকায় ক্রয় করা হয়। অতঃপর ১৫ই মে মেশিনটি রাজশাহী আনা হয় এবং নির্ধারিত প্রেস গৃহে স্থাপন করা হয়।

সমাজ সংস্কারে কাযীগণের ভূমিকা অপরিসীম

-আমীরে জামা'আত

রাজশাহী ১০ই জুন বুধবার : অদ্য সকাল ১১-টায় রাজশাহী যেলা নিকাহ রেজিস্ট্রার ও কাযী কল্যাণ সমিতি কর্তৃক শহরের মুনলাইট গার্ডেন কম্যুনিটি সেন্টারে কাযীগণের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২০১৫ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে কাযীগণের উদ্দেশ্যে তিনি উপরোক্ত মন্তব্য করেন। যেলা নিকাহ রেজিস্ট্রার ও কাযী কল্যাণ সমিতির সভাপতি ও স্থানীয় মদীনাতুল উলূম কামিল মাদরাসার প্রিন্সিপ্যাল জনাব মুকাদ্দাসুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মশালায় যেলা নিকাহ রেজিস্ট্রার জনাব মেহদী হাসান ও অন্যান্য পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা ছাড়াও প্রায় সোয়াশো নিকাহ রেজিস্ট্রার উপস্থিত ছিলেন।

'আল্লাহ ভীতি ও হালাল রূযী' বিষয়ে ১০ মিনিটের প্রশ্নোত্তর সহ ৪০ মিনিটের বক্তব্যের শুরুতে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, বিদেশের মাটিতে নানা দল-মতের বিশেষজ্ঞদের সামনে বক্তৃতার সুযোগ হলেও দেশের মাটিতে এরূপ কোন পেশাজীবী সমাবেশে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর জেনেও আমাকে বক্তৃতার জন্য আহ্বান করায় আমি সর্বাগ্রে আল্লাহ্র প্রশংসা করছি এবং আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তিনি বলেন, এ ধরনের সমাবেশে সর্বাগ্রে প্রয়োজন অন্তরকে সংকীর্ণতা মুক্ত করা। আর এজন্য সর্বোত্তম মাধ্যম হ'ল, আল্লাহভীতি। এ প্রসঙ্গে তিনি কুরআন ও হাদীছ থেকে বহু উদ্ধৃতি পেশ করে বলেন যে, আল্লাহভীতি ব্যতীত মুমিনের কোন আমলই আল্লাহ্র নিকট কবুল হয় না। হালাল রূযীর জন্য যেটা আবশ্যিক পূর্বশর্ত।

তিনি বলেন, পরিবেশ ও পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে হারামকে হালাল করার বহু অজুহাত আমাদের জানা আছে। কিন্তু প্রকৃত আল্লাহভীরু মুমিন সকল প্রকার অজুহাত ও সন্দেহ মূলক কর্মকাণ্ড হ'তে দূরে থাকবেন।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি মুসলিম সমাজে বিবাহ, তালাক, যৌতুক প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, বিবাহের ক্ষেত্রে সাবালিকা মেয়ে ও তার অভিভাবক উভয়ের সম্মতি প্রয়োজন। কিন্তু এদেশে অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই কোর্ট ম্যারেজ হচ্ছে।

ফলে সৃষ্টি হচ্ছে বিশৃংখলা। বাড়ছে তালাকের হার। মোহরানাকে এদেশে হালকা বিষয় মনে করা হয়। কারণ সূরা নিসা ৪ আয়াতে যেখানে মোহরানা ফরয করা হয়েছে, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, মা'আরেফুল কুরআন প্রভৃতি নামকরা অনুবাদগুলিতে نِحْلَة অর্থ করা হয়েছে সন্তুষ্টচিত্তে, খুশী মনে। অথচ আরবদের পরিভাষায় نِحْلَة অর্থ ফরয (فريضة)। এরপরেও মোহরানা কেবল বিয়ের সময় উচ্চারিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আদায় করা হয় না। মৃত্যুর সময় মাফ করিয়ে নেওয়া হয়। ফলে এখন মোহরানার বদলে 'যৌতুক' ফরয (?) হয়ে গেছে, যা হারাম। এর বিরুদ্ধে সমাজের সর্বত্র ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করা আবশ্যক।

ফিক্বহের কিতাবগুলিতে সুন্নী ও বিদ'আতী তালাক নামে দু'প্রকার তালাকের কথা বলা হয়েছে। বিদ'আতের পরিণাম জাহান্নাম। অথচ এক মজলিসে তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করার বিদ'আতী তালাকই সমাজে চালু আছে। যার প্রতিক্রিয়া হিসাবে চালু হয়েছে জাহেলী আরবের ফেলে আসা নোংরা হিল্লা প্রথা। যা ধর্মের নামে ব্যভিচার বৈ কিছুই নয়। যদি সুন্নী তালাক চালু থাকত, তাহ'লে আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর ভাষায় অভিশপ্ত হিল্লা প্রথা এদেশে চালু হ'ত না।

তিনি বলেন, হারাম খাদ্যে গঠিত দেহ কখনো জান্নাতে যাবে না *(ছহীহাহ হা/২৬০৯)*। অতএব সরকার নির্ধারিত ভাতার বাইরে কিছু গ্রহণ করলে সেটা হারাম হবে। এ ব্যাপারে সকলকে তিনি হালাল রূযী গ্রহণের প্রতি সচেতন থাকার আহ্বান জানান। তিনি বিবাহ বন্ধনের পবিত্র কাজে নেকী হাছিলের উদ্দেশ্যে সহযোগিতা করার জন্য নিকাহ রেজিষ্ট্রারদের প্রতি আহ্বান জানান। উল্লেখ্য যে, তাঁর ভাষণের পূর্বেই তাঁর লিখিত 'তালাক ও তাহলীল' বইটি সমিতির পক্ষ হ'তে খরিদ করে সকলের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

যুবসংঘ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ৭ ও ৮ই মে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার : গত ৭ ও ৮ মে রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় উদ্যোগে যেলা কর্মপরিষদ সদস্যদের সমন্বয়ে দু'দিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।**

'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি জামীলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আরীফুল ইসলাম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ, সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন এবং সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম প্রমুখ।

মারকায সংবাদ

দাখিল পরীক্ষায় সারা দেশে নওদাপাড়া মাদরাসা সপ্তম

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ২০১৫ সালের দাখিল পরীক্ষায় দেশের সেরা ২০টি মাদরাসার মধ্যে ৭ম স্থান এবং রাজশাহী বিভাগের মধ্যে ১ম স্থান অধিকার করেছে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী' নওদাপাড়া রাজশাহী।

এ বছর অত্র মাদরাসা থেকে ৩৯ জন ছাত্র ও ১৬ জন ছাত্রী সহ মোট ৫৫ জন শিক্ষার্থী দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ৩৫ জন জিপিএ-৫ (A+), ১৯ জন A ও ১ জন A- পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। উল্লেখ্য, এদের মধ্যে ৫ জন গোল্ডেন জিপিএ পেয়েছে।

দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরা : এ বছর এ মাদরাসা থেকে দাখিল পরীক্ষায় ১১ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ১ জন জিপিএ-৫ (A+), ৫ জন A, ৪ জন A- এবং ১ জন B পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

প্রবাসী সংবাদ

সিঙ্গাপুর, ১লা মে রবিবার : অদ্য সকাল সাড়ে ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সিঙ্গাপুর শাখার উদ্যোগে জাতীয় সুলতান জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সিঙ্গাপুর 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মু'আযযম হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় বক্তব্য পেশ করেন মুহাম্মাদ শফীক (নরসিংদী), আব্দুল লতীফ (সাতক্ষীরা), মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (কুষ্টিয়া), রাকীবুল ইসলাম (মাগুরা), মাযহারুল ইসলাম (পটুয়াখালী) প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন জুনায়েদ হোসাইন (নরসিংদী), আতাউর রহমান (সিরাজগঞ্জ), রাসেল (কুমিল্লা), মুহাম্মাদ জাভেদ (কুমিল্লা) ও হাসান (টাঙ্গাইল) প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন আব্দুল মুকীত (কুষ্টিয়া)। উল্লেখ্য যে, উক্ত অনুষ্ঠানে ২৭ জন ভাই আক্বীদা পরিবর্তন করে নতুন আহলেহাদীছ হন। *ফালিল্লাহিল হামদ।*

মৃত্যু সংবাদ

(১) রাজশাহী যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি হুমায়ূন কবীরের পিতা, বগুড়া যেলার নান্দুড়া এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি জনাব আবু তাউয়াব (৬৭) গত ২৭শে এপ্রিল সোমবার বিকাল ৪-টায় মৃত্যুবরণ করেন। *(ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন)*। পরদিন সকাল ৯-টায় আটমূল সালাফিইয়াহ মাদরাসা ময়দানে তার ১ম জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামতি করেন উক্ত মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা আবুল কালাম আযাদ। অতঃপর পার্শ্ববর্তী নান্দুড়া ঈদগাহ ময়দানে বেলা ১১-টায় তার ২য় জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। ২য় জানাযায় ইমামতি করেন বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুর রহীম। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র কর্মপরিষদ ও অন্যান্য কর্মীগণ অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর পারিবারিক গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৪ পুত্র, ২ কন্যা রেখে যান।

(২) 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুমিল্লা যেলার দেবিদ্বার থানাধীন 'তুলাগাঁও' এলাকার অর্থ সম্পাদক ও কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের রসায়ন ২য় বর্ষের ছাত্র স্থানীয় ব্যবসায়ী জনাব আবুল হাশেমের ৩য় পুত্র কাওছার হামীদ (২২) গত ২০শে মে বুধবার সকাল ১১-টায় নিজ বাড়ীতে মটর সংযোগ দিতে গিয়ে কারেন্টের শক খেয়ে হঠাৎ করে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। *(ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন)*। পরদিন সকাল ৮-টায় তুলাগাঁও দাখিল মাদরাসা ময়দানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করে তার ছোট ভাই অত্র মাদরাসার ছাত্র মুহাম্মাদ নাজমুল হাসান। তার জানাযায় রাজশাহী থেকে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন যোগদান করেন এবং জানাযার পূর্বে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে মৃতের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন ও ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেন। যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সহ বিপুল সংখ্যক মুছল্লী তার জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর পারিবারিক গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

[আমরা তাদের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।-সম্পাদক]

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৩৬১) : জামা'আতবদ্ধ ছালাতে শেষ তাশাহহুদের সময় যোগদান করলে তাশাহহুদ সহ অন্যান্য দো'আসমূহ পাঠ করতে হবে কি?

-আমীর ফাহদ, দুবাই, আরব আমিরাত।

উত্তর : শেষ তাশাহহুদে যতটুকু সম্ভব ততটুকু পড়বে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই ইমাম নির্ধারিত হন, তাকে অনুসরণ করার জন্য' *(বুখারী হা/৩৭৮; মিশকাত হা/১১৩৯)*। তিনি বলেন, যখন তোমাদের কেউ ছালাতে উপস্থিত হবে, তখন ইমাম যে অবস্থায় যা করতে থাকবে, সেও যেন তাই করে *(তিরমিযী হা/৫৯১, মিশকাত হা/১১৪২)*।

প্রশ্ন (২/৩৬২) : কোন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ কালে প্রচলিত চারটি কালেমা পাঠ করবে কি?

-রেযাউল করীম, কাছনা, তরিটারী, রংপুর।

উত্তর : ইসলাম গ্রহণের সময় কেবল কালেমা শাহাদাত *'আশহাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু'* পাঠ করাই যথেষ্ট। ছুমামা বিন উছাল, যিমাদ আযদী প্রমুখ ইসলাম গ্রহণকালে এই কালেমাই পাঠ করেছিলেন *(মুসলিম হা/১৭৬৪, ৮৬৮; মিশকাত হা/৩৯৬৪, ৫৮৬০)*। বাকী কালেমাগুলি যেকোন সময় পাঠ করা যায়।

প্রশ্ন (৩/৩৬৩) : মসজিদের ইমাম ছাহেব ছাত্রীরা বেপর্দায় চলে এরূপ সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করেন। এটা জায়েয হবে কি? এছাড়া যেসব এলাকায় প্রতিবেশী বেপর্দা নারীরা চলাফেরা করে, সেসব এলাকায় বাস করা জায়েয হবে কি?

-আব্দুল ওয়াহেদ, আদমদীঘি, বগুড়া।

উত্তর : সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকুরী না করাই শরী'আত সম্মত। এতে অনৈতিক সম্পর্কের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এরপরেও যদি চাকুরী করতে হয়, তাহ'লে উভয়কে কথায় ও কর্মে কঠোরভাবে পর্দা মেনে চলতে হবে। পুরুষ ও নারী সর্বদা পরস্পরে দৃষ্টি নত করে চলবে। নারীকে অবশ্যই তার পুরা দেহ আবৃত করতে হবে এবং এমনভাবে চলতে হবে যেন তার গোপন সৌন্দর্য প্রকাশিত না হয় *(নূর ৩০-৩১)*। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা সমূহের নিকটবর্তী হয়ো না' *(আন'আম ৬/১৫১)*।

এলাকায় থেকেই উপদেশের মাধ্যমে বেহায়াপনার মুকাবিলা করতে হবে। লূত (আঃ) তাঁর বেহায়া কওমকে তাদের মধ্যে থেকেই দাওয়াত দিতেন। যেজন্য তাঁর কওম তাঁকে লক্ষ্য করে বলেছিল, 'তোমরা এদেরকে তোমাদের শহর থেকে বের করে দাও। এরা বড়ই সাধু থাকতে চায়' *(আ'রাফ ৭/৮২)*।

এরপরেও বাধ্যগত অবস্থায় দ্বীন বাঁচানোর স্বার্থে হিজরত করা জায়েয *(ফাৎহুল বারী হা/২৮২৫-এর আলোচনা দ্রঃ)*।

প্রশ্ন (৪/৩৬৪) : বগল বা নাভীর নীচের লোম ছাফ করতে লোমনাশক প্রসাধনী ব্যবহার করা যাবে কি?

-আল-আমীন, ঘোনাপাড়া, জয়পুরহাট।

উত্তর : লোমনাশক প্রসাধনী ব্যবহার করায় কোন দোষ নেই। হাদীছে উভয়স্থানের লোম ছাফ করতে বলা হয়েছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫০)*। হাদীছে নাৎফ ও হালাক্ব দু'টি পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে কষ্টদায়ক নয়, এমন যেকোন পদ্ধতি অবলম্বন করা জায়েয *(মির'আত হা/৩৮২-এর আলোচনা ২/৮০-৮১ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৫/৩৬৫) : বিবাহের সময় পাজামা-পাঞ্জাবী ও টুপী পরা কি যরূরী? কনের বাড়ীতে গিয়ে বর গলায় মালা ও হাতে ফুল উপহার নিতে পারে কি?

-আমীনুল ইসলাম
বাংলাবান্ধা, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়।

উত্তর : তাক্বওয়াপূর্ণ পোশাক হিসাবে পাজামা-পাঞ্জাবী ও টুপী পরা উত্তম। কারণ অমুসলিমদের পোষাকের বিপরীতে এগুলি উপমহাদেশে দ্বীনদার মুসলমানদের পোষাক হিসাবে গৃহীত। বরের গলায় মালা দেওয়া, তার হাতে ফুল দেওয়া ইত্যাদি অপ্রয়োজনীয় সামাজিক প্রথা মাত্র। যা থেকে দূরে থাকাই উত্তম। এতদ্ব্যতীত বিবাহকালে প্রচলিত যাবতীয় শরী'আত বিরোধী রেওয়াজ ও নারী-পুরুষের পর্দাহীন চলাফেরা বন্ধ করা আবশ্যক।

প্রশ্ন (৬/৩৬৬) : নাম পরিবর্তন করলে নতুন করে আকীকা দিতে হবে কি?

-মাহমূদুল হাসান, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : নাম পরিবর্তন করলে আকীকা দিতে হবে না। রাসূল (ছাঃ) বহু মানুষের নাম পরিবর্তন করে দিয়েছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৫৬ 'শিষ্টাচারসমূহ' অধ্যায়, 'নামসমূহ' অনুচ্ছেদ)*। যেমন ওমর (রাঃ)-এর বোন 'আছিয়ার নাম পরিবর্তন করে তিনি 'জামীলা' রেখেছিলেন। কিন্তু আকীকা করতে বলেননি *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৫৮)*।

প্রশ্ন (৭/৩৬৭) : রামাযানের ইফতারের জন্য বরাদ্দকৃত টাকা উদ্বৃত্ত হ'লে তা মসজিদে বা অন্য কোন জনকল্যাণমূলক কাজে লাগানো যাবে কি?

-আবুল কালাম, আলীপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তর : উক্ত অর্থ শাওয়াল মাসের নফল ছায়েমদের ইফতারের জন্য রাখা যায়। অথবা ফকীর-মিসকীন বা ইয়াতীমদের মাঝে ব্যয় করা যায়।

প্রশ্ন (৮/৩৬৮) : মসজিদের সামনে বা মেহরাবের সামনে কালেমায়ে ত্বাইয়েবা বা কালেমায়ে শাহাদাত লেখা যাবে কি?

-রায়হানুল ইসলাম

ভাদুরিয়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : এগুলি করা যাবে না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণীকে এরূপ সৌন্দর্য বর্ধনের কাজে ব্যবহার করা অবমাননার শামিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে কোন মসজিদে এগুলি লেখা হ'ত না। মসজিদ জাঁকজমকপূর্ণ করতে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন' *(আবুদাঊদ হা/৪৪৮; মিশকাত হা/৭১৮)*। উপরন্তু ছালাতের সময় এসব চোখে পড়লে ছালাতের একাগ্রতা বিনষ্ট হয় *(বুখারী হা/৩২৯১)*। অতএব এসব থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন (৯/৩৬৯) : জনৈক আলেম বলেন, যঈফ হাদীছের বিপরীতে ছহীহ হাদীছ না থাকলে, ঐ যঈফ হাদীছের উপর আমল করা যাবে। একথা কি ঠিক?

-মোমিনুল ইসলাম
চর বাগডাঙ্গা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। যঈফ হাদীছ কোন ক্ষেত্রেই আমলযোগ্য নয়। ইমাম বুখারী, মুসলিম, ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন, ইবনুল 'আরাবী, ইবনু হাযম, ইবনু তায়মিয়াহ প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিছগণ সকল ক্ষেত্রে যঈফ হাদীছ বর্জনযোগ্য বলেছেন *(দ্রঃ জামালুদ্দীন ক্বাসেমী, ক্বাওয়াইদুত তাহদীছ; আশরাফ বিন সাঈদ, হুকমুল 'আমাল বিল হাদীছিয যঈফ)*। শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, 'যঈফ হাদীছ অতিরিক্ত ধারণার ফায়েদা দেয় মাত্র। তবে এ বিষয়ে সকল বিদ্বান একমত যে, আহকাম ও ফাযায়েল কোন বিষয়েই যঈফ হাদীছের উপর আমল করা বৈধ নয়' *(তামামুল মিন্নাহ ৩৪ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১০/৩৭০) : সরকারকে ট্যাক্স না দিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের ব্যবসা করা বৈধ হবে কি?

-বদরুযযামান, কেঁড়াগাছি, সাতক্ষীরা।

উত্তর : বৈধ হবে না। কারণ রাষ্ট্রীয় স্বার্থ মানেই জনস্বার্থ। আর ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার মাধ্যমে জনস্বার্থের ক্ষতি করা ইসলাম অনুমোদন করে না। ইসলামী রাষ্ট্রে এ ধরনের অপরাধকে চুরির অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হবে। অন্যদিকে একজন ঈমানদার ব্যক্তি কখনো অন্যের ক্ষতি সাধন করে আপন স্বার্থ হাছিল করতে পারে না *(বিস্তারিত দ্রঃ ২য় বর্ষ সেপ্টেম্বর'৯৯ প্রশ্নোত্তর ২২/১২২)*।

প্রশ্ন (১১/৩৭১) : সূদ আদান-প্রদানকারী ব্যাংক বা বীমা প্রতিষ্ঠানকে বাসা ভাড়া দেওয়ায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-শহীদুল ইসলাম, ছোটবনগ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : ব্যাংক বা বীমা প্রতিষ্ঠানকে বাসা ভাড়া দেওয়া যাবে না। এগুলি সরাসরি সূদী কারবারের সাথে জড়িত। আল্লাহ তা'আলা অন্যায় ও পাপ কাজের সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছেন *(মায়েদাহ ৫/২)*।

প্রশ্ন (১২/৩৭২) : দিনের বেলায় স্বপ্নদোষ হ'লে ছিয়ামের কোন ক্ষতি হবে কি?

-মিনহাজুল ইসলাম, উপশহর, রাজশাহী।

উত্তর : এতে ছিয়াম ভঙ্গ হবে না। কারণ এটি মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন বিষয় নয়। আর যা মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, তা করার জন্য মানুষকে বাধ্য করা হয়নি। ব্যাপারটি অনিচ্ছায় বমন করার মত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, কারো অনিচ্ছায় বমি হ'লে ছিয়াম নষ্ট হবে না' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২০০৭; ইরওয়া ৪/৫১ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১৩/৩৭৩) : সামনা সামনি কেউ প্রশংসা করলে করণীয় কি?

-তাওহীদুযযামান, ঝিকরগাছা, যশোর

উত্তর : সেক্ষেত্রে প্রশংসিত ব্যক্তি নিম্নের দো'আটি পাঠ করতে পারেন।- اَللّٰهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَاغْفِرْ لِيْ مَا لَا يَعْلَمُوْنَ *(আল্লাহুম্মা লা তুআখিযনী বিমা ইয়াকূলূন, ওয়াগফিরলী মা লা ইয়া'লামূন)*। অর্থ : 'হে আল্লাহ! তারা যা বলছে সে ব্যাপারে আমাকে পাকড়াও কর না এবং যে বিষয়ে তারা জানে না, সে বিষয়ে আমাকে ক্ষমা করে দাও'। জনৈক ছাহাবী এ দো'আটি পাঠ করতেন' *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৭৬১, সনদ ছহীহ)*।

স্মর্তব্য যে, প্রশংসাকৃত ব্যক্তির ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে এবং এতে তার কল্যাণের সম্ভাবনা থাকলে প্রশংসা করা যেতে পারে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২৬/১২৪)*। তবে সামনে হৌক বা পিছনে হৌক কারো ব্যাপারে অতি প্রশংসা করা উচিৎ নয়। রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে জনৈক ছাহাবী অপর এক ছাহাবীর উচ্চ প্রশংসা করলে তিনি বলেন, আফসোস! তুমি তো তোমার সাথীর গর্দান কেটে ফেললে (কথাটি তিনি তিনবার বললেন)। অতঃপর বললেন, যদি কারো প্রশংসা করতে হয়, তবে সে যেন বলে, আমি তার ব্যাপারে এমন এমন ধারণা পোষণ করি। কারণ তার প্রকৃত হিসাব আল্লাহ জানেন...*(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮২৭)*।

প্রশ্ন (১৪/৩৭৪) : 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল, নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাছীর'- দো'আটি কি ছহীহ কি? কোন কোন ক্ষেত্রে দো'আটি পাঠ করা যায়?

-শহীদুল ইসলাম, কামারপাড়া, মাগুরা।

উত্তর : 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল'-অংশটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। ইবরাহীম (আঃ)-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হ'লে এবং রাসূল (ছাঃ) (মুশরিকদের হামলা হবে এমন খবর শুনে হামরাউল আসাদে) উক্ত দো'আটি পাঠ করেন *(বুখারী হা/৪৫৬৩; আলে ইমরান ৩/১৭৩)*। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) এ দো'আটি পাঠ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন *(তিরমিযী হা/৩২৪৩; ছহীহাহ হা/১০৭৯)*। তবে 'নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাছীর' বাক্যটি আল্লাহ্র প্রশংসাসূচক কুরআনের আয়াত *(আনফাল ৪০; হজ্জ ৭৮)*, যা কোন দো'আর সাথে যুক্ত করে পাঠ করায় কোন বাধা নেই। যেকোন দুঃখ, কষ্ট, বিপদ, দুশ্চিন্তায় আল্লাহ্র উপরে পূর্ণ তাওয়াক্কুল প্রকাশের জন্য উপরোক্ত দো'আটি পাঠ করা যায়।

প্রশ্ন (১৫/৩৭৫) : আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) যখন কোন যুবককে দেখতেন তখন তাকে রাসূল (ছাঃ)-এর অছিয়ত অনুযায়ী স্বাগত জানাতেন মর্মে বর্ণিত হাদীছটি কি ছহীহ?

-নূরুল ইসলাম
সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা।

উত্তর : হাদীছটির প্রথমাংশ সনদে ও মতনে ছহীহ এবং শেষাংশের খবর ছহীহ। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) যখন কোন যুবককে, অন্য বর্ণনায় কোন ইলমে হাদীছ অন্বেষণকারীকে দেখতেন, তখন তাকে বলতেন, রাসূল (ছাঃ)-এর অছিয়ত অনুযায়ী আমি তোমাকে মারহাবা জানাচ্ছি। রাসূল (ছাঃ) তোমাদের ব্যাপারে আমাদের অছিয়ত করেছেন' *(হাকেম ১/৮৮, হা/২৯৮; যাহাবী সনদ ছহীহ; আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৮০)*। কিন্তু শেষাংশ তথা- *(আমারানা ... আহলুল হাদীছে বা'দানা)* 'রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে তোমাদের জন্য মজলিস প্রশস্ত করার এবং তোমাদেরকে হাদীছ বুঝাবার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। কেননা তোমরা আমাদের পরবর্তী বংশধর এবং তোমরাই আমাদের পরবর্তী আহলেহাদীছ' অংশটুকুর বর্ণনাসূত্রে আবু হারূণ আম্মারা বিন জুওয়াইন আবাদী ও মুহাম্মদ ইবনু যাকওয়ান আযদী নামক দু'জন অত্যন্ত দুর্বল রাবী রয়েছেন। সেকারণ শেষাংশটুকুর সনদ দুর্বল *(তাকরীবুত তাহযীব ১/৪০৮, রাবী নং ৪৮৪০; ১/৭১১; তাহযীবুত-তাহযীব ৭/৪১২, রাবী নং ৬৭০, মীযান ৩/১৭৩, রাবী নং ৬০১৮)*। কিন্তু মর্ম এবং খবর ছহীহ। কেননা তখন ছাহাবীগণই ছিলেন হাদীছের ধারক-বাহক ও প্রচারক, তথা আহলুল হাদীছ।

ছাহাবীগণসহ যুগে যুগে আহলুল হাদীছগণই যে ত্বায়েফাহ মানছূরাহ *(তিরমিযী হা/২১৯২)* বা ফিরক্বা নাজিয়াহ সে ব্যাপারে সালাফে ছালেহীনের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। যেমন 'ত্বায়েফাহ মানছূরাহ'-এর পরিচয় দিতে গিয়ে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর উস্তাদ ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী (রহঃ) বলেছেন, 'তারা হ'লেন আছহাবুল হাদীছ' *(তিরমিযী হা/২১৯২)*। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, 'তারা হ'লেন আহলেহাদীছ' *(খত্বীব বাগদাদী, মাসআলাতুল ইহতিজাজ বিশ-শাফেঈ, পৃঃ ৪৭, সনদ ছহীহ)*। ইমাম ইবনু হিব্বান 'ইলম' অধ্যায়ে উপরোক্ত হাদীছের উপর অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন, ذِكْرُ إِثْبَاتِ النُّصْرَةِ لِأَصْحَابِ الْحَدِيثِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ 'ক্বিয়ামত অবধি আল্লাহ কর্তৃক আহলেহাদীছদের সাহায্যপ্রাপ্তি প্রমাণিত হওয়ার বিবরণ' *(ছহীহ ইবনু হিব্বান, ১/২৬১, হা/৬১)*। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, 'সাহায্যপ্রাপ্ত এই দলটি যদি আছহাবুল হাদীছ (আহলেহাদীছ) না হয়, তবে আমি জানি না তারা কারা'? *(হাকেম, মা'রিফাতু উলূমিল হাদীছ হা/২, সনদ হাসান)*। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, 'আমি যখন কোন 'আহলেহাদীছ'-কে দেখি তখন যেন রাসূল (ছাঃ)-কেই জীবন্ত দেখি' *(খত্বীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ, হা/৮৫)*। *(বিস্তারিত দ্রঃ আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭০ ও ২৮০-এর আলোচনা; যুবায়ের আলী যাঈ, 'আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম' (মাসিক আত-তাহরীক এপ্রিল-জুলাই ২০১৫)*।

প্রশ্ন (১৬/৩৭৬) : জনৈক আলেম বলেন, সুন্নাতযুক্ত ফরয ছালাত শেষে সংক্ষিপ্ত দো'আ পাঠ করতে হবে। আর সুন্নাত বিহীন তথা ফজর ও আছর ছালাতের পর বিস্তারিত যিকির করতে হবে। এর কোন সত্যতা আছে কি?

-আবুল বাশার, হালিশহর, চট্টগ্রাম।

উত্তর : উক্ত বক্তব্যের কোন ভিত্তি নেই। বরং যেকোন ফরয ছালাত শেষে তাসবীহ ও দো'আ সমূহ সংক্ষিপ্ত বা দীর্ঘ করা দু'টিই জায়েয। মুছল্লী সম্ভবপর সকল দো'আ পাঠ করবে। আর ব্যস্ততা বা গৃহাভ্যন্তরে গিয়ে যিকর-আযকার করতে চাইলে সংক্ষিপ্ত করবে। তবে কমপক্ষে তিনি 'আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম, ...ইকরাম' বলে উঠে যাবেন *(বুখারী হা/৮৪৯; মুসলিম হা/৫৯২; মিশকাত হা/৯৬০)*। রাসূল (ছাঃ) কখনো কখনো দীর্ঘ সময় ধরে দো'আ সমূহ পাঠ করতেন *(বুখারী হা/৮৪৪; ছহীহাহ হা/১৯৬, ১০২)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, প্রত্যেক ফরয ছালাতের শেষে যে ব্যক্তি ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ ও ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পাঠ করে, সে নিরাশ হয় না' *(মুসলিম হা/৫৯৬; মিশকাত হা/৯৬৬)*। উক্ত হাদীছে প্রত্যেক ফরয ছালাতের কথা বলা হয়েছে, কেবলমাত্র সুন্নাতবিহীন ছালাতের কথা বলা হয়নি। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, প্রত্যেক ফরয ছালাতের পর হাদীছে বর্ণিত যিকর ও দো'আ সমূহ পাঠ করবে। তার পরে সুন্নাত ছালাত থাক বা না থাক সেটা ধর্তব্য নয় *(ছহীহাহ হা/১০২ আলোচনা দ্রঃ)*।

প্রশ্ন (১৭/৩৭৭) : জুম'আর ছালাত আদায়রত অবস্থায় মাইকের লাইন বন্ধ হয়ে গেলে এবং কিছু মুছল্লী ইমাম ছাহেবের আওয়ায শুনতে না পেলে তাদের জন্য করণীয় কি?

-ইউসুফ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : এমতাবস্থায় ইমামের তাকবীর শুনতে পাচ্ছেন এমন কেউ ইমামের পিছে পিছে সশব্দে তাকবীর সমূহ বলবেন। যাতে বাইরের মুছল্লীরা শুনতে পান। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহ'লে তাদের মধ্যে কেউ এগিয়ে গিয়ে ইমামতি করবেন অথবা মাসবূকের ন্যায় প্রত্যেকে একাকী ছালাত আদায় করে নিবেন *(মাজমূ' ফাতাওয়া বিন বায ১২/৩৩১)*।

প্রশ্ন (১৮/৩৭৮) : প্রত্যেক চার রাক'আত তারাবীহ ছালাতের পর উচ্চৈঃস্বরে 'সুবহানা যিল-মুলকি ওয়াল মালাকূতি... আবাদান আবাদা... মালাইকাতি ওয়ার রূহ' দো'আ পাঠ করার কোন ভিত্তি আছে কি?

-রূহুল আমীন, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত দো'আটি ছূফীদের আবিষ্কৃত বানোয়াট দো'আ মাত্র। মূলতঃ তারাবীহ্র ছালাতে চার রাক'আত পরপর পড়ার জন্য নির্দিষ্ট কোন দো'আ নেই। তবে রাসূল (ছাঃ) বিতর ছালাতে সালাম ফিরানোর পর سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ (সুবহা-নাল মালিকিল কুদ্দূস) দো'আটি সশব্দে পাঠ করতেন *(আবুদাউদ হা/১৪৩০; মিশকাত হা/১২৭৫)*।

প্রশ্ন (১৯/৩৭৯) : আমার প্রতিবেশী বন্ধু ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন সন্দেহবাদ আরোপ করে এবং রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে কটূক্তি করে থাকে। আমার জানা মতে, এরূপ কটূক্তির ক্ষেত্রে কোন তওবার সুযোগ নেই। আর সরকারও এর সমর্থক। এক্ষণে আমি কি তাকে হত্যা করতে পারি?

-আব্দুল হাকীম, ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) বলেন, ইহূদী হৌক, নাছারা হৌক যে

ব্যক্তি ইসলাম কবুল না করে মৃত্যুবরণ করে, সে ব্যক্তি জাহান্নামবাসী হবে' *(মুসলিম হা/১৫৩; মিশকাত হা/১০)*। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে কটূক্তিকারী ব্যক্তি তওবা না করলে সে অবশ্যই ধর্মত্যাগী ও কাফের *(তাওবাহ ৬৫-৬৬)*। ছাহাবীগণসহ সর্বযুগের বিদ্বানগণ এ বিষয়ে একমত যে ঐ ব্যক্তি কাফের ও মুরতাদ এবং তাকে হত্যা করা ওয়াজিব *(ইবনু তায়মিয়াহ, আছ-ছারেমুল মাসলূল ২/১৩-১৬)*। তবে তা আদালতের মাধ্যমে প্রমাণ সাপেক্ষে বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব সরকারের। যেমন ইহূদী নেতা কা'ব বিন আশরাফ রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামকে কটূক্তি করে ব্যঙ্গ কবিতা লিখলেও রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ পাওয়ার আগ পর্যন্ত ছাহাবীগণ তাকে হত্যা করেননি *(বুখারী হা/৪০৩৭)*। এছাড়া মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) ইয়ামনে জনৈক মুরতাদকে সেখানকার গভর্ণরের অনুমতি ক্রমেই হত্যা করেছিলেন *(আবুদাঊদ হা/৪৩৫৪)*। প্রত্যেকেই যদি দণ্ড বাস্তবায়ন শুরু করে, তাহ'লে সমাজে চরম বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে। সেকারণ দণ্ড বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট আদালত ও সরকার এ দায়িত্ব পালন করবেন। না করলে তারা কবীরা গোনাহগার হবেন এবং আল্লাহ্র নিকট কৈফিয়তের সম্মুখীন হবেন *(উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ১৪/৪৪১-৪২)*।

প্রশ্ন (২০/৩৮০) : বর্তমানে একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালন করার জন্য কিছু লোকের মাঝে উৎসুক্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে এটা সঠিক হবে কি?

-আমজাদুল ইসলাম, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা।

উত্তর : শরী'আতের দৃষ্টিতে এটি সঠিক হবে না। কেননা আল্লাহ পাক বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (রামাযানের) এ মাস পাবে, সে যেন ছিয়াম রাখে' *(বাক্বারাহ ১৮৫)*। 'এ মাস পাবে' অর্থ এ মাসের চাঁদ দেখতে পাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা চাঁদ দেখে ছিয়াম রাখ ও চাঁদ দেখে ছিয়াম ভঙ্গ কর। যদি চাঁদ তোমাদের নিকটে আচ্ছন্ন থাকে, তাহ'লে শা'বান ত্রিশ দিন পূর্ণ করে নাও' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৭০ 'ছাওম' অধ্যায়, 'চাঁদ দেখা' অনুচ্ছেদ)*। উপরোক্ত দলীলসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ছিয়াম ও ঈদের জন্য চাঁদ দেখা শর্ত। এক্ষণে এই চাঁদ দেখার বিষয়টি অঞ্চল বিশেষের সঙ্গে সম্পৃক্ত, না আধুনিক মিডিয়ার মাধ্যমে বিশ্বের যেকোন প্রান্তে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি চাঁদ দেখার সংবাদ পেলেই পৃথিবীর সকল দেশের সকল মুমিনের জন্য তা প্রযোজ্য হবে?

এ ব্যাপারে মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত যুক্তি-তর্ক বাদ দিয়ে ছাহাবায়ে কেরামের আমলকে অগ্রাধিকার দেয়াই যথার্থ হবে। কুরাইব (রাঃ) বর্ণিত আছারে এসেছে যে, তিনি সিরিয়ায় রামাযানের ছিয়াম রেখে মাস শেষে মদীনায় ফিরে এখানকার ছিয়ামের সাথে এক দিন কমবেশ দেখতে পান। এ বিষয়ে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, তোমরা ওখানে কবে চাঁদ দেখেছিলে? আমি বললাম, শুক্রবার সন্ধ্যায়। তিনি বললেন, আমরা এখানে শনিবারে সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছি। অতএব এখানে আমরা ছিয়াম চালিয়ে যাব, যতক্ষণ না ঈদের চাঁদ দেখতে পাব'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আমরা ৩০ দিন পূর্ণ করব। তাঁকে বলা হ'ল, মু'আবিয়ার চাঁদ দেখা ও ছিয়াম রাখা কি আপনার জন্য যথেষ্ট নয়? তিনি বললেন, না। এভাবেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দান করেছেন' *(মুসলিম হা/১০৮৭ 'ছিয়াম' অধ্যায়)*। ইমাম নববী বলেন, এ হাদীছ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, এক শহরের চন্দ্র দর্শন অন্য শহরে প্রযোজ্য নয় অধিক দূরত্বের কারণে *(মির'আত হা/১৯৮৯-এর ব্যাখ্যা ৬/৪২৮ পৃঃ)*।

উল্লেখ্য যে, সিরিয়া মদীনা থেকে উত্তর-পশ্চিমে এক মাসের পথ এবং প্রায় ৭০০ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। সময়ের পার্থক্য মদীনা থেকে ১৪ মিনিট ৪০ সেকেন্ড পরে। চন্দ্র পশ্চিম দিক থেকে আগে উঠে বিধায় সেখানে মদীনার একদিন পূর্বে চাঁদ দেখা গিয়েছিল। মিশকাতের ভাষ্যকার ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, 'আধুনিক হিসাব মতে পশ্চিম অঞ্চলে চাঁদ দেখা গেলে পশ্চিমাঞ্চলসহ সেখান থেকে অন্যূন ৫৬০ মাইল দূরত্বে পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য ঐ চাঁদ গণ্য হবে। আর যদি পূর্বাঞ্চলে চাঁদ দেখা যায়, তাহ'লে পশ্চিমাঞ্চলের অনুরূপ দূরত্বের অধিবাসীদের জন্য উক্ত চাঁদ গণ্য হবে' *(মির'আত ৬/৪২৯)*। জ্যোতির্বিজ্ঞানের উক্ত হিসাব মতে মক্কায় চাঁদ দেখা গেলে আশপাশের ৫৬০ মাইল পর্যন্ত উক্ত চাঁদ দেখতে পাওয়া সম্ভব। অতএব উক্ত দূরত্বের অধিবাসীগণ উক্ত চাঁদের হিসাবে ছিয়াম ও ঈদ পালন করতে পারেন, সারা পৃথিবীর মানুষ নয়।

অতএব দু'জন মুসলিমের সাক্ষ্য ঐ অঞ্চলের মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যে অঞ্চলে একই দিনে চাঁদ দেখা সম্ভব *(বিস্তারিত দ্রঃ মাসিক আত-তাহরীক প্রশ্নোত্তর জানুয়ারী ২০০৫ প্রশ্ন নং ১/১২১; আগষ্ট ২০১১ প্রশ্ন নং ৩৩/৪৩৩; আগস্ট ২০১৩ প্রবন্ধ, প্রসঙ্গ : সারাবিশ্বে একইদিনে ছিয়াম ও ঈদ; সেপ্টেম্বর'১৩, দরসে কুরআন : নবচন্দ্রসমূহ)*।

প্রশ্ন (২১/৩৮১) : জনৈক মুফতী লিখেছেন, পৃথিবীতে কোটি কোটি মুসলমানের মধ্যে সামান্য কিছু লোক ছাড়া সবাই কোন না কোন মাযহাবের অনুসারী। আর মুসলমানদের সম্মিলিত দলের উপর আল্লাহ্র হাত রয়েছে। এর বাইরের সকলেই জাহান্নামী। একথার সত্যতা আছে কি?

-সিরাজুল ইসলাম, বাঁশদহা বাজার, সাতক্ষীরা।

উত্তর : জামা'আতের উপর আল্লাহ্র হাত রয়েছে *(ছহীহুল জামে' হা/১৮৪৮, ৮০৬৫)*। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। তন্মধ্যে ৭২টি দল জাহান্নামে যাবে। মাত্র একটি দল জান্নাতে যাবে। সেটি হ'ল জামা'আত' *(আহমাদ হা/১৬৯৭৯; আবুদাঊদ হা/৪৫৯৭; ছহীহ তিরমিযী সনদ ছহীহ, তাহকীক মিশকাত হা/১৭২ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ পৃঃ ৩০)*। জামা'আতের অর্থ অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, যার উপরে আমি ও আমার ছাহাবীগণ আছি' *(তিরমিযী হা/২৬৪১; মিশকাত হা/১৭১)*। আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, 'হক-এর অনুসারী দলই জামা'আত। যদিও তুমি একাকী হও' *(ইবনু আসাকির, তারীখ দেমাশক্ব ১৩/৩২২ পৃঃ; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৭৩-এর টীকা নং (৫)*। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারককে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হ'লে, তিনি বলেন, আবুবকর ও ওমর (রাঃ) হ'লেন জামা'আত *(মিশকাত ১/৬১ পৃঃ টীকা-৫)*। উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারীগণই প্রকৃত অর্থে জামা'আত। আর তারা হ'লেন ছাহাবায়ে কেরাম, সালাফে ছালেহীন ও তাদের যথাযথ অনুসারী যুগে যুগে আহলুল হাদীছগণ।

প্রশ্ন (২২/৩৮২) : ক্বদরের রাত্রিগুলিতে ইবাদত করার নিয়ম কি?

-ইসহাক, কাঁঠালপাড়া, পবা, রাজশাহী।

উত্তর : (১) দীর্ঘ রুকূ ও সিজদার মাধ্যমে বিতরসহ ১১ রাক'আত তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করা *(বুখারী হা/১১৪৭; মুসলিম হা/৭৩৮)*। (২) একই সূরা, তাসবীহ, দো'আ বারবার পড়ে ছালাত দীর্ঘ করা *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১২০৫, সনদ হাসান; আবুদাঊদ হা/৮১৬; মিশকাত হা/৮৬২)*। (৩) অধিকহারে তেলাওয়াত করা *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/১৯৬৩)*। (৪) একনিষ্ঠ চিত্তে দো'আ-দরূদ ও তওবা-ইস্তেগফার করা। ক্বদরের রাতে ক্ষমা প্রার্থনার বিশেষ দো'আ *'আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুউডুন তোহেব্বুল 'আফ্ওয়া ফা'ফু 'আন্নী'* (হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল। তুমি ক্ষমা করতে ভালবাস। অতএব আমাকে ক্ষমা কর) *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২০৯১)* বেশী বেশী পাঠ করা। (৫) তারাবীহ'র ৮ রাক'আত ছালাত জামা'আতে আদায় করাই উত্তম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ইমামের সাথে জামা'আতে ক্বিয়ামকারী সারা রাত্রি ছালাত আদায়ের নেকী পেয়ে থাকে' *(তিরমিযী হা/৮০৬, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১২৯৮)*। (৬) এ রাতে মসজিদে জামা'আতের সাথে ৮ রাক'আত তারাবীহ পড়া। অতঃপর তাসবীহ-তেলাওয়াত শেষে ঘুমিয়ে যাওয়া। অতঃপর শেষ রাতে উঠে তাহিইয়াতুল ওযূ, তাহিইয়াতুল মসজিদ ইত্যাদি শেষে ৩ অথবা ৫ রাক'আত বিতর পড়া, তেলাওয়াত করা, দো'আ-দরূদ পাঠ করা ইত্যাদি।

প্রশ্ন (২৩/৩৮৩) : ই'তিকাফ-এর ফযীলত কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ই'তিকাফের পদ্ধতি কি ছিল? মহিলারা কি এ ইবাদতে অংশগ্রহণ করতে পারবে?

-শহীদুল্লাহ, রসূলপুর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : ই'তিকাফ তাকওয়া অর্জন করার বড় মাধ্যম। আল্লাহ বলেন, যতক্ষণ তোমরা ইতিকাফ অবস্থায় মসজিদ সমূহে অবস্থান কর ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা কর না। এগুলো আল্লাহ্র সীমারেখা *(বাক্বারাহ ২/১৮৭)*। এতে লায়লাতুল ক্বদর অনুসন্ধানের সুযোগ হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিত ই'তিকাফ করেছেন। তবে এ সম্পর্কে বিশেষ কোন ফযীলতের কথা ছহীহ হাদীছে পাওয়া যায় না। ই'তিকাফের পদ্ধতি হ'ল, ই'তিকাফ স্থলে সূর্যাস্তের পূর্বে প্রবেশ করবে এবং ঈদের আগের দিন বাদ মাগরিব বের হবে। রাসূল (ছাঃ) রামাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন *(বুখারী হা/২০২৫, মুসলিম; মিশকাত হা/২০৯৭)*। আর শেষ দশক বলতে শেষ দশ রাত্রিকে বুঝানো হয় *(ফজর ২)*। যা ২০ তারিখ সূর্যাস্তের মাধ্যমে ২১ তারিখ শুরু হয় এবং ১লা শাওয়ালের চন্দ্রোদয়ের মাধ্যমে শেষ হয়। প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া ইতিকাফকারী নিজ বাড়ীতে প্রবেশ করবে না *(বুখারী হা/২০২৯)*।

মহিলাগণ কোন জামে মসজিদে ই'তিকাফে বসতে পারবেন। রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ মসজিদে নববীতে ই'তিকাফে বসতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০৯৭)*। তাঁর জীবদ্দশাতেও অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তা কারণবশতঃ বাস্তবায়ন হয়নি *(বুখারী হা/২০৪১; মির'আত ৭/১৪৩-৪৪, হা/২১১৭ আলোচনা দ্রঃ)*। নারীদের জন্য বাড়ীর পাশের জুম'আ মসজিদে ই'তিকাফ করা উত্তম *(ফাৎহুল বারী হা/২০৩৩-এর আলোচনা)*।

প্রশ্ন (২৪/৩৮৪) : স্কুল-কলেজের পরীক্ষার কারণে রামাযানে ছিয়াম পালন না করে পরে ক্বাযা করা যাবে কি?

-উম্মে হাবীবাহ, শাজাহানপুর, বগুড়া।

উত্তর : রামাযানের ছিয়াম পালন ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম *(বুখারী হা/৮, মুসলিম হা/১৬)*। ইচ্ছাকৃতভাবে যা পরিত্যাগ করা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৫/২২৫)*। এক্ষণে যেসব কারণে ফরয ছিয়াম ক্বাযা করা যায়, পরীক্ষা তার অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব পরীক্ষার অজুহাতে ছিয়াম ক্বাযা করা হারাম হবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১০/২৪০)*।

প্রশ্ন (২৫/৩৮৫) : সফর অবস্থায় ছিয়াম পালন করা অথবা ছেড়ে দেওয়া কোনটা উত্তম হবে?

-শফীকুল ইসলাম, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : সফর অবস্থায় কষ্টকর হ'লে ছিয়াম ছেড়ে দেওয়াই উত্তম। আর তা না হ'লে পালন করাই উত্তম হবে। হামযা আসলামী (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে সফরে ছিয়াম রাখার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, সফরে ছিয়াম না রাখা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একটি অনুগ্রহ। যে তা গ্রহণ করবে, তার জন্য এটা কল্যাণকর হবে। আর যদি কেউ ছিয়াম রাখতে পসন্দ করে, তাহ'লে তাতে কোন গুনাহ নেই *(মুসলিম হা/১১২১, মিশকাত হা/২০২৯)*। মক্কা বিজয়ের সফরে রাসূল (ছাঃ) ছিয়াম অবস্থায় মক্কার উদ্দেশ্যে বের হন। অতঃপর মক্কার ৪২ মাইল আগে 'কুরাউল গামীম' নামক স্থানে পৌঁছে ছিয়াম ভেঙ্গে ফেলেন *(মুসলিম হা/১১১৪, মিশকাত হা/২০২৭)*।

প্রশ্ন (২৬/৩৮৬) : শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম পালনের ফযীলত কি? রামাযানের ক্বাযা ছিয়াম থাকলে তা আগে করতে হবে না শাওয়ালের ছিয়াম আগে পালন করতে হবে?

-আব্দুল গফূর, আশাশুনি, সাতক্ষীরা।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি রামাযানের ছিয়াম পালন শেষে শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম পালন করল, সে যেন সারা বছর ছিয়াম পালন করল' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৭)*। অন্য হাদীছে এক বছরের হিসাব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এভাবে দিয়েছেন যে, 'রামাযানের একমাস ছিয়াম (১০ গুণ নেকী ধরলে) ১০ মাসের সমান এবং (শাওয়ালের) ছয়টি ছিয়াম দু'মাসের সমান' *(ইবনু মাজাহ হা/১৭১৫; ইরওয়া ৪/১০৭ পৃঃ হা/৯৫০-এর আলোচনা)*। এভাবে মোট বারো মাস বা সারা বছর।

শাওয়াল মাসের ছিয়াম আগে করাই কর্তব্য। কারণ শাওয়াল পার হ'লে শাওয়াল মাসের ছিয়াম পালনের সুযোগ থাকে না। আর রামাযানের ক্বাযা ছিয়াম বছরের যেকোন সময়ে আদায় করা যায় *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*। ব্যস্ততার কারণে আয়েশা (রাঃ) তাঁর রামাযানের ছুটে যাওয়া ছিয়াম পরবর্তী শা'বান মাসে আদায় করতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩০)*। তবে ফরযের ক্বাযা যত দ্রুত সম্ভব আদায় করাই উচিৎ *(মির'আত ৫/২৩)*।

প্রশ্ন (২৭/৩৮৭) : পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য কি কি?

-আসমা, মণিরামপুর, যশোর।

উত্তর : পিতা-মাতার প্রতি সন্তানদের অবশ্য কর্তব্য সমূহ রয়েছে। যেমন (১) তাদের প্রতি অনুগ্রহ করা *(নিসা ৩৬)*। তথা কথা-কর্ম, শারীরিক-মানসিক, আর্থিক সকল বিষয়ে অনুগ্রহ ও নম্রতা পাওয়ার সর্বোচ্চ হকদার হ'লেন পিতা-মাতা। আল্লাহ বলেন, তোমরা তাদের সঙ্গে এমন কথা বলো না যেন তারা বিরক্ত হয়ে উহ্ শব্দ করেন' *(ইসরা ২৩-২৪)*। (২) তাদের জন্য ব্যয় করা *(বাক্বারাহ ২/২১৫; ইবনু মাজাহ হা/২২৯১; আবুদাঊদ হা/৩৫৩০, মিশকাত হা/৩৩৫৪)*। (৩) শরী'আতসম্মত সকল বিষয়ে তাদের আনুগত্য করা। *(বুখারী হা/৭২৫৭, ইসরা ১৭/২৩; লোকমান ৩১/১৪)*। (৪) তাদের জন্য দো'আ করা *(ইসরা ১৭/২৩, মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩)*। এছাড়া তাঁদের জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে তাঁদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি সদাচরণ করা *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯১৭)* ইত্যাদি।

প্রশ্ন (২৮/৩৮৮) : মানতের পশুর গোশত কিভাবে বণ্টন করতে হবে?

-তাসলীমা যামান, ভাদিয়ালী, সাতক্ষীরা।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ক্বসম' বা মানত ব্যক্তির নিয়তের উপর নির্ভরশীল' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪১৬)*। ইমাম শাওকানী বলেন, 'মানতকারী ব্যক্তি গুনাহের কাজ ব্যতীত সব ধরনের বৈধ মানত বাস্তবায়নে স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী' *(নায়লুল আওত্বার ১০/২৩১ 'নযর' অধ্যায়)*। সুতরাং মানতকারী মানতকৃত বস্তু যে স্থানে বণ্টনের নিয়ত করবে, সেখানেই তা বণ্টন করবে। আর নির্দিষ্ট না করলে ফকীর-মিসকীনদের মাঝে বণ্টন করে দিবে *(ফিক্বহুস-সুন্নাহ ৩/১২৩)*।

প্রশ্ন (২৯/৩৮৯) : বর-কনে বাসর ঘরে জামা'আতে ২ রাক'আত ছালাত আদায় করবে কি? করতে হ'লে এর নিয়ম কি?

-আব্দুল হাকীম, তাহেরপুর, রাজশাহী।

উত্তর : আদায় করতে পারে। ছাহাবীগণের কারু কারু আমল দ্বারা এটি প্রমাণিত। উসাইদের দাস আবু সাঈদ বলেন, আমি বিয়ে করলে আবু যার গিফারী, ইবনু মাসঊদ ও হুযায়ফা (রাঃ) আমাকে বললেন, তোমার ঘরে যখন তোমার স্ত্রী প্রবেশ করবে, তখন তুমি দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে এবং তার কল্যাণের জন্য দো'আ করবে ও অকল্যাণ হ'তে আশ্রয় প্রার্থনা করবে *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/১৭১৫৩; ইরওয়া হা/৫২৩; আলবানী, আদাবুয যিফাফ পৃ:২২, সনদ ছহীহ)*। অন্য বর্ণনায় ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বাসরের পূর্বে স্ত্রীকে তার পিছনে দাঁড় করিয়ে জামা'আত সহ দু'রাক'আত ছালাত আদায়ের পরামর্শ দেন *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/১৭৪৪১; আদাবুয যিফাফ ২২ পৃঃ, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৩০/৩৯০) : 'আল্লাহ যা করেন মঙ্গলের জন্য করেন' একথার কোন শারঈ ভিত্তি আছে কি?

-রাকীবুল ইসলাম, মিঠাপুকুর, রংপুর।

উত্তর : উক্ত বক্তব্যটি আল্লাহ্র বাণী দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ বলেন, তোমার যে কল্যাণ হয়, তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়। আর যে অকল্যাণ হয়, তা তোমার (আমলের) কারণে হয় *(নিসা ৪/৭৯)*। অর্থাৎ আল্লাহ সব সময় বান্দার মঙ্গল করেন। কিন্তু বান্দা ভুলক্রমে বা ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেই নিজের অকল্যাণ করে থাকে। আল্লাহ তাতে বাধা দেন না বান্দার স্বাধীন ইচ্ছা শক্তিকে অব্যাহত রাখার স্বার্থে। তাই যে ভাল কর্ম করবে সে নে'মত লাভ করবে। আর যে অন্যায় করবে সে বিপদে পতিত হবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৮/২৩৯)*। তবে এটাও তাক্বদীর অনুযায়ী হয়ে থাকে, যা পূর্বেই নির্ধারিত ছিল।

প্রকৃত ঈমানদারের জন্য ভাল-মন্দ উভয়টিই কল্যাণকর হয়ে থাকে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, মুমিনের ব্যাপারটি কতই না বিস্ময়কর! তার সমস্ত কাজই তার জন্য কল্যাণকর।... যদি তার কোন মঙ্গল স্পর্শ করে, সে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে। এটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি তার কোন মন্দ স্পর্শ করে, সে ছবর করে। আর এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়' *(মুসলিম হা/২৯৯৯; মিশকাত হা/৫২৯৭)*।

প্রশ্ন (৩১/৩৯১) : অনেক প্রাইভেট কোম্পানীতে দাড়ি শেভ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেখানে চাকুরী করা যাবে কি?

-শাকীল, তানোর, রাজশাহী।

উত্তর : এরূপ কোম্পানী থেকে দূরে থাকতে হবে। কারণ তারা রাসূল (ছাঃ)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত বিরোধী নির্দেশ দিচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা গোঁফ ছাটো ও দাড়ি ছেড়ে দাও এবং এ ব্যাপারে মুশরিকদের বিরোধিতা কর' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪২১)*।

প্রশ্ন (৩২/৩৯২) : মেয়েরা উচ্চ শিক্ষার জন্য হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া করে। যেমন মহিলা মাদ্রাসা, যেখানে অভিভাবক বা মাহরাম থাকে না। এভাবে লেখাপড়া করা যাবে কি?

-ফাতেমা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : মহিলা হোস্টেলে যদি পূর্ণ নিরাপত্তা থাকে, সেক্ষেত্রে কোন বাধা নেই *(উছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ১৮০/২৩)*।

প্রশ্ন (৩৩/৩৯৩) : বিবাহ রেজিষ্ট্রী হওয়ার পর কবুল বলার পূর্বে সহবাস করা জায়েয হবে কি?

-ইসমাঈল, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : বিবাহের দু'টি রুকন হ'ল ঈজাব ও কবুল *(নিসা ১৯)*। আর শর্ত হ'ল মেয়ের ওলী থাকা *(তিরমিযী; মিশকাত হা/৩১৩০)* এবং দু'জন ন্যায়নিষ্ঠ সাক্ষী থাকা *(ত্বাবারাণী, ছহীহুল জামে' হা/৭৫৫৮)*। উক্ত শর্তাদি পূরণের পর রেজিষ্ট্রি হয়ে থাকলে সহবাস বৈধ হবে।

প্রশ্ন (৩৪/৩৯৪) : ঠোঁটের নীচের লোম কাটা যাবে কি?

-জাহাঙ্গীর আলম, ময়মনসিংহ।

উত্তর : কাটা যাবে না। কেননা বৃদ্ধাবস্থাতেও রাসূল (ছাঃ)-এর ঠোঁটের নিম্নভাগে উক্ত লোম ছিল। যার কিছু অংশ সাদা ছিল *(বুখারী হা/৩৫৪৫-৪৬)*।

প্রশ্ন (৩৫/৩৯৫) : জনৈক আলেম বলেন, নমরূদ উঁচু টাওয়ারে উঠে আল্লাহ্র লক্ষ্যে তীর নিক্ষেপ করলে উপর থেকে রক্ত মাখা তীর আল্লাহ আবার ফেরত পাঠান। এ বক্তব্যের সত্যতা আছে কি?

-ইয়াকূব ইসলাম, ঘোনাপাড়া, জয়পুরহাট।

উত্তর : ইমাম কুরতুবী (রহঃ) স্বীয় তাফসীরে সূরা ইবরাহীম ৪৬ আয়াতের ব্যাখ্যায় উক্ত ঘটনাটি সূত্রবিহীনভাবে উল্লেখ করেছেন। যা ইস্রাঈলী বর্ণনা বলেই অনুমিত হয়। তবে ফেরাঊন আল্লাহকে দেখার জন্য স্বীয় মন্ত্রী হামানকে উঁচু একটি টাওয়ার নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছিলেন *(কাছাছ ২৮/৩৮; গাফের ৪০/৩৬)*। আর ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে ইয়াজূজ-মাজূজ সম্প্রদায় তাদের ধারণা মতে পৃথিবীর সকল জীব হত্যা করার পর আসমানবাসীকে হত্যা করার জন্য আকাশপানে তীর ছুড়বে। তখন তাদের ধারণা সত্যায়নের জন্য উক্ত তীরে রক্ত মিশিয়ে ফেরত পাঠানো হবে। এতে তারা মনে করবে যে, তারা আসমানবাসীকে হত্যা করে ফেলেছে *(ইবনু মাজাহ হা/৪০৭৯, ছহীহাহ হা/১৭৯৩)*।

প্রশ্ন (৩৬/৩৯৬) : গার্মেন্টস, গাড়ী, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির জন্য ভবিষ্যৎ বিপদের 'ঝুঁকি তহবিল' হিসাবে ইসলামী বীমা করা যাবে কি?

-কাওছার, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ বীমার ধারণাটাই ইসলামী অর্থনীতির বিরোধী এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতির অনুসঙ্গ। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। বীমার মধ্যে কয়েকটি ইসলাম বিরোধী নীতি রয়েছে যথা (১) বীমা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। যেমন- কেউ জীবনবীমা করল এ মর্মে যে, সে মারা গেলে কোম্পানী তার মৃত্যুর পরে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ তার সন্তানদেরকে প্রদান করবে। এর শর্ত হচ্ছে সে প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বীমা কোম্পানীতে জমা দিবে। এখন সে যদি এক বছর পর মারা যায় তাহ'লে কোম্পানী ক্ষতিগ্রস্ত হবে, আর ব্যক্তি লাভবান হবে। আর যদি সে দীর্ঘ দিন জীবিত থাকে, তবে মাসে মাসে অর্থ প্রদান করে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে আর কোম্পানী লাভবান হবে। অর্থাৎ যিনি মাসে মাসে টাকা জমা দিচ্ছেন তিনি হয় প্রদত্ত অর্থের চেয়ে বেশী পাবেন অথবা কম পাবেন। তিনি লাভ-লোকসানের অনিশ্চয়তার মাঝে ঘুরপাক খাবেন। এটিই জুয়া। যা আল্লাহ হারাম করেছেন *(মায়েদাহ ৯০; উছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ২৩/১৫৮)*।

(২) বীমা করার কারণে দুর্ঘটনা ঘটলে ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়। কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটতেও পারে, নাও পারে। তাছাড়া দুর্ঘটনা কখন ঘটবে ও কি পরিমাণে ঘটবে, তা সবই অজ্ঞাত। ফলে এর মধ্যে প্রতারণা সুস্পষ্ট। আর প্রতারণামূলক ব্যবসা করতে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন *(মুসলিম হা/১৫১৩ প্রভৃতি)*। (৩) নিরাপত্তা দেয়ার মালিক আল্লাহ। তাই ভরসা করতে হবে কেবলমাত্র আল্লাহর উপরে। অথচ এখানে ভরসা করা হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর উপর। যা সম্পূর্ণরূপে ছহীহ আক্বীদা বিরোধী। ইসলামী বিধান হ'ল, ব্যক্তির যেকোন দুর্ঘটনায় কিংবা তার অপারগ অবস্থায় সমাজ ও সরকার তার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। অতএব এসব থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন (৩৭/৩৯৭) : গর্ভবতী বা দুর্বল দরিদ্র মহিলারা ছিয়াম পালন করতে এবং ফিদইয়া দিতে সক্ষম না হ'লে করণীয় কি?

-ছাবের আলী মোল্লা
এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, বিদ্যুৎ ভবন, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিনী মহিলা পরবর্তীতে ক্বাযা আদায় করবে *(আবুদাঊদ, নাসাঈ; মিশকাত হা/২০২৫)*। আর ক্বাযা করতে পারবে না এমন ভয় থাকলে প্রতি ছিয়ামের বদলে একজন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করবে *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)*। তবে ইবনে আব্বাস (রাঃ) গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিনী মহিলাদের জন্য এবং দুর্বল বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য ফিদইয়া দিতে বলতেন, ক্বাযা আদায় নয় *(আবুদাঊদ হা/২৩১৭, সনদ ছহীহ, বুখারী হা/৪৫০৫)*। দৈনিক নিয়মিত মিসকীন না পেলে রামাযান শেষে একদিনে ত্রিশজন মিসকীনকে খানা খাওয়ানো যাবে *(ইবনে কাছীর, বাক্বারাহ ১৮৪ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। সেটাও না পেলে কোন ইয়াতীমখানায় উক্ত ফিদইয়া পৌঁছে দিবে। ফিদইয়া বা ক্বাযা আদায়ে অক্ষম হ'লে আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

প্রশ্ন (৩৮/৩৯৮) : হোদায়বিয়ার সন্ধির সময় রাসূল (ছাঃ) মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ কেটে দিয়ে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ লেখার মাধ্যমে নবুঅতের দাবী থেকে সরে এসেছিলেন কেবল শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং ভবিষ্যতে মক্কা বিজয়ের লক্ষ্যে। বর্তমানে এ লক্ষ্যেই কি গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা উচিৎ হবে না?

-গোলাম কাদের
আমিরাবাদ, লোহাগড়া, চট্টগ্রাম।

উত্তর : প্রচলিত গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণের কোন সুযোগ নেই। **প্রথমতঃ** গণতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অথচ 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' একটি নিরেট কুফরী মতবাদ। ইসলামের সাথে এর আপোষের কোন সুযোগ নেই। **দ্বিতীয়তঃ** গণতন্ত্রের মৌলিক নীতি হ'ল- 'জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস', আইন রচনার ক্ষেত্রে 'দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়ই চূড়ান্ত'। অর্থাৎ গণতন্ত্রে মানুষকে মানুষের মনগড়া বিধান মানতে বাধ্য করে। পক্ষান্তরে ইসলামী শরী'আতের মৌল নীতি হ'ল 'আল্লাহ্ই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস' এবং 'অহি'-র বিধানই চূড়ান্ত'। এখানে মানুষ স্রেফ আল্লাহ্র বিধান মানে। যার অধীনে সকল মানুষের অধিকার সমান। বস্তুতঃ ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ প্রথমে মুসলমানকে ঈমানের গণ্ডীমুক্ত করে। অতঃপর গণতন্ত্র তাকে মানুষের গোলাম বানায়। অতঃপর সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি বাদ দিয়ে ভোটারের মনস্তুষ্টিকে অগ্রাধিকার দেয়। যা তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।

তৃতীয়তঃ প্রচলিত রাজনীতির সাথে আপোষ করাকে 'হোদায়বিয়ার সন্ধি'-র সময় 'রাসূলুল্লাহ' শব্দ বাদ দেওয়ার সাথে তুলনা করা নিতান্তই হাস্যকর ব্যাপার। কেননা তাঁকে আল্লাহ্র রাসূল হিসাবে না মানার কারণেই কুরায়েশদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল। তারা এটা মানলে তো আপোষ হয়ে যেত। সন্ধির কোন প্রয়োজন হ'ত না। সেকারণ তিনি 'রাসূলুল্লাহ' কেটে 'মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ' লিখেছিলেন। এটা লেখাতে তিনি কোন তাগূতী বিধানের সাথে আপোষ করেননি বা নবুঅতের দাবী থেকে সরে আসেননি। অতএব বর্তমানের কুফরী রাজনীতির সাথে আপোষ করার জন্য উক্ত ঘটনাকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করা স্রেফ খোঁড়া অজুহাত মাত্র।

বলা বাহুল্য, প্রচলিত রাজনীতির সঙ্গে আপোষ নয়; বরং জনমত পরিবর্তনের মাধ্যমে একে পরিবর্তন করাই হ'ল প্রকৃত অর্থে

ইসলামী রাজনীতি *(বিস্তারিত 'ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন', 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?' এবং 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' বই)*।

প্রশ্ন (৩৯/৩৯৯) : আমি ৩ বছর যাবৎ লিবিয়ায় আছি। প্রায় দিন স্ত্রীর সাথে আমার যোগাযোগ হয়। কিন্তু একজন ইমাম ছাহেব আমাকে বলেছেন যে, ১ বছরের বেশী এরূপ পৃথক থাকলে দেশে যাওয়ার পর পুনরায় বিবাহ করে সংসার করতে হবে। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-আব্দুছ ছবূর ইলিয়াস, লিবিয়া।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক না দেয় এবং স্ত্রীও যদি 'খোলা' না করে, তাহ'লে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ার প্রশ্নই আসে না। এমনকি উভয়ের সম্মতিক্রমে ৩ বছরের অধিক সময় অতিবাহিত হ'লেও তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হবে না' *(হাইআতু কিবারিল ওলামা; আত-ত্বালাকুস সুন্নাহ ওয়াল বিদ'আহ, পৃঃ ৬২)*।

প্রশ্ন (৪০/৪০০) : রাসূল (ছাঃ) তায়েফের সফরে নির্যাতিত হওয়ার পর একটি আঙ্গুর বাগানে বসে 'মযলূমের দো'আ' হিসাবে পরিচিত যে দো'আটি করেছিলেন, তা ছহীহ কি?

-মুবীনুল ইসলাম, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তর : দো'আ করার ঘটনাটি ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত *(আর-রাহীক্ব পৃঃ ১২৬; ইবনু হিশাম ১/৪২০)*। তবে এর সনদ যঈফ *(ত্বাবারাণী, যঈফুল জামে' হা/১১৮২; সিলসিলা যঈফাহ হা/২৯৩৩; দ্রঃ সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) 'তায়েফ সফর' অধ্যায়)*।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

মাহে রামাযানে কর্মীদের প্রতি

আমীরে জামা'আতের আহ্বান

আসসালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

প্রাণপ্রিয় সাথীগণ!

মাহে রামাযান আমাদের দুয়ারে সমাগত। রহমত, বরকত, মাগফিরাতের সুসংবাদ নিয়ে রামাযানের রাত্রিগুলিতে আল্লাহ আমাদেরকে ডাকেন হে কল্যাণের অভিযাত্রী! এগিয়ে চল। হে অকল্যাণের অভিসারী! থেমে যাও। এ মাসে আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহে অগণিত মুমিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)*। আমরা প্রার্থনা করি আল্লাহ যেন আমাদের সকল সাথী ভাই-বোনকে জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেন- আমীন!

প্রিয় সাথী!

জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে গেলে নিম্নের উপদেশগুলি মেনে চলুন, যা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে উৎসারিত।-

১. সর্বদা ফিরকা নাজিয়াহ্র সাথে জামা'আতবদ্ধ থাকুন। কেননা জামা'আতের উপর আল্লাহ্র হাত থাকে। আর শয়তান তার সঙ্গে থাকে, যে জামা'আত থেকে পৃথক হয়ে যায় *(নাসাঈ)*। আর যে মুমিন একাকী থাকে, শয়তান তার সাথী হয় *(তিরমিযী)*।

২. যাবতীয় সৎকর্ম স্রেফ আল্লাহ্র জন্য করুন। যেসব কথায় ও কাজে নেকী নেই, তা বর্জন করুন। সত্যিকারের আল্লাহভীরু ভাই-বোনকে সংগঠনের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করুন। আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত করবেন।

৩. অন্তরজগতকে রিয়া, হিংসা ও অহংকার থেকে পরিশুদ্ধ করুন। কেননা কলুষিত অন্তরে আল্লাহ্র নূর প্রবেশ করে না। ঐ ব্যক্তি আল্লাহ্র গায়েবী মদদও পায় না। নিজের গৃহকে ছবি-মূর্তি ও যাবতীয় শয়তানী ক্রিয়া-কর্ম হ'তে মুক্ত রাখুন। যাতে সর্বদা রহমতের ফেরেশতা আপনার বাড়ীটিকে ঘিরে রাখে।

৪. সর্বদা মৃত্যুকে সামনে রেখে আখেরাতের চেতনায় দাওয়াতের কাজ করুন। যেন এই অবস্থায় মৃত্যু হ'লে আল্লাহ আমাকে জান্নাত দান করেন।

৫. সংগঠনকে একটি পরিবার হিসাবে গণ্য করুন। পরস্পরকে ক্ষমা করুন। ভাই-ভাইয়ে মহব্বত দৃঢ় করুন। আল্লাহ্র রাস্তায় নিজেদেরকে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় মযবুত রাখুন। আল্লাহ অবশ্যই আমাদেরকে ভালবাসবেন *(ছফ ৪)*।

৯. আল্লাহভীরুতা হ'ল মূল পুঁজি। এই পুঁজি হারালে ইলম ও আমল সবকিছুই নিস্ফল হবে। একথা মনে রেখে ইলম বৃদ্ধির জন্য রামাযানে নিম্নোক্ত বইগুলি পাঠ করুন।- (ক) তাফসীরুল কুরআন ৩০ তম পারা (খ) আহলেহাদীছ আন্দোলন (থিসিস) (গ) ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) (ঘ) সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) (ঙ) ফিরক্বা নাজিয়াহ (চ) 'ইহতিসাব' বইটি নিয়মিত অনুশীলন করুন।

১০. প্রত্যেকে মাসিক আত-তাহরীকের নতুন বা পুরাতন কমপক্ষে ৩ কপি এবং সংগঠনের ছোট বইগুলি অধিকহারে ক্রয় করে বিতরণ করুন বা মৃত পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়ের জন্য ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ করুন।

১১. দানের সর্বোত্তম ক্ষেত্র হিসাবে সংগঠনকে বেছে নিন এবং এর বায়তুল মাল ফাণ্ডকে সমৃদ্ধ করুন। ইয়াতীম প্রকল্পে দাতাসদস্য হউন।

আল্লাহ আমাদেরকে রামাযান মাসে অধিকহারে ইবাদত ও ছাদাক্বা করার তাওফীক দান করুন এবং আমাদের ও আমাদের পিতা-মাতাকে ক্ষমা করুন।- আমীন!

প্রচারে : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ